আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত





আল-কুরআনের
বিষয়ভিত্তিক আয়াত

সংকলক
প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

মীনা বুক হাউস
কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও সৃজনশীল
ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক ও বিক্রেতা

বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
দোকান নং ২০৮ (২য় তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আদর্শ পুস্তক বিপণী
৫ ও ১৩, বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ আবু জাফর
মীনা বুক হাউস, ৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১২১৮৯৩

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০১১ ইং
তৃতীয় সংশোধিত প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ইং

হাদিয়া ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র

সংকলক ঃ প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
 Moinul Hossain KUET

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ হামিদুল ইসলাম

বর্নবিন্যাস ঃ মোঃ বেলায়েত হোসেন
০১৯১৫৬৮৫৬০৪

মুদ্রণে ঃ সুন্দরবন প্রিন্টার্স
ঢাকা।

Al-Quraner Bishoy Vittik Ayet By Engineer Moinul Hossain, Published by Mina Book House, Book & Computer Complex, Shop No. 208, Ground Floor & First Floor, 45, Banglabazar, Dhaka-1100. Bangladesh. First Edition: January 2011. Mobile : +88-01922-161780
E-mail:sujon0127@gmail.com, www.quranerbishoy.com
 Moinul Hossain KUET

Price : Tk. 300.00, US $ 4.00 Only.

ISBN : 978-984-8991-05-3

একজন পাঠকের চিঠি
(E-mail এর বাংলা অনুবাদ)

ভাই প্রকৌশলী মইনুল হোসেন,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনার লেখা আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত বইটির ওয়েব সাইট (www. quranerbishoy.com) ভিজিট করেছি। আমি খুব আনন্দিত। এই বই-এর মাধ্যমে আপনি দ্বীনের বিশেষ খেদমত করেছেন। আশা করি, দেশ-বিদেশের বাংলা ভাষাভাষী হাজার মানুষ, এই বই পড়ে, কুরআনের কথা জানতে পারবেন, ইন্‌শাআল্লাহ।

নিশ্চয়ই আমি আমার প্রবাসী বাংলাদেশী বন্ধুদেরকে আপনার বই ও বইটির ওয়েবসাইট (www. quranerbishoy.com) সম্পর্কে বলবো।

মহান আল্লাহ আপনার বইটিকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ মহিউদ্দীন
পি এইচ ডি
ডিপার্টমেন্ট অব মেকানিক্যাল এন্ড
ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, মন্ট্রিল
কানাডা

১১ই আগস্ট ২০১৩

৩য় সংস্করণের ভূমিকা

আল হামদুলিল্লাহ ! আজ বইটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হল। বর্তমান সংস্করণের প্রচ্ছদটি নতুন। আরবী ও বাংলা ছাপা আরো সুন্দর করার জন্য বইটি সম্পূর্ণ নতুন করে কম্পিউটার কম্পোজ করা হয়েছে।

বইটির একটি Apps-ও এন্ড্রোয়েড মোবাইলে আপলোড করা হয়েছে। মোবাইলে Play store গিয়ে Bangla Quran subjectwise লিখে SEARCH দিলে Apps-টি খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

আসুন, আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয় কুরআন থেকে জানি। কুরআন জেনে, জীবনকে সাজাই। হে আল্লাহ ! কুরআনের খেদমতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আপনি কবুল করুন।

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ী-২৮৯/এ, রোড-১৫,
ব্লক-সি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
E-mail:sujon0127@gmail.com
www.quranerbishoy.com
www.hadiserbishoy.com
www.namajerbishoy.com
 Moinul Hossain KUET
 Books of Moinul Hossain KUET

৪ জানুয়ারী ২০১৬ইং

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

সংকলকের কথা

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। পবিত্র কুরআন মু'মিনদের জন্য হেদায়েত। পবিত্র কুরআন সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী।

হেরা পর্বত। রাসূলুল্লাহ্ সা. মহান আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন। নাজিল হল পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াত। (যার অর্থ) 'পড়! তোমার প্রভুর নামে। (সূরা আল আলাক্ব ঃ আয়াত-১) আফসোস আমরা যারা কুরআন পড়ি (অধিকাংশই) তার অর্থ বুঝে পড়ি না। অবশ্যই পবিত্র কুরআন (বুঝে বা না বুঝে) তেলাওয়াত করার মধ্যে অশেষ সওয়াব আছে। তবে পবিত্র কুরআনের অর্থ না বুঝে পড়লে আমরা কিভাবে পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আমল করবো।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আচ্ছা তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? (সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ৮২) অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন 'জ্ঞানী লোকদের জন্য আমি আমরা আয়াত সমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করি। (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৫) অথচ আমরা আল-কুরআনের অর্থ বুঝে পড়ি না।

এমনকি আমরা সচরাচর যে সমস্ত সূরাগুলি (যেমন ঃ সূরা ফাতিহা, সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা এখলাস ও সূরা লাহাব ইত্যাদি) দিয়ে নামাজ পড়ি তার অর্থও আমরা সঠিকভাবে জানিনা। তাহলে কিভাবে নামাজের মধ্যে আমাদের ধ্যান খেয়াল আসবে? আমরা যদি অর্থ বুঝে পবিত্র কুরআন পড়তে শুরু করি, তাহলে আমরা অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতে পারবো বাস্তবিকই পবিত্র কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

সূধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে গীবত সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৪৬ ক্রমিক নং ৩৪৪।

সূধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কিয়ামত সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৬৮-২৯৭ ক্রমিক নং ৩৮১-৪৪১।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ফেরেশতা সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৩৪৭-৩৪৯ ক্রমিক নং ৫৩৮-৫৪০।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ব্যবসা সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২০৫-২৫১ ক্রমিক নং ৩৪৭-৩৫২।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তওবা সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২২০-২২২ ক্রমিক নং ২৯৭-৩০৩।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কবর সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৭২-২৭৮ ক্রমিক নং ৩৮৯-৩৯৩।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে জান্নাত সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৯৯-৩১৪ ক্রমিক নং ৪৪২-৪৭২।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে জাহান্নাম সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৩১৬-৩২৯ ক্রমিক নং ৪৭৩-৫০৫।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে পিপিলিকা সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৩৪৩ ক্রমিক নং ৫৩২।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে মাকড়সা সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫৪২ ক্রমিক নং ৫২৯।

সুধী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে দোয়া সম্পর্কে আল কুরআনে কি আছে দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪০৪-৪১৪ ক্রমিক নং ৬৩৯-৬৬০।

আরেকটি অধ্যায় আছে নাম কুরআন ও আধনিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যা আজকে আবিষ্কার করেছে, পবিত্র কুরআন তা বলে দিয়েছে ১৪০০ বছর আগে। পবিত্র কুরআনে অনেক ছোট ছোট আয়াত বা আয়াতের অংশ আছে যা মুখস্ত করা খুব সহজ কিন্তু যা মহান আল্লাহর বিশাল বাণী বহন করে। এমনই ১৬৮টি আয়াত নিয়ে লেখা হয়েছে “আয়াত কণিকাঃ অধ্যায়টি। মহান আল্লাহর আছে ৯৯টি গুণবাচন নাম। এই নামগুলির আরবী বানান, উচ্চারণ ও বাংলা অর্থসহ লেখা হয়েছে আসমাউল হুসনা অধায়টি।

নামাজে আমরা যে সুরাগুলো বেশিরভাগ পড়ে থাকি সেসব সূরা নিয়ে একটি অধ্যায় সংকলন করা হয়েছে। অধ্যায়টির নাম নামাজে বহুল পঠিত সূরাগুলি। এ অধ্যায়টি পড়লে আমরা সাধারণতঃ সে সূরাগুলো দিয়ে নামাজ পড়ি তার অর্থ জানতে পারবো।

বইটি পড়বার সুবিধার জন্য বইটিকে আঠারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি আয়াতের আমি একটি মানানসই শিরোনাম দিয়েছি।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার অযোগ্যতা বশত ঃ বইটিতে কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে। তেমন কিছু ধরা পড়লে, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার ইচ্ছা রইল।

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, ‘হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে অর্থ বুঝে কুরআন পড়ার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ী-২৮৯/এ, রোড-১৫,

ব্লক-সি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।

মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০

E-mail:sujon127@hotmail.com

www.quranerbishoy.com

www.hadiserbishoy.com

www.namajerbishoy.com

 Moinul Hossain KUET

 Books of Moinul Hossain KUET

১২ নভেম্বর ২০১০ইং

উৎসর্গ

মিসেস মাহ্‌ফুজা হোসেন
আমার মমতাময়ী মা

فَاذۡكُرُوۡنِیۡۤ اَذۡكُرۡكُمۡ وَ اشۡكُرُوۡا لِیۡ وَ لَا تَكۡفُرُوۡنِ ﴿۱۵۲﴾

অতএব, তোমরা আমাকেই স্মরণ কর।
আমিও তোমাদের স্মরণ করব।

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৫২)

সূত্র ঃ

তফসীর মাআরেফুল কোরআন।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ.)।

অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

উক্ত 'তফসীর মাআরেফুল কোরআন' সৌদি আরবের মহামান্য শাসক খাদেমুল-হারামাইনিশ্ শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ ইবনে আবদুল আজীজের নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কোরআনের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর মুদ্রিত হয়েছে।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?

(৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ২৪)

এক নজরে আলোচ্য সূচী

লেখকের অন্যান্য বই

* www.rokomary.com/author/22889 | হটলাইন ঃ 16297

(১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (২০০৬ সাল)

(২) জান্নাত কি তালাশ মে মু'মিন কী ছে আমল (উর্দূ বই - ২০০৭ সাল)

(৩) Six Wooks of Mumin in Search of Heaven (২০০৮ সাল)

(৪) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (বই-২০১১ সাল)

(৫) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (CD - ২০১২ সাল)

(৬) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (ওয়েব সাইট - ২০১৩ সাল)
www.quranerbishoy.com

(৭) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (PDF ২০১৩ সাল)

(৮) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (Mobile Apps ২০১৪ সাল)
Play store → SEARCH → Bangla Quran (Sl. No.14)

(৯) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (বই-২০১৩ সাল)

(১০) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (Mobile Apps ২০১৪ সাল)
Play store → SEARCH → Bangla Quran (Sl. No.04)

(১১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (ওয়েব সাইট ২০১৪ সাল)
www.hadiserbishoy.com

(১২) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (Mobile Apps ২০১৪)
Play store → SEARCH → Bangla Quran Hadith (Sl. No.04)

(১৩) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা।

(১৪) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা। (Mobile App ২০১৫ সাল)
Play store → SEARCH → Learn Namaj in Bangla

(১৫) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা। (ওয়েব সাইট ২০১৫ সাল)
www.namajerbishoy.com

লেখকের ওয়েব সাইট ও মোবাইল অ্যাপস সমূহ

নোট : Barcode ব্যবহারের জন্য Barcode Scanner Install- করে নিন।

		Barcode
১. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত	www.quranerbishoy.com	
২. জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ	www.hadiserbishoy.com	
৩. নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা	www.namajerbishoy.com	

১. নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা Learn Quran in Bangla with sound	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl.No.09) Al-Hamdulillah Download 3,00,000+	
২. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত Bangla Quran Subjectwise	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl.No.11)	
৩. নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা Namaz Shikkha in Bangla	Play store → SEARCH → Bangla Namaj → (Sl.No.23)	
৪. জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ Bangla Quran and Hadith	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl.No.54)	
৫. আল-কুরআন কলিকাতা ছাপা Bangla Quran Kolkata Kolikata	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl.No.78)	
৬. আল-কুরআন হাফিজি ছাপা Bangla Quran Hafizi Lahori Lucknow	Google play	প্রক্রিয়াধীন

নোট : উপরের Apps গুলি i Phone-এর Apps Store-এ ও পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

সপ্তম অধ্যায় ঃ কেয়ামত

একাদশ অধ্যায় ঃ কাফের

প্রথম অধ্যায় ঃ তাওহীদ

আল্লাহ

১. তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

(৫৯ সূরা আল হাশর, আয়াত ২২-২৪)

অর্থ ঃ ২২. তিনিই আল্লাহ্ তাআলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। ২৩. তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, মহা পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্মশীল। তারা যাকে অংশীদার বানায় আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। ২৪. তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (৫৯ সূরা আল হাশর, আয়াত ২২-২৪)

২. নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী চিরজাগ্রত সর্বাপেক্ষা মহান

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

(৫৯ সূরা আল হাশর, আয়াত ২২-২৪)

অর্থ ঃ ২৫৫. আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, চিরজাগ্রত, তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? মানুষের আগে ও পিছে যা কিছু আছে তার সবই তিনি জানেন। তাঁর ইচ্ছা না হলে কেউ তার জ্ঞানের কিছুই ধারণ করতে আয়ত্তে আনতে পারে না। আসমান ও যমীনে তাঁর সাম্রাজের আসন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এ সবের হেফাযত করতে তিনি মোটেও ক্লান্ত হন না। বস্তুতঃ তিনিই উন্নত, সর্বাপেক্ষা মহান। (আয়াতুল কুরসী, ২ সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত ২৫৫)

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

৩. আল্লাহই সর্বপ্রথম আল্লাহই সর্বশেষ

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(৫৭ সূরা আল হাদীদ, আয়াত ৩-৪)

অর্থ ঃ ৩. তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। ৪. তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৫৭ সূরা আল হাদীদ, আয়াত ৩-৪)

আল্লাহ্‌র একত্ববাদ

৪. আল্লাহর প্রকাশ্য আল্লাহই গোপন

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

(৫৭ সূরা আল হাদীদ, আয়াত ৩-৪)

অর্থ ঃ ৯. তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। ১০. তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান। (৫৭ সূরা আল হাদীদ, আয়াত ৩-৪)

৫. আল্লাহর কোন সন্তান নেই, তিনি কারো সন্তান নন

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

অর্থ ঃ ১. বলুন, তিনি আল্লাহ এক, ২. আল্লাহ অভাবমুক্ত, ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি, ৪. এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

(১১২ সূরা ইখলাস, আয়াত ১-৪)

আল্লাহ্‌র গুণাবলী

৬. আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ
كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

(৩১ সূরা লোকমান, আয়াত ২৭)

অর্থ ঃ ২৭. পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী লিখে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩১ সূরা লোকমান, আয়াত ২৭)

৭. আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, প্রেমময় সম্মানিত আরশের মালিক

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ
الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ
الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

(৮৫ সূরা বুরূজ, আয়াত ১১-১৬)

অর্থ ঃ ১১. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য। ১২. নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। ১৩. তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। ১৪. তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; ১৫. মহান আরশের অধিকারী। ১৬. তিনি যা চান, তাই করেন। (৮৫ সূরা বুরূজ, আয়াত ১১-১৬)

৮. আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ
يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

(২৪ সূরা আন নূর, আয়াত ২৪-২৫)

অর্থ ঃ ২৪. যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত; ২৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী। (২৪ সূরা আন নূর, আয়াত ২৪-২৫)

৯. হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ
الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَ
كَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

(২১ সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৪৬-৪৭)

অর্থ ঃ ৪৬. আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। ৪৭. আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (২১ সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৪৬-৪৭)

১০. নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ
الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

অর্থ ঃ ৯৮. জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু। ৯৯. রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে কর। ১০০. বলে দিন ঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা মুক্তি পাও। (৫ সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৯৮-১০০)

আল্লাহ্র ক্ষমতা

১১. আল্লাহ শুধু বলেন ‘হও’ তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

অর্থ ঃ ৮২. তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘হও’ তখনই তা হয়ে যায়। (৩৬ সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৮২)

১২. আল্লাহ্র জন্যই হলো আসমান ও যমীনে বাদশাহী

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٨٨ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٨٩

(৩ সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৮৮-১৮৯)

অর্থ ঃ ১৮৮. তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। ১৮৯. আর আল্লাহর জন্যই হল আসমান ও জমিনের বাদশাহী। আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।

(৩ সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৮৮-১৮৯)

১৩. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝٤٩ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝٥٠

(৪২ সূরা শূরা, আয়াত ৪৯-৫০)

অর্থ ঃ ৪৯. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন, ৫০. অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। (৪২ সূরা শূরা, আয়াত ৪৯-৫০)

১৪. আল্লাহ্ জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ هُوَ الْاَوَّلُ
وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا
يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ (৫৭ সূরা আল হাদীদ, আয়াত ২-৪)

অর্থ ঃ ২. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। ৩. তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। ৪. তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৫৭ সূরা আল হাদীদ, আয়াত ২-৪)

১৫. আল্লাহ হাসান ও কাঁদান, আল্লাহ মারেন ও বাঁচান

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ۞ وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۞ وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْاُنْثٰى ۞ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۞ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ۞ وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى
وَاَقْنٰى ۞ (৫৩ সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩-৪৮)

অর্থ ঃ ৪৩. এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান, ৪৪. এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান। ৪৫. এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী। ৪৬. একবিন্দু বীর্য থেকে যখন স্থলিত করা হয়। ৪৭. পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই, ৪৮. এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৫৩ সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩-৪৮)

১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

(২ সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ১১৫-১১৬)

অর্থ ঃ ১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই! অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। ১১৬. তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র; বরং নভোমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর অনুগত। (২ সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ১১৫-১১৬)

১৭. আল্লাহ্ জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿۹۵﴾

(৬ সূরা আল-আন্‌আম , আয়াত ৯৫)

অর্থ ঃ ৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ্, অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৬ সূরা আল-আন্‌আম , আয়াত ৯৫)

১৮. আল্লাহ্ রাতকে দিন করেন, আল্লাহ্ই দিনকে রাত করেন

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۵﴾ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۶﴾

(৫৭ সূরা আল হাদীদ , আয়াত ৫-৬)

অর্থ ঃ ৫. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। ৬. তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (৫৭ সূরা আল হাদীদ , আয়াত ৫-৬)

১৯. আল্লাহ্‌র কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿۴۹﴾ وَمَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ ﴿۵۰﴾

অর্থ ঃ ৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। ৫০. আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত। (৫৪ সূরা আল কামার, আয়াত ৪৯-৫০)

২০. আল্লাহ্ তা‘আলাই মেঘ হতে পানি বর্ষণকারী

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

(৫৬ সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত ৬৮-৭০)

অর্থ ঃ ৬৮. ‘আচ্ছা, বলতো দেখি, যে পানি তোমরা পান করে থাক, ৬৯. তা কি তোমরা মেঘ হতে বর্ষণ কর নাকি আমি তা বর্ষণ করি? ৭০. যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ঐ পানিকে লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবে কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর না। (৫৬ সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত ৬৮-৭০)

২১. আল্লাহ্ তা‘আলা যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন

قُلِ اللَّهُمَّ مَٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن
تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

(৩ সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৬)

অর্থ ঃ ২৬. বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি অপমানিত করেন। যাবতীয় কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩ সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৬)

২২. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

(২৪ সূরা আন নূর , আয়াত ৪৫)

অর্থ ঃ ৪৫. আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে ঃ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম।
(২৪ সূরা আন নূর , আয়াত ৪৫)

২৩. তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَقَالُوا
اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيْعُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ১১৫-১১৭)

অর্থ ঃ ১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই! অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। ১১৬. তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র; বরং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তার অনুগত। ১১৭. তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্যসম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (২ সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ১১৫-১১৭)

২৪. ইয়া আল্লাহ্ তুমি রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দাও

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾ (৩ সূরা আল ইমরান, আয়াত ২৭)

অর্থ ঃ ২৭. তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।
(৩ সূরা আল ইমরান, আয়াত ২৭)

২৫. তিনিই প্রাণ দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান

وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۸۰﴾ بَلْ قَالُوْا
مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿۸۱﴾ قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿۸۲﴾

(২৩ সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত ৮০-৮২)

অর্থ ঃ ৮০. তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা-রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাজ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? ৮১. বরং তারা বলে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। ৮২. তারা বলে ঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (২৩ সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত ৮০-৮২)

আল্লাহ্‌র ভালবাসা

২৬. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾

(৩৯ সূরা আয-যুমার , আয়াত ৫৩)

অর্থ ঃ ৫৩. বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৩৯ সূরা আয-যুমার , আয়াত ৫৩)

২৭. আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নাই

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۗ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ۗ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

(৩৯ সূরা আয যুমার , আয়াত ৩৬-৩৭)

অর্থ ঃ ৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। ৩৭. আর আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথ ভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৯ সূরা আয যুমার , আয়াত ৩৬-৩৭)

২৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۗ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

(৬৫ সূরা আত্ তালাক্ব , আয়াত ৩)

অর্থ ঃ ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৬৫ সূরা আত্ তালাক্ব , আয়াত ৩)

২৯. আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

(৬ সূরা আল-আনআম , আয়াত ১২৫-১২৬)

অর্থ ঃ ১২৫. অতঃপর আল্লাহ্ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ-অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন। **১২৬.** আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

(৬ সূরা আল-আনআম , আয়াত ১২৫-১২৬)

আল্লাহর জ্ঞান

৩০. আল্লাহ বলেন 'নিঃসন্দেহে আমি যা জানি তোমরা তা জাননা'

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۚ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ৩০)

অর্থ ঃ ৩০. আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা প্রতিনিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। আল্লাহ্ বললেন, নিঃসন্দেহে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।

(২ সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ৩০)

৩১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ
اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ ۝١ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۗـِٔيْ
وَلَدْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢

(৫৮ সূরা আল মুজাদালাহ , আয়াত ১-২)

অর্থ ঃ ১. যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ্র দরবারে, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। ২. তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৫৮ সূরা আল মুজাদালাহ , আয়াত ১-২)

৩২. আল্লাহ তা'আলা জানেন যা আমরা বলি এবং যা অন্তরে গোপন রাখি

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٣٢ قَالَ يٰٓاٰدَمُ
اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَاۗىِٕهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَھُمْ بِاَسْمَاۗىِٕهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝٣٣

(২ সূরা আল-বাক্বারা , আয়াত ৩২-৩৩)

অর্থ ঃ ৩২. ফেরেশতারা বলল, আপনি অতি পবিত্র, আমাদেরই জ্ঞান নাই, কেবল ততটুকুই জ্ঞান আছে যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতময়। ৩৩. আল্লাহ্ বললেন, হে আদম! বলে দাও তাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিসের নাম, আদম তাদেরকে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিলেন। তখন আল্লাহ্ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি অবগত আছি, সমস্ত অদৃশ্য বিষয় আসমান ও জমীনের এবং আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা অন্তরে গোপন রাখ তাও।
(২ সূরা আল-বাক্বারা , আয়াত ৩২-৩৩)

৩৩. হে আল্লাহ নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ
وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ (২ সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ২৭)

অর্থ ঃ ২৭. বিপথগামী ওরাই যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত। (২ সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ২৭)

৩৪. তিনি জানেন যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۗ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾ اِنَّهٗ يَعْلَمُ
الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾ (২১ সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ১০৯-১১০)

অর্থ ঃ ১০৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন ঃ ‘আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। ১১০. তিনি জানেন, যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর। (২১ সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ১০৯-১১০)

৩৫. তিনি তো গুপ্ত ও তদাপেক্ষা ও গুপ্ত বিষয় বস্তু জানেন

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ﴿٧﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى ﴿٨﴾

অর্থ ঃ ৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদাপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। ৮. আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই। (২০ সূরা তোয়া-হা, আয়াত ৭-৮)

৩৬. কোন নারী গর্ভধারণ করেনা কিন্তু তার জ্ঞাতসারে

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ
اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾

অর্থ ঃ ১১. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়সহ্রাস পায় না; কিন্তু যা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (৩৫ সূরা আল ফাতির , আয়াত ১১)

৩৭. তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন প্রভু নেই

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾

অর্থ ঃ ২২. তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (৫৯ সূরা হাশর, আয়াত ২২)

৩৮. আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, দেখেন

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾

(২২ সূরা হাজ্জ, আয়াত ৬১-৬২)

অর্থ ঃ ৬১. এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, দেখেন। ৬২. এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্ই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা মিথ্যা এবং আল্লাহ্ই সবার উচ্চে, মহান। (২২ সূরা হাজ্জ, আয়াত ৬১-৬২)

৩৯. আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾

(১৩ সূরা রাদ, আয়াত ৮-১০)

অর্থ ঃ ৮. আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। ৯. তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। ১০. তোমদের মধ্যে কেউ গোপনে বলুক বা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান। (১৩ সূরা রাদ, আয়াত ৮-১০)

৪০. জলে ও স্থলে যা আছে, তিনিই জানেন কোন পাতা ঝরে না কিন্তু তিনি তা জানেন

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾

(৬ সূরা আল-আনআম, আয়াত ৫৯-৬০)

অর্থ ঃ ৫৯. তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। ৬০. তিনিই রাত্রি বেলায় সুতৃপ্তি আনায়ন করেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে জাগান যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। (৬ সূরা আল-আনআম, আয়াত ৫৯-৬০)

৪১. বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও আল্লাহ্ সেসবই জানতে পারেন

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۚ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

(৩ সূরা আল ইমরান, আয়াত ২৯-৩০)

অর্থ ঃ ২৯. বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ্ সেসবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ৩০. সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও; ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো। আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন আল্লাহ্ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (৩ সূরা আল ইমরান, আয়াত ২৯-৩০)

আল্লাহ্ সৃষ্টিকারী

৪২. আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

(৪৬ সূরা আল আহক্বাফ, আয়াত ৩৩-৩৪)

অর্থ ঃ ৩৩. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩৪. যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ্ বলবেন, আযাব আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে।

(৪৬ সূরা আল আহক্বাফ, আয়াত ৩৩-৩৪)

৪৩. আল্লাহ্ দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾

(৫৫ সূরা আর রহমান, আয়াত ১৭-২০)

অর্থ ঃ ১৭. তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। ১৮. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ১৯. তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। ২০. উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (৫৫ সূরা আর রহমান, আয়াত ১৭-২০)

৪৪. আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষ সৃষ্টিকারী

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

(৫৬ সূরা ওয়াকেয়া , আয়াত ৫৮-৫৯)

অর্থ ঃ ৫৮. 'আচ্ছা, বলতো দেখি তোমরা নারীর গর্ভে যে বীর্যবিন্দু পৌঁছিয়ে থাক, ৫৯. তাকে তোমরাই মানুষ বানাও নাকি আমিই মানুষ বানাই?

(৫৬ সূরা ওয়াকেয়া , আয়াত ৫৮-৫৯)

৪৫. আল্লাহ্ তা‘আলাই বীজ অঙ্কুরণকারী

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

(৫৬ সূরা ওয়াকেয়া , আয়াত ৬৩-৬৪)

অর্থ ঃ ৬৩. আচ্ছা, বলতো দেখি, জমীনে যে বীজ তোমরা বপন করে থাক, ৬৪. তাকে তোমরাই অঙ্কুরিত কর নাকি আমি অঙ্কুরিত করি? (৫৬ সূরা ওয়াকেয়া , আয়াত ৬৩-৬৪)

৪৬. আল্লাহ্ তা‘আলা নমুনা ছাড়া আসমান ও জমীনকে সৃষ্টি করেছেন

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

(৬ সূরা আল আনআম , আয়াত ১০১)

অর্থ ঃ ১০১. আল্লাহ্ তা‘আলা আসমান ও জমীনসমূহকে পূর্ব নমুনা ব্যতিত সৃষ্টি করেছেন, তার কোন সন্তান কিভাবে থাকতে পারে যখন তার কোন স্ত্রী নাই এবং আল্লাহ্ তা‘আলাই প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই প্রত্যেক জিনিসকে জানেন।
(৬ সূরা আল আনআম , আয়াত ১০১)

৪৭. তারা বলে, পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি, সকল পবিত্রতা তোমারই

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ
ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

অর্থ ঃ ১৮৯. আর আল্লাহ্র জন্যই হল আসমান ও যমীনের বাদশাহী। আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। **১৯০.** নিশ্চয় আসমান ও জমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে। **১৯১.** যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে, তারা বলে, পরওয়ারদেগার। এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (৩ সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৮৯-১৯১)

৪৮. আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی
الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ اِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُهٗ
لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ
مِّنْ حَمِیْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِیْمٌۢ بِمَا كَانُوْا یَكْفُرُوْنَ ۝ (১০ সূরা ইউনুস , আয়াত ৩-৪)

অর্থ ঃ ৩. নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ইনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না? ৪. তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার আবার পুনর্বার তৈরী করবেন তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব এ জন্যে যে, তারা কুফরী করে ছিল। (১০ সূরা ইউনুস , আয়াত ৩-৪)

৪৯. তোমরা আল্লাহকে ডাক কাকুতি মিনতি করে এবং সংগোপনে

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی
الْعَرْشِ ۫ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهٗ حَثِیْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ
مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ
تَضَرُّعًا وَّ خُفْیَةً ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ۝ (৭ সূরা আল-আরাফ , আয়াত ৫৪-৫৫)

অর্থ ঃ ৫৪. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৫৫. তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭ সূরা আল-আরাফ , আয়াত ৫৪-৫৫)

৫০. নিশ্চয় আল্লাহ্ বীজ ও আটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ (৬ সূরা আল-আনআম, আয়াত ৯৫-৯৬)

অর্থ ঃ ৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ই বীজ ও আটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ্ অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ ? ৯৬. তিনি প্রভার রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। (৬ সূরা আল-আনআম, আয়াত ৯৫-৯৬)

আল্লাহ্র আদেশ

৫১. আল্লাহ্র আদেশ চোখের পলকেই কার্যকর হয়

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ (৫৪ সূরা আল-কামার, আয়াত ৫০)

অর্থ ঃ ৫০. আমার (আল্লাহ্র) আদেশতো এক কথায় চোখের পলকেই কার্যকর হয়। (৫৪ সূরা আল-কামার, আয়াত ৫০)

৫২. আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করেন

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

(২৬ সূরা আশ শু'আরা, আয়াত ৭৮-৮২)

অর্থ ঃ ৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, ৭৯. যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, ৮০. যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, ৮১. যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পূনর্জীবন দান করবেন। ৮২. আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। (২৬ সূরা আশ শু'আরা, আয়াত ৭৮-৮২)

৫৩. আল্লাহ্ তা‘আলা শুধু বলেন ‘হও’ তখনই তা হয়ে যায়

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ (৩৬ সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৮২)

অর্থ ঃ ৮২. তিনি (আল্লাহ্) যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন “হও” তখনই তা হয়ে যায়। (৩৬ সূরা ইয়াসিন , আয়াত ৮২)

আল্লাহ্‌র প্রশংসা

৫৪. সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١﴾ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾

(১ সূরা ফাতিহা, আয়াত ১-৪)

অর্থ ঃ ১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা‘আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (১ সূরা ফাতিহা, আয়াত ১-৪)

৫৫. অন্তর আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَـَٔابٍ ﴿٢٩﴾

অর্থ ঃ ২৮. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। ২৯.যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল। (১৩ সূরা রা‘দ, আয়াত ২৮-২৯)

৫৬. হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল

وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿٦﴾ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

(৮২ সূরা ইনফিতার, আয়াত ৪-৭)

অর্থ ঃ ৪. এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে, ৫. তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। ৬. হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? ৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।

(৮২ সূরা ইনফিতার, আয়াত ৪-৭)

৫৭.আল্লাহ্‌ তা'আলার রয়েছে অতি সুন্দর নামসমূহ

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾ (৫৯ সূরা হাশর , আয়াত ২৪)

অর্থ ঃ ২৪. তিনিই আল্লাহ্‌ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, তাঁর উত্তম নামসমূহ রয়েছে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (৫৯ সূরা হাশর , আয়াত ২৪)

৫৮. আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ﴿٢١٩﴾ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢٠﴾ (২৬ সূরা আশ শোআরা, আয়াত ২১৭-২২০)

অর্থ ঃ ২১৭. আপনি ভরসা করুন, পরাক্রমশালী পরম দয়ালুর উপর, ২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাজে দণ্ডায়মান হন, ২১৯. এবং নামাজীদের সাথে উঠাবসা করেন। ২২০. নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (২৬ সূরা আশ শোআরা, আয়াত ২১৭-২২০)

আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল

৫৯. আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾

অর্থ ঃ ৪৭. তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে। ৪৮. সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তার সেখানে থেকে বহিষ্কৃত হবে না। ৪৯. আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৫ সূরা হিজর , আয়াত ৪৭-৪৯)

৬০. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু

نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ﴿٥٠﴾

(১৫ সূরা হিজর, আয়াত ৪৯-৫০)

অর্থ ঃ ৪৯. আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। ৫০. এবং এও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৫ সূরা হিজর, আয়াত ৪৯-৫০)

আল্লাহ্ পালনকর্তা

৬১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা যমীনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি জীবের রিযিকের জিম্মাদার

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

(১১ সূরা হূদ, আয়াত ৬)

অর্থ ঃ ৬. আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন প্রাণী এমন নেই যে, যার রিযিক আল্লাহ্‌র জিম্মাদারীতে না রয়েছে, তিনি জানেন কোথায় তারা থাকে এবং কোথায় তারা সমাপিত হয়, সকল কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ. রয়েছে। (১১ সূরা হূদ, আয়াত ৬)

আল্লাহ্ পরাক্রান্ত

৬২. আজ রাজত্ব কার? একা প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

(৪০ সূরা আল মুমিন , আয়াত ১৬-১৭)

অর্থ ঃ ১৬. যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র। ১৭. আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ যুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।
(৪০ সূরা আল মুমিন , আয়াত ১৬-১৭)

আল্লাহ্ ওয়াদা রক্ষাকারী

৬৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না

رَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

(৩ সূরা আলে ইমরান , আয়াত ৯)

অর্থ ঃ ৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

(৩ সূরা আলে ইমরান , আয়াত ৯)

৬৪. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য তবে অনেকেই তা জানেন না

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٥ هُوَ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٥٦ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٥٧

(১০ সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৫-৫৭)

অর্থ ঃ ৫৫. শুনে রাখ, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্‌র। শুনে রাখ, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে অনেকেই তা জানে না ৫৬. তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ৫৭. হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। (১০ সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৫-৫৭)

আসমাউল হুসনা

৬৫. 'আল্লাহ্' বলে ডাক কিংবা রহমান বলে ডাক যে নামেই ডাক না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝١١٠ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝١١١

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০-১১১)

অর্থ ঃ ১১০ বলুন ঃ আল্লাহ্ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে উচ্চ স্বরে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। **১১১.** বলুনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০-১১১)

আল্লাহ্ নিয়ামত দাতা

৬৬. যদি আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর শেষ করতে পারবে না

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸﴾ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿۲۰﴾ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿۲۱﴾

(১৬ সূরা নাহল, আয়াত ১৮-২১)

অর্থ ঃ ১৮. যদি আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। ১৯. আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। ২০. এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত। ২১. তারা মৃত-প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে তা জানে না। (১৬ সূরা নাহল, আয়াত ১৮-২১)

৬৭. আল্লাহর নিয়ামত গুণে শেষ করতে পারবে না

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۳۳﴾ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾

(১৪ সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৩৩-৩৪)

অর্থ ঃ ৩৩. এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্য এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। ৩৪. যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। (১৪ সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৩৩-৩৪)

৬৮. কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ
﴿٣١﴾ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚۖ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾

(১০ সূরা ইউনুস, আয়াত ৩১-৩২)

অর্থ ঃ ৩১. তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্! তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না? ৩২. অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া- সুতরাং কোথায় ঘুরছ?
(১০ সূরা ইউনুস, আয়াত ৩১-৩২)

আল্লাহ শাস্তিদাতা

৬৯. নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা, ক্ষমাশীল ও দয়ালু

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا
الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَ
لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

(৫ সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৯৮-১০০)

অর্থ ঃ ৯৮. জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। ৯৯. রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে কর। ১০০. বলে দিন ঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা মুক্তি পাও। (৫ সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৯৮-১০০)

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ রিসালাত

রাসূলুল্লাহ সা. রহমত স্বরূপ

৭০. আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾

(২১ সূরা আল আম্বিয়া ঃ আয়াত ১০৭-১০৮)

অর্থ ঃ ১০৭. আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। ১০৮. বলুন ঃ আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আনুগত্যকারী হবে? (২১ সূরা আল আম্বিয়া ঃ আয়াত ১০৭-১০৮)

রাসূলুল্লাহ সা.-এর নম্র স্বভাব

৭১. এবং তোমাদের সাথী পাগল নন

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾

(৮১ সূরা আত্ তাকভীর ঃ আয়াত ১৯-২২)

অর্থ ঃ ১৯. নিশ্চয় কুরআন সম্মানিত রসুলের আনীত বাণী, ২০. যিনি শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, ২১. সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। ২২. এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (৮১ সূরা আত্ তাকভীর ঃ আয়াত ১৯-২২)

রাসূলুল্লাহ সা. সুসংবাদ দাতা

৭২. আল্লাহ রাসূল সা.কে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছেন

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

(৩৪ সূরা সাবা ঃ আয়াত ২৮)

অর্থ ঃ ২৮. আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (৩৪ সূরা সাবা ঃ আয়াত ২৮)

৭৩. আপনার কাজ হল সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া মাত্র

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ اَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٤﴾

(১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ৮২-৮৪)

অর্থ ঃ ৮২. অতঃপর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনার কাজ হল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া মাত্র। ৮৩. তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। ৮৪. যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, তখন কাফেরদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদের তওবাও গ্রহণ করা হবে না।

(১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ৮২-৮৪)

রাসূলুল্লাহ সা. ভয় প্রদর্শনকারী

৭৪. বলুন, আমিতো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী

وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

(২৭ সূরা আল নমল ঃ আয়াত ৯২-৯৩)

অর্থ ঃ ৯২. এবং যেন আমি কুরআন পাঠ করে শোনাই। এরপর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। ৯৩. এবং আরও বলুন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। সত্বরই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। এবং তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা গাফেল নন।

(২৭ সূরা আল নমল ঃ আয়াত ৯২-৯৩)

রাসূলুল্লাহ সা. মানুষ মাত্র

৭৫. বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ
حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝٥ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ
اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝٦

(৪১ সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ আয়াত ৫-৬)

অর্থ ঃ ৫. তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। ৬. বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ। অতএব তাঁর পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।

(৪১ সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ আয়াত ৫-৬)

৭৬. এ কেমন রাসূল যে হাটে বাজারে চলাফেরা করে?

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۗ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝٧ اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۗ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ
اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝٨ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
سَبِيْلًا ۝٩ تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۝١٠

(২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৭-১০)

অর্থ ঃ ৭. তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে, খাদ্য আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত? ৮. অথবা তিনি ধন-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন অথবা তাঁর একটি বাগান হল না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন? জালেমরা বলে, তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। ৯. দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অতএব তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না। ১০. কল্যাণময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৭-১০)

৭৭. আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَي اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ
اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ
طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۭ اَللّٰهُ
اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ښ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(১১ সূরা হূদ, আয়াত ঃ ২৯-৩১)

অর্থ ঃ ২৯. আর হে আমার জাতি। আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তা সাক্ষাৎ লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। ৩০. আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে রেহাই দেবে কে ? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না ? ৩১. আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বী খবরও জানি; একথাও বলি না যে আমি একজন ফেরেশতা আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ দান করেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব। (১১ সূরা হূদ, আয়াত ঃ ২৯-৩১)

৭৮. আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ তো নয়

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ اَفَا۟ىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى
اَعْقَابِكُمْ ۭ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَـيْــًٔـا ۭ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۝

(৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৪৪)

অর্থ ঃ ১৪৪. আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে ? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৪৪)

রাসূলুল্লাহ সা. সতর্ককারী

৭৯. রাসূলুল্লাহ সা. তো কেবল একজন সতর্ককারী

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

(৩৫ সূরা আল ফাতির ঃ আয়াত ২৩-২৪)

অর্থ ঃ ২৩. আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। ২৪. আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (৩৫ সূরা আল ফাতির ঃ আয়াত ২৩-২৪)

৮০. রাসূলুল্লাহ সা. এর উম্মতের জন্য চিন্তা কিরূপ ছিল?

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

(সূরা আশ-শু'আরা ঃ আয়াত ৩)

অর্থ ঃ হে নবী মনে হয় আপনি তাদের ঈমান না আনার কারণে, চিন্তায় চিন্তায় নিজের জীবন দিয়ে দিবেন। (সূরা আশ-শু'আরা ঃ আয়াত ৩)

৮১. আমিতো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

(২৬ সূরা আশ শু'আরা ঃ আয়াত ১১৫-১১৮)

অর্থ ঃ ১১৫. আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ১১৬. তারা বলল, "হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।" ১১৭. নূহ বললেন, "হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে"। ১১৮. অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মু'মিনগণকে রক্ষা করুন। (২৬ সূরা আশ শু'আরা ঃ আয়াত ১১৫-১১৮)

৮২. হে নবী আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারেন যারা দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ
وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾

(৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত ১০-১২)

অর্থ ঃ ১০. আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে দুইই সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। **১১.** আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের। **১২.** আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত ১০-১২)

রাসূলুল্লাহ সা. উপদেশ দাতা

৮৩. রাসূলুল্লাহ সা. তো কেবল একজন উপদেশদাতা

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ ا
للّٰهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

(৮৮ সূরা আল গাশিয়াহ ঃ আয়াত ২১-২৪)

অর্থ ঃ ২১. অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, **২২.** আপনি তাদের শাসক নন, **২৩.** কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়, **২৪.** আল্লাহ্ তাকে মহাআযাব দেবেন। (৮৮ সূরা আল গাশিয়াহ ঃ আয়াত ২১-২৪)

রাসূলুল্লাহ সা. দারোগা নন

৮৪. হে নবী আপনি বলুন, আমি তোমাদের সুপথে আনয়ন করার মালিক নই

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

(৭২ সূরা আল জিন ঃ আয়াত ২১-২৩)

অর্থ ঃ ২১. বলুন ঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। ২২. বলুন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। ২৩. কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (৭২ সূরা আল জিন ঃ আয়াত ২১-২৩)

৮৫. আমি এর জন্য তোমাদের কাছে প্রতিদান চাই না

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

(২৬ সূরা আশ শু'আরা ঃ আয়াত ১২৫-১২৭)

অর্থ ঃ ১২৫. আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল। ১২৬. অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। **১২৭.** আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তাই দেবেন। (২৬ সূরা আশ শু'আরা ঃ আয়াত ১২৫-১২৭)

রাসূলুল্লাহ সা. উত্তম নমুনা

৮৬. রাসূলুল্লাহ সা.-এর মধ্যে আছে উত্তম নমুনা

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

(৩৩ সূরা আল আহযাব ঃ আয়াত ২১)

অর্থ ঃ ২১. যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলূল্লাহ্র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (৩৩ সূরা আল আহযাব ঃ আয়াত ২১)

৮৭. আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সা.কে অনুসরণ করতে হবে

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣١

অর্থ ঃ ৩১. আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে ভালবাসা রাখ, তবে তোমরা আমার (রাসূলুল্লাহ সা.-এর) অনুসরণ কর, তবে. আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দিবেন; আর আল্লাহ খুব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩১)

৮৮. মু'মিনরা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিধান শুনে বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥١

(২৪ সূরা আন-নূর ঃ আয়াত ৫১)

অর্থ ঃ ৫১. মুসলমানদের কথা তো এই যে, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে দেয়, 'আমরা শুনলাম এবং আদেশ মেনে নিলাম' এবং এরূপ লোকরাই সফলকাম হবে।

(২৪ সূরা আন-নূর ঃ আয়াত ৫১)

রাসূলুল্লাহ সা. দরদী নবী

৮৯. তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্ম ব্যথায় আত্মঘাতি হবেন

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٣ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝٤

(২৬ সূরা আশ-শু'আরা ঃ আয়াত ২-৪)

অর্থ ঃ ২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ৩. তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। ৪. আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাযিল করতে পারি। অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে।

(২৬ সূরা আশ-শু'আরা ঃ আয়াত ২-৪)

তৃতীয় অধ্যায় ঃ নেক আমল

ঈমান

৯০. আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

(৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ২৭)

অর্থ ঃ ২৭. পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী লিখে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ২৭)

৯১. সে ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

(৪৯ সূরা আল-হুজুরাত ঃ আয়াত ১৩)

অর্থ ঃ ১৩. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (৪৯ সূরা আল-হুজুরাত ঃ আয়াত ১৩)

৯২. আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা কবুলকারী

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾

(২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৬)

অর্থ ঃ ১৮৬. আমার বান্দাগণ যখন, আমার সম্বন্ধে আপনাকে [রাসূলুল্লাহ সা.-কে] প্রশ্ন করে, বস্তুত আমি রয়েছি অতি নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার আদেশ মেনে চলা এবং আমার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা, তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। (২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৬)

৯৩. আল্লাহ তা‘আলা আমাদের গ্রীবাস্থিত ধমনী (ঘাড়ের রগ) থেকেও অধিক নিকটবর্তী

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ⑯

(৫০ সূরা ক্বাফ ঃ আয়াত ১৬)

অর্থ ঃ ১৬. আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী (ঘাড়ের রগ) থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (৫০ সূরা ক্বাফ ঃ আয়াত ১৬)

৯৪. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকুচিত করেন

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۟ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۟

অর্থ ঃ ২৬. আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়। ২৭. কাফের বলেঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো না? বলে দিন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যে মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (১৩ সূরা রাদ ঃ আয়াত ২৬-২৭)

৯৫. বল দেখি যদি আল্লাহ তোমাদের চোখ ও কান নিয়ে যান

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ⑯ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑰

(৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ৪৬-৪৭)

অর্থ ঃ ৪৬. আপনি বলুন ঃ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরেকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। ৪৭. বলে দিন ঃ দেখতো, যদি আল্লাহর শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালেম, সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? (৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ৪৬-৪৭)

৯৬. আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ
اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ
يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾

(৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ৫০-৫১)

অর্থ ঃ ৫০. আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না? ৫১. আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না যাতে তারা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে। (৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ৫০-৫১)

নামাজ

৯৭. তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾

(৭৪ সূরা আল মুদ্দাস্‌সির ঃ আয়াত ৪২-৪৩)

অর্থ ঃ ৪২. বলবে ঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? ৪৩. তারা বলবে ঃ আমরা নামাজ পড়তাম না। (৭৪ সূরা আল মুদ্দাস্‌সির ঃ আয়াত ৪২-৪৩)

৯৮. নামাজ শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا
فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

(৬২ সূরা আল জুমুআ ঃ আয়াত ৯-১০)

অর্থ ঃ ৯. হে মু'মিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাজের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। ১০. অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৬২ সূরা আল জুমুআ ঃ আয়াত ৯-১০)

৯৯. নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া ফরজ

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

(৪ সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত ১০৩)

অর্থ ঃ ১০৩. যখন তোমরা এই নামাজ সম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়। যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও, তখন নামাজ পড়তে থাক যথানিয়মে। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া ফরজ। (৪ সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত ১০৩)

১০০. দিনে ও রাত্রে মোট ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরয

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾

(১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ১১৪)

অর্থ ঃ ১১৪. তুমি নামাজ কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাত্রির প্রথম অংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাদের জন্যে উপদেশ। (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ১১৪)

ব্যাখ্যা ঃ দিনের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের নামাজ, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে যোহর ও আসরের নামাজ এবং রাত্রির প্রথম অংশে মাগরিব ও এশার নামাজ। এভাবে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরয। -তাফসীরে ইবন্ কাছীর।

১০১. ঈমানদার বান্দাগণ নামাজ কায়েম করে

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٤﴾

(৮ সূরা আল-আনফাল ঃ আয়াত ২-৪)

অর্থ ঃ ২. নিশ্চয়ই ঈমানদারগণতো এরূপ হয় যখন তাদের সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়, তখন সে আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরো বেশী দৃঢ় করে দেয়। আর তারা নিজেদের পরওয়ারদিগারের উপরই ভরসা করে, নামাজ কায়েম করে এবং ৩. যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে। ৪. এরাই সত্যিকার ঈমানদার, তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদাসমূহ রয়েছে তাদের রবের নিকট। আর তাদের জন্য ক্ষমা রয়েছে এবং তাদের জন্য সম্মানজনক রিযিক রয়েছে। (৮ সূরা আল-আনফাল ঃ আয়াত ২-৪)

১০২. ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾

(২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ১৫৩)

অর্থ ঃ ১৫৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। (২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ১৫৩)

১০৩. রুকূকারীদের সাথে অর্থাৎ জামাতে নামাজ পড়তে হবে

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

(২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ৪৩)

অর্থ ঃ ৪৩. আর তোমরা কায়েম কর নামায এবং দাও যাকাত, আর রুকূ কর রুকূকারীদের সাথে। (২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ৪৩)

১০৪. তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে হবে

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؗ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ
﴿۱۶﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾

(৪১ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ১৬-১৭)

অর্থ ঃ ১৬. রাতে তাদের পার্শ্ব বিছানা হতে পৃথক থাকে। এভাবে যে, তারা আপন রবকে আযাবের ভয়ে এবং সওয়াবের আশায় ডাকতে থাকে (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে)। ১৭. আর আমার দেয়া সম্পদ হতে খরচ করে। অতএব কেউ জানে না যে, এ সমস্ত লোকদের জন্য নয়ন জুড়ানো কি কি সামগ্রী গায়েবের ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে। এটা তাদের নেক আমলের প্রতিদান। (৪১ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ১৬-১৭)

১০৫. নিশ্চয়ই নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভন কাজ হতে বিরত রাখে

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ
وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

অর্থ ঃ ৪৫. হে মুহাম্মদ সা. যে গ্রন্থ আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে, আপনি তা পাঠ করতে থাকুন এবং নামাজের পাবন্দী করুন, নিশ্চয় নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে আর আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর বস্তু এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যই অবগত আছেন। (২৯ সূরা আল-আনকাবূত ঃ আয়াত ৪৫)

১০৬. আমাদের বন্ধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এবং মু'মিনগণ যারা নামাজ পড়ে

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

(৫ সূরা আল-মায়েদা ঃ আয়াত ৫৫-৫৬)

অর্থ ঃ ৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এবং মু'মিনগণ যারা নামাজের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে, এই অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে। ৫৬. আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সহিত এবং তাঁর রাসূলের সহিত এবং ঈমানদারগণের সহিত, তবে তারা আল্লাহর দলভুক্ত হল এবং নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী। (৫ সূরা আল-মায়েদা ঃ আয়াত ৫৫-৫৬)

১০৭. নামাজ কায়েম করতে হবে আল্লাহকে ভয় করতে হবে

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾

(৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ৭২)

অর্থ ঃ ৭২. আর এটাও যে, নামাজের পাবন্দী কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর তিনিই আল্লাহ যাঁর কাছে তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হবে। (৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ৭২)

১০৮. তারাই সফল যারা বিনয় ও খুশুর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

(২৩ সূরা আল-মুমিনূন ঃ আয়াত ১-৩)

অর্থ ঃ ১. অবশ্যই সফল হয়েছে মু'মিনগণ ২. যারা বিনয় ও খুশুর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে। ৩. যারা অনর্থক কথা বার্তা হতে বিরত থাকে। (২৩ সূরা আল-মুমিনূন ঃ আয়াত ১-৩)

১০৯. নিশ্চয়ই নামাজ একটি কঠিন কাজ কিন্তু খুশুওয়ালাদের জন্য নয়

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

(২ সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত ৪৫-৪৬)

অর্থ ঃ ৪৫. আর সাহায্য লও, ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা এবং নিশ্চয়ই নামাজ একটি কঠিন কাজ কিন্তু খুশুওয়ালাদের জন্য নয়। ৪৬. খুশুওয়ালা তারাই যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের সহিত তাদের দেখা হবে আর এটাও ধারণা করে যে, তারা আপন প্রভুর নিকট ফিরে যাবে। (২ সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত ৪৫-৪৬)

১১০. যারা লোককে দেখাবার জন্য নামাজ পড়ে তাদের জন্য বড় সর্বনাশ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾

(১০৭ সূরা আল-মাউন ঃ আয়াত ৪-৬)

অর্থ ঃ ৪. অতএব বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাজীদের জন্য ৫. যারা নিজেদের নামাজকে ভুলে থাকে। ৬. আর যারা লোককে দেখাবার জন্য নামাজ পড়ে। (১০৭ সূরা আল-মাউন ঃ আয়াত ৪-৬)

১১১. হে আল্লাহ আমাকে বিশেষভাবে নামাজ কায়েমকারী বানিয়ে দিন

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

(১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪০)

অর্থ ঃ ৪০. হে আমার রব! আমাকে এবং আমার বংশধরদেরকে বিশেষভাবে নামাজ কায়েমকারী বানিয়ে দিন। হে আমার রব আমাদের দোয়া কবুল করুন। (১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪০)

১১২. আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে নামাজের আদেশ দিন

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

অর্থ ঃ ১৩২. আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাইনা। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ্‌ভীরুতার পরিণাম শুভ। (২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ১৩২)

১১৩. যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর তখন নামাজে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গুনাহ্ নাই

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۖ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ
مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ
خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۖ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾

অর্থ ঃ ১০০. যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। ১০১. যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাজে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ১০০-১০১)

১১৪. দুর্ভোগ সেসব নামাজীর যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾

(১০৭ সূরা মাউন ঃ আয়াত ৪-৬)

অর্থ ঃ ৪. অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজীর ৫. যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর ৬. যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে। (১০৭ সূরা মাউন ঃ আয়াত ৪-৬)

১১৫. পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করতে হবে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

অর্থ ঃ ৪৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাজের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর নামাজের কাছে যেও না ফরজ গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু, মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ৪৩)

১১৬. নামাজ পড়তে অজু করতে হবে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى
الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ
النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ
مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(৫ সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ৬)

অর্থ ঃ ৬. হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা নামাজের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- অর্থাৎ, স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৫ সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ৬)

১১৭. যারা নামাজে যত্নবান তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۝
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝

(৭০ সূরা আল মাআরিজ ঃ আয়াত ৩২-৩৫)

অর্থ ঃ ৩২. এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে ৩৩. এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান ৩৪. এবং যারা তাদের নামাজে যত্নবান ৩৫. তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে। (৭০ সূরা আল মাআরিজ ঃ আয়াত ৩২-৩৫)

১১৮. সে দিন সেই কঠিন সময়ে তারা সেজদা করতে পারবে না

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

(৬৮ সুরা কালাম ঃ আয়াত ৪২-৪৩)

অর্থ ঃ ৪২. গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা সেজদা করতে পারবে না। ৪৩. তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হত। (৬৮ সুরা কালাম ঃ আয়াত ৪২-৪৩)

রোজা

১১৯. রমজান মাসে নাযিল করা হয়েছে কুরআন

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ
الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۖ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৫)

অর্থ ঃ ১৮৫. রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না- যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমারে হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ্ব তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৫)

১২০. তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৩)

অর্থ ঃ ১৮৩. হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৩)

১২১. রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ
عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ
وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى
الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৭)

অর্থ ঃ ১৮৭. রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ অবগত রয়েছেন যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যাকিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৭)

হজ্জ

১২২. বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবার শক্তি সামর্থ যে রাখে সে যেন হজ্জ করে

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝٩٦ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ
اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ
كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٩٧ (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৯৬-৯৭)

অর্থ ঃ ৯৬. নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্যে হেদায়েত ও বরকতময়। ৯৭. এতে রয়েছে 'মকামে -ইবরাহীমের' মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না- আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৯৬-৯৭)

১২৩. হজ্জকালীন সময়ে যেন কোন রকম লড়াই-ঝগড়ার কথা বার্তা না হয়

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى
الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَ
اتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۝١٩٧ (২ সুরা বাক্বারা ঃ আয়াত ১৯৭)

অর্থ ঃ ১৯৭. হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হওয়া, না অশোভন কোন কাজ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যাকিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই। (২ সুরা বাক্বারা ঃ আয়াত ১৯৭)

১২৪. নিশ্চিই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমুহের অন্তর্ভূক্ত

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ
يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ۝١٥٨

অর্থ ঃ ১৫৮. নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু'টিতে প্রদক্ষিণ করতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তাঁর সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন। (২ সুরা বাক্বারা ঃ আয়াত ১৫৮)

১২৫. ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا ۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۹۵﴾

অর্থ ঃ ৯৫. হে মুমিনগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তাঁর উপর বিনিময় ওয়াজেব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে-বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবা পৌঁছাতে হবে। অথবা তাঁর উপর কাফফারা ওয়াজেব-কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তাঁর সমপরিমাণ রোজা রাখবে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। (৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ৯৫)

যাকাত

১২৬. নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۶﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۵۷﴾

(২৪ সূরা আন নূর ঃ আয়াত ৫৬-৫৭)

অর্থ ঃ ৫৬. নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। ৫৭. তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল!

(২৪ সূরা আন নূর ঃ আয়াত ৫৬-৫৭)

১২৭. যাকাত দান কর

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

(২ সুরা বাক্বারা ঃ আয়াত ৪৩)

অর্থ ঃ ৪৩. আর নামাজ কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং রুকূ কর যারা রুকূ করেছে তাদের সাথে। (২ সুরা বাক্বারা ঃ আয়াত ৪৩)

১২৮. স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۲﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَاۤ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿۲۶۳﴾

অর্থ ঃ ২৬২. যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এটি ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। **১৬৩.** নম্র কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা অভাবমুক্ত, সহিষ্ণু। (২ সুরা বা্ক্কারা ঃ আয়াত ২৬২-২৬৩)

১২৯. দান খয়রাত করলে আল্লাহ কিছু গুনাহ দূর করে দিবেন

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۷۱﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۲﴾

(২ সুরা বা্ক্কারা ঃ আয়াত ২৭১-২৭২)

অর্থ ঃ ২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দুর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। **২৭২.** তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তাঁর পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২ সুরা বা্ক্কারা ঃ আয়াত ২৭১-২৭২)

১৩০. প্রিয় বস্তু থেকে দান করতে হবে

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۹۲﴾

অর্থ ঃ ৯২. কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন। (৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯২)

১৩১. যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময়ে ব্যয় করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

(৩ সূরা ইমরান ঃ আয়াত ১৩৪)

অর্থ ঃ ১৩৪. যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। (৩ সূরা ইমরান ঃ আয়াত ১৩৪)

১৩২. কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۰﴾ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿۱۱﴾

অর্থ ঃ ১০. তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। **১১.** কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মান জনক পুরস্কার। (৫৭ সূরা আল হাদীদ ঃ আয়াত ১০-১১)

১৩৩. মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ۝٩ وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝١٠

(৬৩ সূরা আল মুনাফিকুন ঃ আয়াত ৯-১০)

অর্থ ঃ ৯. হে মু'মিনগণ। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। ১০. আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন ? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৬৩ সূরা আল মুনাফিকুন ঃ আয়াত ৯-১০)

১৩৪. আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ
شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝١٦ إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝١٧

(৬৪ সূরা আত তাগাবুন ঃ আয়াত ১৬-১৭)

অর্থ ঃ ১৬. অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। ১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (৬৪ সূরা আত তাগাবুন ঃ আয়াত ১৬-১৭)

১৩৫. ধনীদের ধনসম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক আছে

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ۝١٥ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ
مُحْسِنِينَ ۝١٦ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝١٧ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝١٨ وَفِىٓ
أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۝١٩

(৫১ সূরা আয যারিয়াত ঃ আয়াত ১৫-১৯)

অর্থ ঃ ১৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ভীরুরা প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে থাকবে। ১৬. এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ১৭. তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, ১৮. রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, ১৯. এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। (৫১ সূরা আয যারিয়াত ঃ আয়াত ১৫-১৯)

এলেম

১৩৬. আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

অর্থ ঃ ৩. পাঠ করুন, আপনার রব অতি দানশীল। ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৯৬ সূরা আলাক্ব ঃ আয়াত ৩-৫)

১৩৭. নামাজে কুরআনকে খুব স্পষ্ট করে পড়তে হবে

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝ اِنَّا سَنُلْقِیْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝ (৭৩ সূরা আল-মোজ্জাম্মেল ঃ আয়াত ১-৫)

অর্থ ঃ ১. হে চাদরাবৃত রাসূল! ২. রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়িয়ে থাকুন। ৩. অবশ্য কিছুক্ষণ আরাম করে নিন, ৪. অর্থাৎ অর্ধরাত্র অথবা অর্ধরাত্র হতে কিছু কম, অথবা অর্ধরাত্র হতে কিছু বেশী আরাম করে নিন। আর নামাজে কুরআনকে খুব স্পষ্ট করে পাঠ করুন। ৫. আমি অচিরেই আপনার প্রতি এক গুরুভার বাণী প্রেরণ করছি। (৭৩ সূরা আল-মোজ্জাম্মেল ঃ আয়াত ১-৫)

১৩৮. আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানী লোকেরা বুঝে

الْحَكِيْمُ ۝ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ۝ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(২৯ সূরা আল-আনকাবূত ঃ আয়াত ৪৩-৪৪)

অর্থ ঃ ৪৩. আর আমি ঐ দৃষ্টান্তগুলি মানুষের উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকি, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানী লোকেরাই বুঝে। ৪৪. আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। ঈমানদারদের জন্য এতে বড় প্রমাণ রয়েছে। (২৯ সূরা আল-আনকাবূত ঃ আয়াত ৪৩-৪৪)

১৩৯. আল্লাহ তা'আলাকে তারাই ভয় পায় যারা জ্ঞানী

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۚ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۝ (৩৫ সূরা আল-ফাতির ঃ আয়াত ২৮)

অর্থ ঃ ২৮. এভাবে রং বেরং-এর মানুষ জন্তু ও প্রাণীসমূহ রয়েছে। আল্লাহকে তাঁর সেই বান্দারাই ভয় করে যারা জ্ঞানী। বাস্তবিকই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই ক্ষমাশীল। (৩৫ সূরা আল-ফাতির ঃ আয়াত ২৮)

১৪০. যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে?

وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

(৩৯ সূরা আল-যুমার ঃ আয়াত ৯)

অর্থ ঃ ৯. যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত করতে থাকে, আখেরাতকে ভয় করে তার রবের রহমতের প্রত্যাশা করে সেকি তার সমান যে তা করে না আপনি বলুন যে, যারা জ্ঞানী ও যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে? সে লোকেরাই নসীহত গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান। (৩৯ সূরা আল-যুমার ঃ আয়াত ৯)

১৪১. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে?

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ

অর্থ ঃ ১৬. বলুন হে নবী! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হতে পারে? (১৩ সূরা আর-রা'দ ঃ আয়াত ১৬)

১৪২. জ্ঞানী লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা উচ্চ মর্যাদা দান করবেন

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

(৫৮ সূরা আল-মুজাদালা ঃ আয়াত ১১)

অর্থ ঃ ১১. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (৫৮ সূরা আল-মুজাদালা ঃ আয়াত ১১)

জিকির

১৪৩. আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝

(১৩ সূরা ঃ রাদ, আয়াত ঃ ২৮-২৯)

অর্থ ঃ ২৮. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। ২৯. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল। (১৩ সূরা ঃ রাদ, আয়াত ঃ ২৮-২৯)

১৪৪. মানুষ যখন কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন শুয়ে বসে দাড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ
مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَ
لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

(১০ সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ১২-১৩)

অর্থ ঃ ১২. আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয়, কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে। **১৩.** অবশ্য তোমাদের পুর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জালেম হয়ে গেছে। অথচ রসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে। (১০ সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ১২-১৩)

১৪৫. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৫২-১৫৩)

অর্থ ঃ ১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো এবং আমার কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। **১৫৩.** হে মুমিনগণ ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৫২-১৫৩)

১৪৬. প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সুব্হানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্ ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবর পড়তে হবে

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

(১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ১০)

অর্থ ঃ ১০. তথায় তাদের বাক্য হবে সুবহানাল্লাহ এবং পরস্পরের সালাম হবে আস্‌সালামু আলাইকুম, আর তাদের শেষ বাক্য হবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। (১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ১০)

১৪৭. যারা আল্লাহর সান্নিধ্যে আছে তারা দিবা রাত্রি তার তাসবীহ পাঠ করতে ক্লান্তি বোধ করেন না

وَ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَنْ عِنْدَهٗ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ لَا یَسْتَحْسِرُوْنَ ۚ﴿۱۹﴾ یُسَبِّحُوْنَ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ لَا یَفْتُرُوْنَ ﴿۲۰﴾

অর্থ ঃ ১৯. আর যা কিছু আসমানসমূহে ও জমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর যারা আল্লাহর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তও হয় না। ২০. বরং দিন ও রাত আল্লাহর তসবীহ্ পাঠ করে কদাচিৎ বিরত হয় না।

(২১ সূরা আল-আম্বিয়া ঃ আয়াত ১৯-২০)

১৪৮. প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় নিজের গুনাহের জন্য এস্তেগফার করতে হবে

وَّ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ۚ﴿۱۰۶﴾ (৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ১০৬)

অর্থ ঃ ১০৬. আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ১০৬)

একরাম

১৪৯. যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করল, তবে সে যেন সকলের প্রাণ রক্ষা করল

كَتَبْنَا عَلٰی بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا ؕ وَ مَنْ اَحْیَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْیَا النَّاسَ جَمِیْعًا ؕ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِیْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِی الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿۳۲﴾

(৫ সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩২)

অর্থ ঃ ৩২. যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত অথবা তা কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে কোন ফ্যাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করল, তবে সে যেন সকলের প্রাণ রক্ষা করল। (৫ সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩২)

১৫০. মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَیْنَ اَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۠﴿۱۰﴾

অর্থ ঃ ১০. মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

(৪৯ সূরা আল-হুজুরাত ঃ আয়াত ১০)

১৫১. এতিম, মিসকীন, প্রতিবেশী, দাস-দাসী সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ ﴿٣٦﴾

(৪ সূরা আন্-নিসা ঃ আয়াত ৩৬)

অর্থ ঃ ৩৬. আর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত কর, এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথেও এবং এতীমদের সাথেও এবং দরিদ্রদের সাথেও এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং সহচরদের সাথেও এবং পথিকদের সাথেও এবং উহাদের সাথেও যারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে। নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে ভালবাসেন না, যারা নিজেকে বড় মনে করে ও আত্ম-গর্ব করে। (৪ সূরা আন্-নিসা ঃ আয়াত ৩৬)

১৫২. সকল পুণ্য এটাই নয় যে মুখকে পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে করা হল

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَی الْمَالَ عَلٰی حُبِّهٖ ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِی الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَی الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِی الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

(২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ১৭৭)

অর্থ ঃ সকল পুণ্য এটাতেই নয় যে, তোমরা স্বীয় মুখকে পূর্বদিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে বরং পুণ্য তো এটা যে, কোন ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব এবং নবীগণের প্রতি, আর মাল প্রদান করে আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজনকে এবং এতীমদেরকে এবং মিসকীনদেরকে এবং রিক্তহস্ত মুসাফিরদেরকে, আর ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনে, আর নামাজের পাবন্দী করে এবং যাকাতও আদায় করে, আর যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় আর যারা ধীরস্থির থাকে অভাব-অভিযোগে, অসুখে-বিসুখে এবং ধর্ম-যুদ্ধে। তারাই সত্যিকারের মানুষ; এবং তারাই সত্যিকারের আল্লাহভীরু। (২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ১৭৭)

১৫৩. মাপে কমদাতাদের জন্য সর্বনাশ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ وَاِذَا كَالُوْهُمْ
اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ

(৮৩ সূরা আল-মুত্বাফফিফীন ঃ আয়াত ১-৫)

অর্থ ঃ ১. নিরতিশয় সর্বনাশ রয়েছে, মাপে কমদাতাদের জন্য. । ২. যখন তারা মানুষের নিকট হতে মেপে নেয়, তখন পুরাপুরিই নেয়। ৩. যখন তারা অন্যকে. মেপে কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। ৪. তারা কি চিন্তা করে না তারা পুনরুজ্জীবিত হবে? ৫. মহাদিবসে! (৮৩ সূরা আল-মুত্বাফফিফীন ঃ আয়াত ১-৫)

১৫৪. আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে হবে ভয়াবহ সেদিন সমাগত হবার পূর্বে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ
لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٢٥٤

(২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ২৫৪)

অর্থ ঃ ২৫৪. হে মু'মিনগণ! ব্যয় কর ঐ সমস্ত বস্তু হতে, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, সে দিন সমাগত হবার পূর্বে, যেদিন না কোন ক্রয়-বিক্রয় হবে এবং না কোন বন্ধুত্ব হবে এবং না কোন সুপারিশ চলবে। আর কাফেররাই অবিচার করে।

(২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ২৫৪)

১৫৫. উত্তম কাজের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۚ۝٦٠ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦١

(৫৫ সূরা আর-রাহমান ঃ আয়াত ৬০-৬১)

অর্থ ঃ ৬০. উত্তম কাজের জন্য, উত্তম পুরস্কার ব্যতিত কী হতে পারে? ৬১. সুতরাং তোমরা উভয়ে জ্বীন ও মানুষ তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

(৫৫ সূরা আর-রাহমান ঃ আয়াত ৬০-৬১)

১৫৬. যারা রাগকে সংবরণ করে তাদের জন্য জান্নাত

وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

অর্থ ঃ ১৩৩.তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্যে। ১৩৪. যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৩৩-১৩৪)

এখলাস

১৫৭. দানের বিনিময়ে প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা চাওয়া যাবে না

وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوۡمًا عَبُوسًا قَمۡطَرِيرًا ﴿١٠﴾

অর্থ ঃ ৮. আর তারা কেবল আল্লাহর মহব্বতে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। ৯. এবং তারা বলে আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খাদ্য দান করছি, না আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই আর না কৃতজ্ঞতা। ১০. আমরা আমাদের রবের তরফ হতে এক কঠিন ও ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা করছি। (৭৬ সূরা আদ্-দাহর ঃ আয়াত ৮-১০)

১৫৮. বিশুদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ

অর্থ ঃ ২. আমি এই কিতাবটি সঠিকভাবে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আপনি খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকুন। ৩. স্মরণ রাখুন বিশুদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য। (৩৯ সূরা আয্ যুমার ঃ আয়াত ২-৩)

১৫৯. ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খাঁটি রাখতে হবে

قُلْ اِنِّیْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّیْنَ ﴿۱۱﴾

(৩৯ সূরা আয্-যুমার ঃ আয়াত ১১)

অর্থ ঃ ১১. আপনি বলে দিন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, এরূপে আল্লাহর এবাদত করি, যেন তাঁরই উদ্দেশ্যে এবাদতকে খাঁটি রাখি। (৩৯ সূরা আয্-যুমার ঃ আয়াত ১১)

১৬০. আল্লাহর ইবাদতে কাউকেও শরীক করা যাবে না

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوْحٰۤی اِلَیَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ یَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন, আমি তো তোমাদেরই মত মানুষ, আমার নিকট কেবল ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বুদ হচ্ছেন একক, সুতারাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখে, তবে সে যেন নেক কাজ করতে থাকে এবং আল্লাহর ইবাদতে অপর কাউকেও শরীক না করে। (১৮ সূরা আল-কাহফ ঃ আয়াত ১১০)

১৬১. কুরবানীর গোশত বা রক্ত নয়, আল্লাহর কাছে পৌছে তোমাদের তাক্ওয়া

لَنْ یَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ یَّنَالُهُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ ؕ

(২২ সূরা আল হজ্জ ঃ আয়াত ৩৭)

অর্থ ঃ ৩৭. আল্লাহ তা'আলার সমীপে না তাদের গোশত পৌঁছে, আর না তাদের রক্ত বরং তাঁর নিকট তোমাদের তাকওয়া পৌঁছে থাকে। (২২ সূরা আল হজ্জ ঃ আয়াত ৩৭)

১৬২. যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় আল্লাহ তার ফসল বৃদ্ধি করে দিবেন

مَنْ كَانَ یُرِیْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِیْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ یُرِیْدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِیْبٍ ﴿۲۰﴾

(৪২ সূরা শূরা ঃ আয়াত ২০)

অর্থ ঃ ২০. যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায়, আমি তার ফসল বৃদ্ধি করে দিব, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসলের কামনা করে, আমি তাকে কিঞ্চিৎ দুনিয়া দিয়ে দিব, কিন্তু আখেরাতে সে কিছুই পাবে না। (৪২ সূরা শূরা ঃ আয়াত ২০)

১৬৩. কেউ অণু পরিমাণ সৎ বা অসৎ কাজ করলে সে তা দেখবে

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

(৯৯ সূরা আয্-যিলযাল ঃ আয়াত ৭-৮)

অর্থ ঃ ৭. কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে। ৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে সে তাও দেখবে।

(৯৯ সূরা আয্-যিলযাল ঃ আয়াত ৭-৮)

১৬৪. ইখলাসের পুরস্কার আল্লাহর নিকটই রয়েছে

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(২৬ সূরা শু'আরা ঃ আয়াত ১৪৫)

অর্থ ঃ ১৪৫. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে। (২৬ সূরা শু'আরা ঃ আয়াত ১৪৫)

১৬৫. নীচু স্বরে কথা বলতে হবে

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝

অর্থ ঃ ১৯. আর পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং নীচু স্বরে কথা বলবে। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা কর্কশ। (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১৯)

তাবলীগ

১৬৬. মুসলমানের জানমাল আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করেছেন

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ

(৯ সূরা আত-তওবা ঃ আয়াত ১১১)

অর্থ ঃ ১১১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নিকট হতে তাদের জান ও তাদের মালসমূহকে, ইহার বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তারা জান্নাত পাবে। (৯ সূরা আত-তওবা ঃ আয়াত ১১১)

১৬৭. আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল খরচ করলে বিরাট কামিয়াবী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

(৬১ সূরা আস-সফফ ঃ আয়াত ১০-১৩)

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে কি এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দান করব, যা তোমাদেরকে কঠোর আযাব হতে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ উপর ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে, মেহনত (জিহাদ) করবে আল্লাহর রাস্তায় মাল ও জান দিয়া। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। **১২.** তবে আল্লাহ তোমাদের গুণাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে, যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত ও এমন বাসস্থানসমূহে যা চিরস্থায়ী বাগানসমূহে অবস্থিত। এটা বিরাট কামিয়াবী। **১৩.** আর তোমাদের প্রিয় আকাঙ্খিত দ্বিতীয় লাভ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। হে রাসূল! মু'মিনদিগকে উল্লেখিত সুসংবাদ দান করুন। (৬১ সূরা আস-সফফ ঃ আয়াত ১০-১৩)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম মালেক রহঃ এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

اَلَنْ يُّصْلِحَ اٰخِرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا مَا اَصْلَحَ اَوَّلَهَا ○

অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী যতোদিন পর্যন্ত, ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংস্কার কর্মসূচী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অনুসরণ না করবে, ততোদিন পর্যন্ত তাদের সংশোধন হবে না।

১৬৮. মানুষের মঙ্গলের জন্য আমাদেরকে বের করা হয়েছে

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ

অর্থ ঃ ১১০. তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যে উম্মতকে বের করা হয়েছে মানুষের মঙ্গলের জন্যে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। (৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১১০)

১৬৯. এমন লোকদেরকে অনুসরণ করতে হবে যারা কোন বিনিময় চায়না

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾

অর্থ ঃ ২০. এই সংবাদ প্রচারিত হলে এক ব্যক্তি মুসলমান সে জনপদের দূরবর্তী কিনারা হতে ছুটে আসল, এবং বলতে লাগল, হে আমার সম্প্রদায়! এই রাসূলগণের পথ অনুসরণ করে চল। ২১. অবশ্যই এমন লোকদের পথে চল, যাঁরা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চান না এবং তাঁরা নিজেরাও সঠিক পথের উপর আছেন। (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ২০-২২)

১৭০. নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনদিগকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করতে হবে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

অর্থ ঃ ৬. হে মু‘মিনগণ! তোমরা নিজদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের সে অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার জ্বালানী মানুষ ও প্রস্তরসমূহ হবে। যাতে কঠোর স্বভাবের, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছে, যারা অমান্য করেনা তা, যা আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে আদেশ করেন। আর যা তাদেরকে আদেশ করা হয়, তারা তৎক্ষণাৎ তা পালন করে। (৬৬ সূরা আত-তাহরীম ঃ আয়াত ৬)

১৭১. দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় অতি সামান্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾ (সূরা আত-তওবা ঃ আয়াত ৩৮)

অর্থ ঃ ৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, বের হও আল্লাহর রাস্তায়, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক অর্থাৎ, অলসভাবে বসে থাক তবে কি তোমরা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাস তো, আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য। (সূরা আত-তওবা ঃ আয়াত ৩৮)

১৭২. আল্লাহর রাস্তায় বের না হলে কঠোর শাস্তি

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَ
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٣٩ (সূরা আত-তাওবা ঃ আয়াত ৩৯)

অর্থ ঃ ৩৯. যদি তোমরা বাহির না হও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন (অর্থাৎ, ধ্বংস করে দিবেন) এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন, আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আত-তাওবা ঃ আয়াত ৩৯)

১৭৩. সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা, কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝٣٣
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ
عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ۝٣٤ (সূরা হা-মীম সিজদাহ ঃ আয়াত ৩৩-৩৫)

অর্থ ঃ ৩৩. সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা কার হতে পারে, যে লোকদিগকে. আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের মধ্যে হতে একজন। ৩৪. আর সৎকাজ ও অসৎ কাজ সমান হয় না, অতএব আপনি এবং আপনার অনুসারীগণ সদ্ব্যবহার দ্বারা অসদ্ব্যবহারের প্রত্যুত্তর দিন। অতঃপর সদ্ব্যবহারের পরিণতি এ হবে যে, আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল, সে অকস্মাৎ এমন হয়ে যাবে, যেমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে থাকে। ৩৫. এই চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (সূরা হা-মীম সিজদাহ ঃ আয়াত ৩৩-৩৫)

ব্যাখ্যা ঃ এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দিবে, তার জন্য সহনশীল, ধৈর্যশীল ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া জরুরী।

১৭৫. যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই মসজিদ আবাদ করে

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ
وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ۚ فَعَسٰۤى اُولٰۤئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝١٨

অর্থ ঃ ১৮. আল্লাহর ঘর মসজিদগুলি আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকেও ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় তারা, সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আত-তওবা ঃ আয়াত ১৮)

১৭৬. আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া থেকে পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ অধিক প্রিয় হলে কঠিন শাস্তি

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ
اَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ
مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۴﴾

(৯ সূরা আত-তাওবা ঃ আয়াত ২৪)

অর্থ ঃ ২৪. (হে নবী! আপনি মুসলমানদের) বলুন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস যদি এ সমস্ত জিনিস. তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল হতে এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বের হওয়া হতে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা শাস্তির নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৯ সূরা আত-তাওবা ঃ আয়াত ২৪)

১৭৭. রাসূলুল্লাহ সা. ও তার অনুসারীগণ মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ ؔ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০৮)

অর্থ ঃ ১০৮. (হে নবী) আপনি বলে দিন, আমার রাস্তা তো এটাই যে, আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে. ডাকি এবং যারা আমার অনুসারী তারাও আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে ডাকে। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০৮)

১৭৮. মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে হেকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۲۵﴾

অর্থ ঃ ১২৫. লোকদিগকে আপনি ডাকুন, আপন প্রতিপালকের দিকে হেকমত এবং উত্তম উপদেশের সাথে। আর তাদের সাথে তর্ক এমনভাবে করবেন, যেন তা খুবই পছন্দনীয় হয়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা, তার সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনি বিশেষভাবে জানেন, তাদের অবস্থা সম্পর্কেও, যারা সঠিক পথে রয়েছে। (সূরা আন্-নহল ঃ আয়াত ১২৫)

১৭৯. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে জান্নাতের দিকে দাওয়াত দেন

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۭ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

(১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ২৫)

অর্থ ঃ ২৫. আল্লাহ তা'আলা শান্তির ঘর অর্থাৎ জান্নাতের দিকে বান্দাদেরকে দাওয়াত দেন, এবং তিনি যাকে ইচ্ছা সরলপথ দেখান। (১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ২৫)

১৮০. আপন রবের বড়ত্ব বর্ণনা করতে হবে

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝

(৭৪ সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ঃ আয়াত ১-৩)

অর্থ ঃ ১. হে বস্ত্রাবৃত রাসূল! আপনি উঠুন। ২. আর ভীতি প্রদর্শন করুন ৩. এবং আপনার রবের বড়ত্ব বর্ণনা করুন। (৭৪ সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ঃ আয়াত ১-৩)

১৮১. বিনা ওজরে বসে থাকা মুসলমানগণ এবং জানমাল দ্বারা জিহাদকারীগণ সমান নয়

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

(৪ সূরা আন্-নিসা ঃ আয়াত ৯৫-৯৬)

অর্থ ঃ ৯৫. মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ৯৬. এটা তাঁর নিকট হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৪ সূরা আন্-নিসা ঃ আয়াত ৯৫-৯৬)

১৮২. দ্বীনের জন্যে অপমান সহ্য করা নবীদের সুন্নত

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١١﴾

অর্থ ঃ ১০. এবং নিশ্চয়ই আমি প্রেরণ করেছিলাম, আপনার আগে পূর্ববর্তী বহু জাতির মধ্যে নবী। ১১. আর যখনই তাদের নিকট নবী আসত, তখনই তারা সে নবীর সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। (সূরা হিজর ঃ আয়াত ১০-১১)

১৮৩. মানুষকে নম্রভাবে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

অর্থ ঃ ৪৩. তোমরা উভয়ে (মূসা আ. ও হারূন আ.) ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। (২০ সূরা ত্বহা ঃ আয়াত ৪৩-৪৪)

১৮৪. আল্লাহর দিকে আহবানকারীর সাথে আল্লাহ তা'আলা আছেন

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ﴿٤٦﴾

অর্থ ঃ ৪৫. তারা (মূসা আ. ও হারূন আ) বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আশংকা করি যে, ফেরাউন আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে, অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে। ৪৬. আল্লাহ বললেন, 'তোমরা ভয় করো না, আমিতো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। (২০ সূরা ত্বহা ঃ আয়াত ৪৫-৪৬)

১৮৫. সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হবে

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

(৯ সূরা আত-তাওবা ঃ আয়াত ৪১)

অর্থ ঃ ৪১. হাল্কা হও অথবা ভারী হও সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বের হও। এবং মেহনত কর আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দ্বারা। তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। (৯ সূরা আত-তাওবা ঃ আয়াত ৪১)

১৮৬. আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করলে আল্লাহ তা'আলাও আমাদেরকে সাহায্য করবেন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝٧

(৪৭ সূরা মোহাম্মদ ঃ আয়াত ৭)

অর্থ ঃ ৭. হে মু'মিনগণ যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য কর, তবে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং শত্রুর মোকাবেলায় তোমাদের অবস্থান দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করবেন। (৪৭ সূরা মোহাম্মদ ঃ আয়াত ৭)

১৮৭. তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ
إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى
ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝٣٨ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ
لَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝٣٩

(৯ সূরা আত-তাওবাহ ঃ আয়াত ৩৮-৩৯)

অর্থ ঃ ৩৮. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি আকড়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। ৩৯. যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৯ সূরা আত-তাওবাহ ঃ আয়াত ৩৮-৩৯)

পিতামাতার হক

১৮৮. পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ
لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ
اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

অর্থ ঃ ২৩. তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কার ইবাদত করো না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে উহ শব্দটিও বলো না (অর্থাৎ বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোন কথা, বলো না) এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদেরকে সম্মানসূচক কথা বলো। ২৪. তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করে ছিলেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে, তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল। (১৭ সূরা বণী ইসরাঈল ঃ আয়াত ২৩-২৫)

১৮৯. আল্লাহ মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ
ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّ
يَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾ (৪৬ সূরা আল আহক্বাফ ঃ আয়াত ১৫)

অর্থ ঃ ১৫. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্যতম। (৪৬ সূরা আল আহক্বাফ ঃ আয়াত ১৫)

১৯০. আল্লাহর সাথে শরীক করতে বললে পিতা-মাতার কথাও মানা যাবে না

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵﴾

(৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১৫)

অর্থ ঃ ১৫. পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো। (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১৫)

চতুর্থ অধ্যায় ঃ নবীগণ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১৯১. রাসূলুল্লাহ সা.-এর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

অর্থ ঃ ২১. তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (৩৩ সূরা আল-আহযাব ঃ আয়াত ২১)

১৯২. রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনুগত্য করলে সুপথ পাওয়া যাবে

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾

(২৪ সূরা আন-নূর ঃ আয়াত ৫৪)

অর্থ ঃ ৫৪. আপনি বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তবে জেনে রাখ যে, রাসূলের কর্তব্য তো তাই, যার ভার তাঁকে দেয়া হয়েছে, আর তোমাদের কর্তব্য তাই, যার ভার তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা তা [রাসূল সাঃ.-এর আনুগত্য] কর, তবে সুপথ প্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। (২৪ সূরা আন-নূর ঃ আয়াত ৫৪)

১৯৩. বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾

(৩৪ সূরা সাবা ঃ আয়াত ৪৭-৪৮)

অর্থ ঃ ৪৭. বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে। ৪৮. বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য দ্বীন অবতরণ করেছেন। তিনি আলেমুল গায়ব। (৩৪ সূরা সাবা ঃ আয়াত ৪৭-৪৮)

১৯৪. বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই স্বাক্ষীরূপে যথেষ্ট

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًاۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٥٢ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِؕ وَلَوْلَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٥٣

(২৯ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৫২-৫৩)

অর্থ ঃ ৫২. বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ৫৩. তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না।

(২৯ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৫২-৫৩)

১৯৫. বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না

قُلْ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝٥٧ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرَا ۝٥٨

(২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৫৭-৫৮)

অর্থ ঃ ৫৭. বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না, কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। ৫৮. আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গোনাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৫৭-৫৮)

১৯৬. যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٧٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۝٧١

অর্থ ঃ ৭০. কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭১. যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে।

(২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৭০-৭১)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম

১৯৭. আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি যিনি সৃষ্টি করেছেন

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ
۝٧٦ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ
لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ۝٧٧ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ
ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝٧٨ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٧٩

(৬ সূরা আল-আন্-আম ঃ আয়াত ৭৬-৭৯)

অর্থ ঃ ৭৬. অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল ঃ এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন বলল ঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। ৭৭. অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল ঃ যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। ৭৮. অতঃপর যখন সূর্যকে চক্চক্ করতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতষ্পপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। ৭৯. আমি একমুখী স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই। (৬ সূরা আল-আন্-আম ঃ আয়াত ৭৬-৭৯)

১৭৮. তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

(২১ সূরা আল আম্বিয়া ঃ আয়াত ৫৭-৬৬)

অর্থ ঃ ৫৭. আল্লাহ্‌র কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব। ৫৮. অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ব্যতীত; যাতে তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। ৫৯. তারা বলল ঃ আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। ৬০. কতক লোকে বলল ঃ আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়। ৬১. তারা বলল ঃ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। ৬২. তারা বলল ঃ হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ? ৬৩. তিনি বললেন না, এদের এই প্রধানই তো একাজ করেছে। অতএব তাকে জিজ্ঞেস কর, যদি সে কথা বলতে পারে। ৬৪. অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল ঃ লোক সকল; তোমরাই বেইনসাফ। ৬৫. অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে ঃ "তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না"। ৬৬. তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না?

(২১ সূরা আল আম্বিয়া ঃ আয়াত ৫৭-৬৬)

১৯৯. হে অগ্নি তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

(২১ সূরা আল আম্বিয়া ঃ আয়াত ৬৭-৬৯)

অর্থ ঃ ৬৭. ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না? ৬৮. তারা বলল ঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। ৬৯. আমি বললামঃ 'হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।'

(২১ সূরা আল আম্বিয়া ঃ আয়াত ৬৭-৬৯)

২০০. ইব্রাহীম আ. তার পুত্রকে বলল, 'বৎস আমি স্বপ্নে দেখি যে তোমাকে যবেহ করছি'

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

অর্থ ঃ ১০২. অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল ঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। ১০৩. যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ্ করার জন্যে শায়িত করল, ১০৪. তখন আমি তাকে ডেকে বললাম ঃ হে ইব্রবহীম, ১০৫. তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। ১০৬. নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। ১০৭. আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ্ করার জন্যে এক মহান জন্তু। (৩৭ সূরা আস্ সাফফাত ঃ আয়াত ১০২-১০৭)

হযরত আদম আলাইহিস সালাম

২০১. আল্লাহ তায়ালা আদম আ. কে ঐ বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ
الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا
الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا
رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾
قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ
فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾ (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৯-২৫)

অর্থ ঃ ১৯. হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহ্গার হয়ে যাবে। ২০. অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল ঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। ২১. সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। ২২. অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষের ফল আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? ২৩. তারা উভয়ে বললঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। ২৪. আল্লাহ বললেনঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে। ২৫. বললেন ঃ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে। (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৯-২৫)

২০২. আদম আ.কে ইবলীস ব্যতীত সকলেই সেজদা করল

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ
طِيْنًا ﴿۶۱﴾ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ؗ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۶۲﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ
جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿۶۳﴾

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৬১-৬৩)

অর্থ ঃ ৬১. স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল ঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? ৬২. সে বলল ঃ দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। ৬৩. আল্লাহ্ বলেন ঃ চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্যে থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি - ভরপুর শাস্তি। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৬১-৬৩)

২০৩. শয়তান আদমকে বলল, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿۱۲۰﴾
فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؗ وَعَصٰٓى اٰدَمُ
رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿۱۲۱﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿۱۲۲﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًاۢ بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى ۙ۬ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿۱۲۳﴾

অর্থ ঃ ১২০. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল ঃ হে আদম আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা ১২১. অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। ১২২. এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। ১২৩. তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্টও হবে না এবং কষ্টেও পতিত হবে না। (২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ১২০-১২৩)

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম

২০৪. আল্লাহ্ মূসা জননীকে আদেশ পাঠালেন যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ
إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ
حَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ
لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

অর্থ ঃ ৭. আমি মূসা জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। ৮. অতঃপর ফেরাউন-পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। ৯. ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিকে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। (২৮ সূরা আল কাসাস ঃ আয়াত ৭-৯)

২০৫. আল্লাহ মূসা আ.কে তাঁর জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলেন

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ
الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ
إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

অর্থ ঃ ১০. সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসীগণের মধ্যে। ১১. তিনি মূসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। ১২. পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগিনী বলল, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী? ১৩. অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না। (২৮ সূরা আল কাসাস ঃ আয়াত ১০-১৩)

২০৬. পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে আওয়াজ দেয়া হল, 'হে মূসা! আমি আল্লাহ'

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝٢٩ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٣٠

(২৮ সূরা আল কাসাস ঃ আয়াত ২৯-৩০)

অর্থ ঃ ২৯. অতঃপর মূসা আ. যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। ৩০. যখন সে তার কাছে পৌঁছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল, হে মূসা! আমি আল্লাহ্, বিশ্ব পালনকর্তা। (২৮ সূরা আল কাসাস ঃ আয়াত ২৯-৩০)

২০৭. মূসা তার পরিবারবর্গকে বললেন, আমি অগ্নি দেখেছি

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ۭ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝٧ فَلَمَّا جَاۗءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨

(২৭ সূরা নামল ঃ আয়াত ৭-৮)

অর্থ ঃ ৭. যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেনঃ 'আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। ৮. অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়াজ হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা আগুনের আশে পাশে আছেন। বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত।

(২৭ সূরা নামল ঃ আয়াত ৭-৮)

২০৮. মূসা আ. আল্লাহ তা'আলাকে দেখবার প্রত্যাশা হতে তওবা করলেন

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

(৭ সূরা আল-আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪৩)

অর্থ ঃ ১৪৩. মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন তখন সে বলল 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব'। তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা স্বস্থানে স্থির থাকিলে, তবে তুমি আমাকে দেখবে।' যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে আপন জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, 'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র আমি যে আপনাকে নিজের চোখে দেখবার প্রত্যাশা করেছিলাম তা হতে আমি তাওবা করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। (৭ সূরা আল-আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪৩)

২০৯. হে মূসা! তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿١٥﴾ فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

(২৬ সূরা আশ-শোআরা ঃ আয়াত ১৫-১৬)

অর্থ ঃ ১৫. আল্লাহ্ বলেন, কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শুনব। ১৬. অতএব তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল। (২৬ সূরা আশ-শোআরা ঃ আয়াত ১৫-১৬)

২১০. মূসা আ.-এর নিক্ষিপ্ত লাঠি অজগর সাপে পরিণত হল

قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾

(২৬ সূরা আশ-শোআরা ঃ আয়াত ৩১-৩২)

অর্থ ঃ ৩১. ফেরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। ৩২. অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর সাপ হয়ে গেল।

(২৬ সূরা আশ-শোআরা ঃ আয়াত ৩১-৩২)

২১১. মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٢﴾ فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾ وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٦﴾

অর্থ ঃ ৬১. যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম! ৬২. মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। ৬৩. অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। ৬৪. আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম। ৬৫. এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। ৬৬. অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। (২৬ সূরা আশ শোআরা ঃ আয়াত ৬১-৬৬)

২১২. হে মূসা তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ

اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى ﴿١١﴾ اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

(২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ১০-১২)

অর্থ ঃ ১০. তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারবর্গকে বললেনঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব। ১১. অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়াজ আসল হে মুসা, ১২. আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ।

(২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ১০-১২)

.২১৩. হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾ قَالَ هِىَ عَصَاىَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى
غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾ فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ
تَسْعٰى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۫ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾

অর্থ ঃ **১৭.** হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি? **১৮.** তিনি বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগল পালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। **১৯.** আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। **২০.** অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। **২১.** আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ১৭-২১)

২১৪. আমি মূসার মাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম তুমি মূসাকে সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও

اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ
لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ﴿٣٩﴾ اِذْ تَمْشِىْۤ اُخْتُكَ
فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰۤى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۬
وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۬ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ
۬ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ﴿٤٠﴾

(২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ৩৯-৪০)

অর্থ ঃ **৩৯.** তুমি মূসাকে সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। **৪০.** যখন তোমার ভগিনী এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদের কে বলে দেব কে তাকে লালন পালন করবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়। তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেই, আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে; হে মূসা, অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। (২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ৩৯-৪০)

২১৫. তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾
قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ
مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ﴿٤٦﴾

অর্থ ঃ ৪৩. তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। ৪৪. অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। ৪৫. তারা বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। ৪৬. আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ৪৩-৪৬)

২১৬. যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ
فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ
خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا
صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ
سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾

(২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ৬৫-৭০)

অর্থ ঃ ৬৫. তারা বলল ঃ হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। ৬৬. মূসা বললেন ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। ৬৭. অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। ৬৮. আমি বললাম ঃ ভয় করো না তুমি বিজয়ী হবে। ৬৯. তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এতে যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। ৭০. অতঃপর যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। তারা বলল ঃ আমরা হারূন ও মূসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

(২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ৬৫-৭০)

২১৭. মূসা বললেন, তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ অমুখাপেক্ষী

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ۝٧ وَ
قَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝٨

(১৪ সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ৭-৮)

অর্থ ঃ ৭. যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। ৮. এবং মূসা বললেন ঃ তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুণের আধার। (১৪ সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ৭-৮)

২১৮. মূসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা কর আর আমার ভাইকে

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝١٥١ اِنَّ
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ
كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ۝١٥٢ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا
ۚ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٥٣

(৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ১৫১-১৫৩)

অর্থ ঃ ১৫১. মূসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়। **১৫২.** অবশ্য যারা গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এমনি আমি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। **১৫৩.** আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুণাময়। (৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত **১৫১-১৫৩**)

২১৯. আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-এর কওমের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করলেন

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾

(৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ১৬০)

অর্থ ঃ ১৬০. আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মূসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, নিজের লাঠি দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ। প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া। যে পরিছন্ন বস্তু জীবিকারূপে আমি তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। বস্তুতঃ তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং ক্ষতি করেছে নিজেদেরই।

(৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ১৬০)

২২০. তারা বলল, হে মূসা, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿۲۴﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۵﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۶﴾

(৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ২৪-২৬)

অর্থ ঃ ২৪. তারা বলল ঃ হে মূসা আমরা কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। ২৫. মূসা বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। ২৬. বললেন ঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। (৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ২৪-২৬)

২২১. যাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

অর্থ ঃ ৪৩. মূসা আঃ তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা নিক্ষেপ করবে। ৪৪. অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফেরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরাই বিজয়ী হব। ৪৫. অতঃপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। ৪৬. তখন জাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল। (২৬ সূরা আশ শোআরা ঃ আয়াত ৪৩-৪৬)

২২২. যাদুকররা বলল হে মূসা হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾ قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا سَحَرُوْۤا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾

অর্থ ঃ ১১৫. তারা বলল ঃ হে মূসা। হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। ১১৬. তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। ১১৭. তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। (৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ১১৫-১১৭)

২২৩. যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾ قَا

(৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ১১৯-১২২)

অর্থ ঃ ১১৯. সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। ১২০. এবং যাদুকররা সেজদাতে পড়ে গেল। ১২১. বলল, আমরা ঈমান আনছি মহাবিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। ১২২. যিনি মূসা ও হারূনের পরওয়ারদেগার। (৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ১১৯-১২২)

হযরত খিজির আলাইহিস সালাম

২২৪. খিজির আ. মূসা আ.কে বললেন, যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِیْ فَلَا تَسْـَٔلْنِیْ عَنْ شَیْءٍ حَتّٰۤی اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانْطَلَقَا ٝ
حَتّٰۤی اِذَا رَكِبَا فِی السَّفِیْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَیْـًٔا
اِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

অর্থ ঃ ৭০. তিনি বললেন ঃ যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি। ৭১. অতঃপর তারা চলতে লাগল ঃ অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেন ঃ আপনি কি এর অরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি শুরুতর মন্দ কাজ করলেন। ৭২. তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবেন না? (১৮ সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৭০-৭২)

২২৫. খিজির আ. বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না

فَانْطَلَقَا ٝ حَتّٰۤی اِذَا لَقِیَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةًۢ بِغَیْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ
جِئْتَ شَیْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ اِنْ
سَاَلْتُكَ عَنْ شَیْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِیْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّیْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾

অর্থ ঃ ৭৪. অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাৎ পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেন? আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতের অন্যায় কাজ করলেন। ৭৫. তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। ৭৬. মূসা বললেন ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। (১৮ সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৭৪-৭৬)

২২৬. মূসা বললেন আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন

فَانْطَلَقَا ۥ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨ اسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا
فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا
٧٧ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ٧٨
اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاۤءَهُمْ
مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ٧٩ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَاۤ اَنْ
يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ٨٠ فَاَرَدْنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ
رُحْمًا ٨١ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا
وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً
مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ٨٢

অর্থ ঃ ৭৭. অতঃপর তারা চলতে লাগল, অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন, সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মূসা বললেন ঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। ৭৮. তিনি বললেন ঃ এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। ৭৯. নৌকাটির ব্যাপার সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপর দিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। ৮০. বালকটির ব্যাপার তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। ৮১. অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তার পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। ৮২. প্রাচীরের ব্যাপার–সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা। (১৮ সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৭৭-৮২)

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম

২২৭. ইউনুস আ. কে মাছে গিলে ফেলল

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

অর্থ ঃ ১৩৯. আর ইউনুসও ছিলেন পয়গম্বরগণের একজন। ১৪০. যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। ১৪১. অতঃপর লটারী সুরতি করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। ১৪২. অতঃপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। ১৪৩. যদি তিনি আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠ না করতেন, ১৪৪. তবে তাঁকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। (৩৭ সূরা আস্ সাফফাত ঃ আয়াত ১৩৯-১৪৪)

২২৮. তুমি আল্লাহ নির্দোষ আমি গুনাহগার

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

অর্থ ঃ ৮৭. এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধরতে পারব না। অতষ্পপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন ঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গোনাহগার। ৮৮. অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৮৭-৮৮)

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম

২২৯. তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না বরং তাকে ফেলে দাও অন্ধকূপে

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ
تَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي
غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾

অর্থ ঃ ৮. যখন তারা বলল ঃ অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তিবিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। ৯. হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। ১০. তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮-১০)

২৩০. তারা বলল, পিতা ব্যাপারকি আপনি কি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস করেন না

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا
يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ
أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿١٤﴾
(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১১-১৪)

অর্থ ঃ ১১. তারা বলল ঃ পিতা, ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাংক্ষী । ১২. আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। ১৩. তিনি বললেন ঃ আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, বাঘ তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে। ১৪. তারা বলল ঃ আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারালাম। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১১-১৪)

২৩১. তারা বলল, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে

وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾ قَالُوْا يٰۤاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ
عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾ وَجَآءُوْ
عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১৬-১৮)

অর্থ ঃ ১৬. তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। ১৭. তারা বলল ঃ পিতা ঃ আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। ১৮. এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেন ঃ এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১৬-১৮)

২৩২. একটি কাফেলা এসে বালতি ফেলল, বলল ঃ কি আনন্দের কথা এতো একটি কিশোর

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ
بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا
فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১৯-২০)

অর্থ ঃ ১৯. এবং একটি কাফেলা এল। অতঃপর তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল। বলল ঃ কি আনন্দের কথা। এ তো একটি কিশোর! তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ খুব জানেন যা কিছু তারা করেছিল। ২০. ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গুণাগুণতি কয়েক দেরহামে এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১৯-২০)

২৩৩. মিসরের এক ব্যক্তি তাকে ক্রয় করে সে তার স্ত্রীকে বলল একে সম্মানের সাথে রাখ

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ
وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۫ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ
غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ
عِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٢﴾ (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২১-২২)

অর্থ ঃ ২১. মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ একে সম্মানে রাখ। সম্ভবতঃ সে আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্যে যে তাকে বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। ২২. যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২১-২২)

২৩৪. জুলেখা ইউসুফকে ফুসলাতে লাগলো এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ
مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَ
هَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٢٤﴾ (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২৩-২৪)

অর্থ ঃ ২৩. আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল ঃ শুন। তোমাকে বলছি, এদিকে আস। সে বলল ঃ আল্লাহ রক্ষা করুন, তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীগণ সফল হয় না। ২৪. নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২৩-২৪)

২৩৫. তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং জুলেখা ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۗ قَالَتْ مَا
جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ
عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ
الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَاٰ
قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۗ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

অর্থ ঃ ২৫. তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল ঃ যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে ? ২৬. ইউসুফ আ. বললেন ঃ সে-ই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী। ২৭. এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী ২৮. অতঃপর গৃহ স্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন, সে বলল ঃ নিশ্চয় এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২৫-২৮)

২৩৬. নগরের মহিলারা বলাবলি করতে লাগলো যে আজীজের স্ত্রী স্বীয় গোলামের প্রেমে উম্মত্ত হয়ে গিয়েছে

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٣٠ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝٣١ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝٣٢

অর্থ ঃ ৩০. নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আজীজের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। ৩১. যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বললঃ ইউসুফ এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল ঃ কখনই নয় -এ ব্যক্তি মানব নয় ! এ তো কোন মহান ফেরেশতা ! ৩২. জুলেখা বলল ঃ এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভৎসনা করছিলে। আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৩০-৩২)

২৩৭. ইউসুফ বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে তার চাইতে আমি কারাগারকেই পছন্দ করি

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝٣٣ فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٣٤
(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৩৩-৩৪)

অর্থ ঃ ৩৩. ইউসুফ বলল ঃ হে পালনকর্তা তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। ৩৪. অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৩৩-৩৪)

২৩৮. দুই জন কয়েদী ইউসুফের কাছে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّیۡۤ اَرٰىنِیۡۤ اَعۡصِرُ خَمۡرًا ۚ وَقَالَ الۡاٰخَرُ
اِنِّیۡۤ اَرٰىنِیۡۤ اَحۡمِلُ فَوۡقَ رَاۡسِیۡ خُبۡزًا تَاۡكُلُ الطَّیۡرُ مِنۡهُ ؕ نَبِّئۡنَا بِتَاۡوِیۡلِهٖ ۚ اِنَّا
نَرٰىكَ مِنَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿৩৬﴾ قَالَ لَا یَاۡتِیۡكُمَا طَعَامٌ تُرۡزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاۡتُكُمَا بِتَاۡوِیۡلِهٖ قَبۡلَ
اَنۡ یَّاۡتِیَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِیۡ رَبِّیۡ ؕ اِنِّیۡ تَرَكۡتُ مِلَّۃَ قَوۡمٍ لَّا یُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَهُمۡ
بِالۡاٰخِرَۃِ هُمۡ كٰفِرُوۡنَ ﴿৩৭﴾

অর্থ ঃ ৩৬. তাঁর সাথে কারাগারে দুম্বজন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল ঃ আমি দেখলাম যে নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখী ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি। ৩৭. তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহ প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৩৬-৩৭)

২৩৯. ইউসুফ আ. কয়েদীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন

یٰصَاحِبَیِ السِّجۡنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَیَسۡقِیۡ رَبَّهٗ خَمۡرًا ۚ وَاَمَّا الۡاٰخَرُ فَیُصۡلَبُ فَتَاۡكُلُ الطَّیۡرُ
مِنۡ رَّاۡسِهٖ ؕ قُضِیَ الۡاَمۡرُ الَّذِیۡ فِیۡهِ تَسۡتَفۡتِیٰنِ ﴿৪১﴾ وَقَالَ لِلَّذِیۡ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنۡهُمَا اذۡكُرۡنِیۡ
عِنۡدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنۡسٰهُ الشَّیۡطٰنُ ذِكۡرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِی السِّجۡنِ بِضۡعَ سِنِیۡنَ ﴿৪২﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪১-৪২)

অর্থ ঃ ৪১. হে কারাগারের সঙ্গীরা ! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখী আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ৪২. যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে তাকে ইউসুফ বলে দিল আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪১-৪২)

২৪০. বাদশা স্বপ্নে দেখলেন, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪৩-৪৫)

অর্থ ঃ ৪৩. বাদশাহ বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। ৪৪. তারা বলল ঃ এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এমন স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। ৪৫. দু'জন কয়েদীদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং তার দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪৩-৪৫)

২৪১. ইউসুফ আ. বাদশার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করলেন

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪৬-৪৯)

অর্থ ঃ ৪৬. সে তথায় পৌঁছে বলল ঃ হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটা তাজা গাভী তাকে সাতটি দুর্বল শীর্ণ গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক, আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথ নির্দেশ প্রদান করুন ঃ যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি। ৪৭. বলল ঃ তোমরা সাত বছর ক্রমাগত উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। ৪৮. এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। ৪৯. এরপরেই আসবে একবছর - এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিঙড়াবে। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪৬-৪৯)

২৪২. ইউসুফ আ. ধনভাণ্ডারের বিশ্বস্ত রক্ষক নিযুক্ত হলেন

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا
مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৪-৫৫)

অর্থ ঃ ৫৪. বাদশাহ বলল ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল ঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। ৫৫. ইউসুফ বলল ঃ আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৪-৫৫)

২৪৩. ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, ইউসুফ তাদের চিনল এবং ভ্রাতারা তাকে চিনল না

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم
بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ
الْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৮-৬০)

অর্থ ঃ ৫৮. ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল এবং তারা তাকে চিনল না। ৫৯. এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল, তখন সে বলল ঃ তোমাদের সৎ ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরা মাপ দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদার করি ? ৬০. অতঃপর যদি তাকে আমার কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৮-৬০)

২৪৪. ইউসুফ ভৃত্যদের বললেন, তাদের পণ্যের দাম তাদের রসদের মধ্যে রেখে দাও

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

অর্থ ঃ ৬২. এবং সে ভৃত্যদেরকে বলল ঃ তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ পত্রের মধ্যে রেখে দাও- সম্ভবতঃ তারা গৃহে পৌছে তা বুঝতে পারবে এবং তারা পুনর্বার আসবে। ৬৩. তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল ঃ হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত করব। ৬৪. বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৬২-৬৪)

২৪৫. ইয়াকুব আ. বললেন, সবাই পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৬৬-৬৭)

অর্থ ঃ ৬৬. বললেন তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর সামনে অঙ্গীকার না দাও যে তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন সবাই তাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহই মধ্যস্থ রইলেন। ৬৭. ইয়াকুব বললেনঃ হে আমার বৎসগণ। সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহর কোন বিধান থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারিনা। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তারই উপর আমি ভরসা করি এবং তারই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের । (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৬৬-৬৭)

২৪৬. ইউসুফ আ. সহোদরদের মালপত্রের মধ্যে রাজার পানপাত্র রেখে দিল

وَ لَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ
اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالُوْا وَ اَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّا ذَا تَفْقِدُوْنَ
﴿٧١﴾ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ اَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْا
تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾ قَالُوْا فَمَا
جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ
نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ
اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ
اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৬৯-৭৬)

অর্থ ঃ ৬৯. ওরা ইউসুফের নিকট গেল। ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রেখে বলল, 'আমিই তোমার ভ্রাতা, সুতরাং ওরা যা করত তার জন্য দুঃখ কর না।' ৭০. সে যখন ওদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে রাজার পানপাত্র রেখেদিল। তখন এক আহ্বায়ক চীৎকার করে বলল, 'হে যাত্রীদল! তোমরাই চোর।' ৭১. ওরা তাদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা কি হারিয়েছ?' ৭২. তারা বলল, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, যে তা এনে দেবে সে এত উষ্ট্র বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর জামিন।' ৭৩. ওরা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তো জান আমরা এ দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।' ৭৪. তারা বলল, 'তোমরা মিথ্যুক হলে তার শাস্তি কি?' ৭৫. ওরা বলল, 'যার মালপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি পাওয়া যাবে তার শাস্তি হবে দাসত্ব।' এভাবে আমরা জালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।' ৭৬. পরে ইউসুফ তার ভাইদের মাল-পত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হতে পানপাত্রটি বের করল। এভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ না চাইলে রাজার আইনে তার ভাইকে সে দাস করতে পারত না। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি! প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন।

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৬৯-৭৬)

২৪৭. যার কাছে মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখা অপরাধ

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا
اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ
عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى
يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ
فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ
حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾ وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا
لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ
يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭৯-৮৩)

অর্থ ঃ ৭৯. সে বলল, 'যার কাছে মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আল্লাহ্‌র স্মরণ নিচ্ছি। এরূপ করলে জালিম হব।' ৮০. যখন ওরা তার থেকে নিরাশ হয়ে নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করল। তাদের বয়োজৈষ্ঠ বলল, তোমরা কি জান না যে পিতা তোমাদের কাছ হতে আল্লাহ্‌র শপথ করিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ক্রটি করেছিলে, কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করবনা যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ্ কোন ব্যবস্থা না করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। ৮১. 'তোমরা পিতার কাছে ফিরে গিয়ে বল, 'হে পিতা, তোমার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবৃতি দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না।' ৮২. 'যেখানে আমরা ছিলাম ওর অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে এসেছি তাদেরও। আমরা অবশ্যই সত্য বলেছি।' ৮৩. ইয়াকুব বলল, 'না, তোমরা মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ, তাই পূর্ণ ধৈর্য-ধারণ করাই শ্রেয়, হয়তো আল্লাহ্ ওদের এক সঙ্গে আমার নিকট এনে দেবেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭৯-৮৩)

২৪৮. হে পুত্ররা তোমরা যাও ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ
فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿৮৮﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ
مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿৮৯﴾ قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا
يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِىْ ۫ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿৯০﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ﴿৯১﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮৮-৯১)

অর্থ ঃ ৮৮. হে পুত্ররা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোজ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, কারণ কাফেররা ব্যতীত আল্লাহ্‌র রহমত হতে কেউ নিরাশ হয় না।' ৮৮. যখন ওরা তার কাছে পৌঁছে বলল, 'হে আজিজ! আমরা ও আমাদের পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের রসদপূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদের দান করুন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন।' ৮৯. সে বলল, 'তোমরা কি জান ইউসুফ ও তার ভাইয়ের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে যখন তোমরা ছিলে মুর্খ?' ৯০. ওরা বলল, তবে তুমি কি ইউসুফ? সে বলল, হাঁ 'আমিই ইউসুফ এবং এ আমার ভাই, আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে সাবধানী এবং ধৈর্যশীল সেই সৎ অবশ্যই। ৯১. ওরা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই দোষী ছিলাম। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮৮-৯১)

২৪৯. ইউসুফ বলল, আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারায় রেখো

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۡ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾
اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ
اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ
اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ
الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ
اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ﴿٩٧﴾
قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৯২-৯৮)

অর্থ ঃ ৯২. সে বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনি মহান দয়ালু।' ৯৩. আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারায় রেখ। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। এবং পরিবারের সকলকেই আমার কাছে নিয়ে এস।' ৯৪. যখন কাফেলা রওয়ানা হল তখন ওদের পিতা বলল, 'তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না ভাবলে বলব আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' ৯৫. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।' ৯৬. পরে যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হল এবং চেহারার উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে, আমি আল্লাহ্ হতে যা জানি তোমরা তা জান না?' ৯৭. ওরা বলল, 'হে পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চান, আমরা অবশ্যই দোষী।' ৯৮. ইয়াকুব বলল, 'আমি প্রভূর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

(১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৯২-৯৮)

২৫০. ওরা সকলে ইউসুফের প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়ল

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝٩٩ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۭ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝١٠٠ (১২ সূরা ইউসু ঃ আয়াত ৯৯-১০০)

অর্থ ঃ ৯৯. অতঃপর যখন ওরা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন সে তার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করল ও বলল, আপনারা 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।' ১০০. এবং সে মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং ওরা সকলে তার প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়ল, সে বলল, 'হে আমার পিতা! এটিই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার রব তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারামুক্ত করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদের মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার রব যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১২ সূরা ইউসু ঃ আয়াত ৯৯-১০০)

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম

২৫১. নূহ আ. বলেন, আমি যতবারই তাদের দাওয়াত দিয়েছি ততবারই তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ اِلَّا فِرَارًا ۝٦ وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝٧ ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٨ ثُمَّ اِنِّيْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۝٩ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠

অর্থ ঃ ৬. কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। ৭. আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। ৮. অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, ৯. অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। ১০. অতঃপর বলেছি ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (৭১ সূরা নূহ ঃ আয়াত ৬-১০)

২৫২. নূহ আ. বলেন, হে আমার পালনকর্তা আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

(৭১ সূরা আন নূহ ঃ আয়াত ২৬-২৭)

অর্থ ঃ ২৬. নূহ্ আরও বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। ২৭. যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের। (৭১ সূরা আন নূহ ঃ আয়াত ২৬-২৭)

২৫৩. নূহ আ. তার পুত্রকে ডাক দিলেন

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾

(১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৪২-৪৩)

অর্থ ঃ ৪২. আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে আর নূহ আ. তার পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় পুত্র। আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। ৪৩. সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ আ. বললেন, আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়ায় ফলে সে নিমজ্জিত হল। (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৪২-৪৩)

২৫৪. হে নূহ! নিশ্চয়ই আপনার পুত্র আপনার পরিবারভুক্ত নয়

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ
الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﹶ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا
لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ
اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾

(১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৪৫-৪৭)

অর্থ ঃ ৪৫. আর নূহ আ. তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন- হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। ৪৬. আল্লাহ বলেন– হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয় সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। ৪৭. নূহ আ. বলেন- হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৪৫-৪৭)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

২৫৫. আল্লাহ বলেন 'হে ঈসা তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাসনা কর'

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ
فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾

(৫ সূরা আল মায়েদাহ ঃ আয়াত ১১৬)

অর্থ ঃ ১১৬. যখন আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ঈসা ইবনু মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। (৫ সূরা আল মায়েদাহ ঃ আয়াত ১১৬)

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম

২৫৬. সুলায়মান বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারে না

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

অর্থ ঃ ৩৫. সুলায়মান বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। ৩৬. তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত। (৩৮ সূরা ছোয়াদ ঃ আয়াত ৩৫-৩৬)

২৫৭. সুলায়মান বললেন, কি হল হুদ হুদ পাখীকে দেখছিনা কেন? নাকি সে অনুপস্থিত?

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

অর্থ ঃ ২০. সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, 'কি হল, হুদহুদ পাখীকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? ২১. আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। ২২. কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ পাখী এসে বলল, 'আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। ২৩. আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৭ সূরা নামল ঃ আয়াত ২০-২৩)

২৫৮. বিলকিস বলল আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

অর্থ ঃ ২৯. বিলকিস বলল, 'হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। ৩০. সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই ঃ অসীমদাতা, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু, ৩১. আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও। (২৭ সূরা নামল ঃ আয়াত ২৯-৩১)

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম

২৫৯. আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّالنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾

অর্থ ঃ ১৬৩. আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নুহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসুলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। (৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ১৬৩)

২৬০. আমি পর্বত ও পক্ষী সমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿٧٩﴾

(৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ১৬৩)

অর্থ ঃ ৮৭. এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। ৭৯. অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমুহকে দাউদকে অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (২১ সূরা আল আম্বিয়া ঃ আয়াত ৭৮-৭৯)

২৬১. আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম

وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَیْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی كَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ

الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۵﴾ وَ وَرِثَ سُلَیْمٰنُ دَاوٗدَ وَ قَالَ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ

اُوْتِیْنَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۶﴾

অর্থ ঃ ১৫. আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ১৬. সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। (২৭ সূরা আন নমল ঃ আয়াত ১৫-১৬)

২৬২. হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি

فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰی وَ حُسْنَ مَاٰبٍ ﴿۲۵﴾ یٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِیْفَةً

فِی الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ

اِنَّ الَّذِیْنَ یَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌۢ بِمَا نَسُوْا یَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۶﴾

(৩৮ সূরা ছোয়াদ ঃ আয়াত ২৫-২৬

অর্থ ঃ ২৫. আমি তাঁর সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তাঁর জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল। ২৬. হে দাউদ ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না । তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়। (৩৮ সূরা ছোয়াদ ঃ আয়াত ২৫-২৬)

হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম

২৬৩. শোয়েব আ. বললেন, হে আমার জাতি আমার সাথে জিদ করো না

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِيْدُ
اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِىْۤ
اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿۸۸﴾ وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْۤ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ
مِّثْلُ مَاۤ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿۸۹﴾

অর্থ ঃ ৮৮. শোয়ায়েব (আঃ) বললেন- হে দেশবাসী তোমরা কি মনে কর ! আমি যদি আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কায়েম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তার হুকুম অমান্য করতে পারি ?) আর আমি চাই না যে তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তার উপরই নির্ভর করি এবং তারই দিকে ফিরে যাই। ৮৯. আর হে আমার জাতি! আমার সাথে জিদ করে তোমরা নূহ বা হুদ অথবা সালেহ (আঃ) এর কওমের মত নিজেদের উপর আযাব ডেকে আনবে না। আর লূতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৮৮-৮৯)

২৬৪. সঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও, পৃথিবীতে ফ্যাসাদ করে বেড়াবে না

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ
وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْۤا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿۹۳﴾ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا
وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ
دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿۹۴﴾ (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৯৩-৯৪)

অর্থ ঃ ৯৩. আর হে আমার জাতি, তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে আর কে মিথ্যাবাদী ? আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। ৯৪. আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করি আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৯৩-৯৪)

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম

২৬৫. যাকারিয়া বললেন, হে আমার পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র হবে আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝٩

অর্থ ঃ ৭. হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। ৮. সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। ৯. তিনি বললেন ঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন ঃ এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১৯ সূরা মারইয়াম ঃ আয়াত ৭-৯)

২৬৬. যাকারিয়া বললেন, হে আমার পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে আমার স্ত্রী ও যে বন্ধ্যা

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝٤٠

অর্থ ঃ ৪০. তিনি বললেন, ‘হে পালনকর্তা’! কেমন করে আমার পুত্র-সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা। বললেন আল্লাহ এমনিভাবেই হবে যা তিনি ইচ্ছা করে থাকেন। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৪০)

হযরত লূত আলাইহিস সালাম

২৬৭. লূত আ. এর স্ত্রীও আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পেল না

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾

অর্থ ঃ ৮১. তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। ৮২. তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। ৮৩. অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী ছাড়া। সে তাদের মধ্যে রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। (৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ৮১-৮৩)

হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম

২৬৮. মারইয়াম বলল 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে, আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করে নাই'

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

(৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৪৫-৪৭)

অর্থ ঃ ৪৫. যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ- মারইয়াম-তনয় ঈসা; দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। ৪৬. যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ৪৭. তিনি বললেন, 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি।' আল্লাহ বললেন, এভাবেই।' আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৪৫-৪৭)

২৬৯. মারইয়ামের শিশুপুত্র বলল "আমি তো আল্লাহর দাস"

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿۲۷﴾ يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿۲۸﴾ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿۲۹﴾ قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿۳۰﴾

(১৯ সূরা মারইয়াম ঃ আয়াত ২৭-৩০)

অর্থ ঃ ২৭. অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল ঃ হে মারইয়াম! তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। ২৮. হে হারূন-ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। ২৯. অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল ঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? ৩০. সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (১৯ সূরা মারইয়াম ঃ আয়াত ২৭-৩০)

২৭০. মারইয়াম বলল, কি রূপে আমার পুত্র হবে, যখন আমাকে কেউ স্পর্শ করেনি

قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَاْ رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿۱۹﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿۲۰﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿۲۱﴾

(১৯ সূরা মারইয়াম ঃ আয়াত ১৯-২১)

অর্থ ঃ ১৯. সে বলল ঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। ২০. মারইয়াম বলল ঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? ২১. সে বললঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (১৯ সূরা মারইয়াম ঃ আয়াত ১৯-২১)

হযরত হুদ আলাইহিস সালাম

২৭১. তোমরা অপেক্ষায় থাকো, আমিও অপেক্ষায় রইলাম

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّیْ بَرِیْٓءٌ
مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۵۴﴾ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِیْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿۵۵﴾ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ
رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۶﴾

(১১ সূরা ঃ হূদ, আয়াত ঃ ৫৪-৫৬)

অর্থ ঃ ৫৪. বরং আমরা তো বলি যে আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হূদ বললেন আমি আল্লাহকে সা্ক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছ; ৫৫. তাকে ছাড়া তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। ৫৬. আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তা সরল পথে সন্দেহ নেই। (১১ সূরা ঃ হূদ, আয়াত ঃ ৫৪-৫৬)

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম

২৭২. সামুদ জাতি আল্লাহর উটের পা কেটে দিল

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِیْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ
فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿۶۴﴾ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِیْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ
غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿۶۵﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ
خِزْیِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِيْزُ ﴿۶۶﴾

(১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৬৪-৬৬)

অর্থ ঃ ৬৪. আর হে আমার জাতি ! আল্লাহর এ উটটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। ৬৫. তবু তারা উহার পা কেটে দিল। তখন সালেহ বললেন– তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। ৬৬. অতঃপর আমার আযাব যখন আরম্ভ হল, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতের উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তাই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৬৪-৬৬)

পঞ্চম অধ্যায় ঃ হালাল

ব্যবসা

২৭৩. আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ
الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ
عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى
الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

অর্থ ঃ ২৭৫. যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থায় কারণ এই যে তারা বলেছে ঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয় তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। ২৭৬. আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৭৫-২৭৬)

২৭৪. হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَ
لْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ
الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ
اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَ
لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ۬ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ
مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَ
لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

অর্থ ঃ ২৮২. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋণ গ্রহিতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু’জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দু’জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু’জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট

সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন। ২৮৩. আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। (সূরা ২ আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৮২-২৮৩)

সালাম

২৭৫. যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٦١

অর্থ ঃ ৬১. অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যে দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও। (২৪ সূরা আন্ নূর ঃ আয়াত ৬১)

২৭৬. জান্নাতের রক্ষীরা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম তোমরা সুখে থাক

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾

অর্থ ঃ ৭৩. যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। ৭৪. তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার। (৩৯ সূরা আয যুমার ঃ আয়াত ৭৩-৭৪)

২৭৭. হে মু‘মিনগণ! তোমরা নিজ গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না যে পর্যন্ত গৃহবাসীকে সালাম না কর

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾

অর্থ ঃ ২৭. হে মু’মিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ ২৮. যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। (২৪ সূরা আন নূর ঃ আয়াত ২৭-২৮)

বিবাহ

২৭৮. তোমাদের জন্য নারীকে হালাল করা হয়েছে

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٢٤

অর্থ ঃ ২৪. এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যভিচারের জন্যে নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ২৪)

২৭৯. যারা বিবাহে সামর্থ নয় তারা যেন সংযম অবলম্বন করে

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖۗ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣٣

অর্থ ঃ ৩৩. যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থ- কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসার তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেহ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৪ সূরা আন নুর ঃ আয়াত ৩৩)

২৮০. দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضٰعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبٰٓئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلٰبِكُمْ ۙ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

অর্থ ঃ ২৩. তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফূফূ, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা; ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা- যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহ তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু। (৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ২৩)

দ্বীনি আলোচনা

২৮১. নসীহত দ্বীনি আলোচনা ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে

وَّذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

অর্থ ঃ (৫৫) হে নবী আর বুঝাতে (দ্বীনি আলোচনা করতে) থাকুন, কেননা বুঝানো (দ্বীনি আলোচনা) ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে। (৫৬) আমি মানুষ ও জিন জাতিকে আমার এবাদত করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি। (৫১ সূরা আয-যারিয়াত ঃ আয়াত ৫৫-৫৬)

ধন-সম্পদ

২৮২. মানুষ ধন-সম্পদের ভালবাসায় উন্মত্ত

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿۶﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿۷﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ؕ﴿۸﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ﴿۹﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ﴿۱۰﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

অর্থ ঃ ৬. নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ ৭. এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত ৮. এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। ৯. সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে ১০. এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? ১১. সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত। (১০০ সূরা আল-আ-দিয়া-ত ঃ আয়াত ৬-১১)

২৮৩. মানুষ ধনসম্পদকে প্রাণভরে ভালবাসে

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۙ﴿۱۹﴾ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ﴿۲۰﴾ كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ﴿۲۱﴾ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ﴿۲۲﴾ وَجِاۡىٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ؕ﴿۲۳﴾

অর্থ ঃ ১৯. এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল ২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস। ২১. এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে ২২. এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, ২৩. এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? (৮৯ সূরা আল ফজর ঃ আয়াত ১৯-২৩)

সত্য

২৮৪. আল্লাহকে ভয় কর আর সত্যবাদীদের সাথে থাক

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

অর্থ ঃ ১১৯. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। ১২০ মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যাকিছু প্রাপ্ত হয়–তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। (৯ সূরা ঃ আত-তাওবাহ, আয়াত ঃ ১১৯-১২০)

২৮৫. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

অর্থ ঃ ৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বে সত্যকে তোমরা গোপন করো না। ৪৩. আর নামাজ কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং রুকূ কর রুকূকারীদের সাথে। ৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ৪২-৪৪)

২৮৬. হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾ اِنَّا
عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ
اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

অর্থ ঃ ৭০. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। ৭১. তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। ৭২. আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ। (৩৩ সূরা আল আহযাব ঃ আয়াত ৭০-৭২)

২৮৭. বলুন সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۗ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ
مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

অর্থ ঃ ৮১. বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। ৮২. আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

(১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৮১-৮২)

সেজদা

২৮৮. আল্লাহকে সেজদা করে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ
النُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ
الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۱۸﴾

অর্থ ঃ ১৮. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্কে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১৮)

২৮৯. তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, আল্লাহকে সেজদা কর

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۶﴾ وَمِنْ
اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا
لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۳۷﴾

অর্থ ঃ ৩৬. যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৩৭. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর। (৪১ সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ আয়াত ৩৬-৩৭)

২৯০. আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۴۹﴾ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۵۰﴾

(১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াত ৪৯-৫০)

অর্থ ঃ ৪৯. আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না। ৫০. তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে। (১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াত ৪৯-৫০)

সৎকাজ

২৯১. হে মু'মিনগণ! রুকু কর, সেজদা কর, সৎ কাজ সম্পাদন কর

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۷۵﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۷۶﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ
اسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۷۷﴾

অর্থ ঃ ৭৫. আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ৭৬. তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। ৭৭. হে মু'মিনগণ, তোমরা রুকূ কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭৫-৭৭)

২৯২. যে সৎকর্ম করবে সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا
السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۴﴾

(২৮ সূরা আল কাসাস ঃ আয়াত ৮৪)

অর্থ ঃ ৮৪. যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা সে যে পরিমাণ মন্দ কর্ম করেছে সে সে পরিমাণেই প্রতিফল পাবে। (২৮ সূরা আল কাসাস ঃ আয়াত ৮৪)

২৯৩. হে বৎস! সৎকাজে আদেশ কর, মন্দ কাজে নিষেধ কর

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ
ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۷﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿۱۸﴾

অর্থ ঃ ১৭. হে বৎস, নামাজ কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। ১৮. অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১৭-১৮)

২৯৪. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ۗ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾

অর্থ ঃ ৮৯. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। ৯০. এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। (২৭ সূরা আল নমল ঃ আয়াত ৮৯–৯০)

২৯৫. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারাই বেহেশতবাসী

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۗ هَلْ
يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾ (১১ সূরা ঃ হুদ, আয়াত ঃ ২৩-২৪)

অর্থ ঃ ২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনয় প্রকাশ করেছে তারাই বেহেশতবাসী সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। ২৪. উভয়পক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও শুনতে পায় উভয়ের অবস্থা কি এক সমান ? তবুও তোমরা কি ভেবে দেখ না ? (১১ সূরা ঃ হুদ, আয়াত ঃ ২৩-২৪)

২৯৬. যে একটি সৎ কর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ
لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ
حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾ قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾ (৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ১৬০-১৬২)

অর্থ ঃ ১৬০. যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ১৬১. আপনি বলে দিন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন-একাগ্রচিত্ত ইব্রাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৬২. আপনি বলুন ঃ আমার নামাজ আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ১৬০-১৬২)

তাওবা

২৯৭. সেদিন কাউকে তাওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾
هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

(৭৭ সূরা আল মুরসালাত ঃ আয়াত ৩৫-৩৮)

অর্থ ঃ ৩৫. এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না। ৩৬. এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না। ৩৭. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। ৩৮. এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি। (৭৭ সূরা আল মুরসালাত ঃ আয়াত ৩৫-৩৮)

২৯৮. মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর-আন্তরিক তওবা

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا
عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾

অর্থ ঃ ৮. অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে ধৃত করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলাম। ৯. অতঃপর তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (৬৫ সূরা তালাক ঃ আয়াত ৮-৯)

২৯৯. আল্লাহ তার বান্দাদের তওবা কবুল করেন

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾
وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾

অর্থ ঃ ২৫. তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। ২৬. তিনি মু'মিন ও সৎকর্মীদের দোয়া শোনেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৪২ সূরা শুয়ারা ঃ আয়াত ২৫-২৬)

৩০০. বলুন আমার পরওয়ারদেগার পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا ﴿٧٥﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ لَوْ لَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

(২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৭৫-৭৭)

অর্থ ঃ ৭৫. তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। ৭৬. তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই উত্তম! ৭৭. বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৭৫-৭৭)

৩০১. হে ঈমানদারগণ তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ
الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّ لٰكِنَّ
اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

(২৪ সূরা আন নূর ঃ আয়াত ২০-২১)

অর্থ ঃ ২০. যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ্ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। **২১.** হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন। (২৪ সূরা আন নূর ঃ আয়াত ২০-২১)

৩০২. যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে অতঃপর তওবা করে আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

(১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ১১৯)

অর্থ ঃ ১১৯. অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্যে অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ১১৯)

৩০৩. আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা তওবার তওফীক দান করেন

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

অর্থ ঃ ২৭. এরপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৮. হে ঈমানদারগণ মুশরিকরা তো অপবিত্র । সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৯ সূরা ঃ আত-তাওবাহ, আয়াত ঃ ২৭-২৮)

পরামর্শ

৩০৪. পরামর্শ করে সকল কাজ করতে হবে

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

অর্থ ঃ ৩৬. অতএব তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী, তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। ৩৭. যারা কবীরা গুণাহ ও অশ্লীল কার্য হতে বাঁচিয়া থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। ৩৮. যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামাজ কায়েম করে, নিজেরা পরামর্শ করে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তাহা হতে ব্যয় করে। (৪২ সূরা শূরা ঃ আয়াত ৩৬-৩৮)

প্রতিশোধ

৩০৫. ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে, যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

অর্থ ঃ **১২৬.** আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্যত হও, তবে ঐ পরিমাণই প্রতিশোধ গ্রহণ কর, যে পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হয়েছ। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে, ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। **১২৭.** আর আপনি ধৈর্য ধরুন এবং আপনার ধৈর্যধারণ হবে কেবল আল্লাহ তাআলার সাহায্যে আর তাদের বিরোধিতার উপর দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে সমস্ত চক্রান্ত করতেছে তার দরুন সংকীর্ণমনা হবেন না। **১২৮.** নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে এবং যারা নেককার হয়। (১৬ সূরা আন-নাহল ঃ আয়াত **১২৬-১২৮**)

হেদায়েত

৩০৬. দ্বীনের জন্য মেহনত করলে, আল্লাহ তা'আলা হেদায়েতের যাবতীয় রাস্তা খুলে দিবেন

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

অর্থ ঃ (৬৯) যারা আমার দ্বীনের জন্যে মেহনত করে, আমি তাদের জন্য আমার হেদায়েতের যাবতীয় রাস্তা খুলে দেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন। (২৯ সূরা আল-আনকাবূত ঃ আয়াত ৬৯)

৩০৭. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপদগামী করেন যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ؕ
وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٩٣ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ
ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٩٤ وَ
لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٩٥

(১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ৯৩-৯৫)

অর্থ ঃ ৯৩. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথহামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। ৯৪. তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহদ্বন্দ্বের বাহানা করো না। তাহলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধাদান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। ৯৫. তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম তোমাদের জন্যে, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ৯৩-৯৫)

৩০৮. যে সৎ কর্ম সম্পাদন করে এবং যে ঈমানদার তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করবো

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩٧ فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝٩٨

অর্থ ঃ ৯৭. যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। ৯৮. অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। (১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ৯৭-৯৮)

৩০৯. যাকে আল্লাহ পথ দেখাবেন, সেই পথ প্রাপ্ত হবে

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾ وَلَقَدْ ذَرَاْنَا
لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۚ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

(৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ১৭৮-১৭৯)

অর্থ ঃ ১৭৮. যাকে আল্লাহ পথ দেখাবেন, সে-ই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে পথভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। **১৭৯.** আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।

(৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ১৭৮-১৭৯)

৩১০. সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা, কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا
تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ
كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾

(৪১ সূরা হা-মীম সেজদাহ ঃ আয়াত ৩৩-৩৫)

অর্থ ঃ (৩৩) সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা কার হতে পারে, যে লোকদিগকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের মধ্যে হতে একজন। (৩৪) আর সৎকাজ ও অসৎ কাজ সমান হয় না, অতএব আপনি এবং আপনার অনুসারীগণ. সদ্ব্যবহার দ্বারা অসদ্ব্যবহারের প্রত্যুত্তর দিন। অতঃপর সদ্ব্যবহারের পরিণতি এ হবে যে, আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল, সে অকস্মাৎ এমন হয়ে যাবে, যেমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে থাকে। (৩৫) এই চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (৪১ সূরা হা-মীম সেজদাহ ঃ আয়াত ৩৩-৩৫)

৩১১. আমাদের সরল পথ দেখাও

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

অর্থ ঃ ৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৬. সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (১ সূরা ফাতিহা ঃ আয়াত ৫-৭)

৩১২. তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۴﴾

(৯ সূরা ঃ আত-তাওবাহ, আয়াত ঃ ২৩-২৪)

অর্থ ঃ ২৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী। ২৪. বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তার রাস্তায় জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (৯ সূরা ঃ আত-তাওবাহ, আয়াত ঃ ২৩-২৪)

ওয়াদা

৩১৩. জান্নাতীরা দোযখীদের ডেকে বলবে, আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য পেয়েছি

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٤ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۝٤٥ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ۝٤٦

(৭ সূরা ঃ আল-আরাফ, আয়াত ঃ ৪৪-৪৬)

অর্থ ঃ ৪৪. জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত জালেমদের উপর, ৪৫. যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল। ৪৬. উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আরাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখন জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। (৭ সূরা ঃ আল-আরাফ, আয়াত ঃ ৪৪-৪৬)

৩১৪. যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান আছে

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ۚ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝١٠ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١١

অর্থ ঃ ১০. আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে যে আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে পড়ে। ১১. তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ১০-১১)

ভালবাসা

৩১৫. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালবাসা দেবেন

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾

(১৯ সূরা ঃ মারইয়াম, আয়াত ৯৫-৯৭)

অর্থ ঃ ৯৫. কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। ৯৬. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালবাসা দেবেন। ৯৭. আমি কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহেযগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (১৯ সূরা ঃ মারইয়াম, আয়াত ৯৫-৯৭)

এবাদত

৩১৬. আল্লাহ এবাদত করার জন্যে মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছেন

وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

অর্থ ঃ ৫৫. এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে। ৫৬. আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।

(৫১ সূরা আয যারিয়াত ঃ আয়াত ৫৫-৫৬)

৩১৭. ইখলাসের সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করতে হবে

وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

(৯৮ সূরা আল-বাইয়্যেনাহ ঃ আয়াত ৫)

অর্থ ঃ ৫. তাদেরকে তা ছাড়া আর কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা ইখলাসের সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৯৮ সূরা আল-বাইয়্যেনাহ ঃ আয়াত ৫)

৩১৮. আমি এবাদত করি না তোমরা যার এবাদত কর

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۲﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿۳﴾ وَلَآ اَنَا
عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿۴﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿۵﴾

অর্থ ঃ ১. বলুন, হে কাফেরকূল, ২. আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত কর। ৩. এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি ৪. এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। ৫. তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। (১০৯ সূরা কাফিরূণ ঃ আয়াত ১-৫)

দরূদ শরীফ

৩১৯. সকালে ও সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সা. এর শানে দরূদ শরীফ পড়তে হবে

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

অর্থ ঃ ৫৬. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মু‘মিনগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ পাঠাতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক। (৩৩ সূরা আল আহযাব ঃ আয়াত ৫৬)

পর্দা

৩২০. মু’মিনরা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾

(২৪ সূরা আন নুর ঃ আয়াত ৩০)

অর্থ ঃ ৩০. মু’মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (২৪ সূরা আন নুর ঃ আয়াত ৩০)

৩২১. ঈমানদার নারীরা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থ ঃ ৩১. ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুপুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

(২৪ সূরা আন নুর ঃ আয়াত ৩১)

৩২২. অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যদি দোপাট্টা খুলে রাখে তাহলে তাতে কোন দোষ নেই

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ ۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

অর্থ ঃ ৬০. বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে তাদের দোপাট্টা খুলে রাখে। তাদের জন্যে দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২৪ সূরা আন নুর ঃ আয়াত ৬০)

ধৈর্য

৩২৩. কেবল আল্লাহর সাহায্যে ধৈর্যধারণ করতে হবে

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

অর্থ ঃ **১২৭.** আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার ধৈর্যধারণ হবে কেবল আল্লাহর তা'আলার সাহায্যে, আর তাদের বিরোধিতার. উপর দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে সমস্ত চক্রান্ত করছে তার দরুন সংকীর্ণমনা হবেন না। (১৬ সূরা আল নাহল ঃ আয়াত **১২৭**)

আহার

৩২৪. তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর তাতে কোন দোষ নেই

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

অর্থ ঃ ৬১. অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমুহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও। (২৪ সূরা আন নুর ঃ আয়াত ৬১)

বিনিময়

৩২৫. প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٤٥

অর্থ ঃ ৪৫. আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময় প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমসমূহের বিনিময় সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম। (৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ৪৫)

ইনশাআল্লাহ

৩২৬. আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, "সেটি আমি আগামীকাল করবো ইনশাআল্লাহ বলা ছাড়া"

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝٢٣ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۝٢٤

অর্থ ঃ ২৩. আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামীকাল করব ২৪. 'ইনশাআল্লাহ' বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন ঃ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (১৮ সূরা কাহ্ফ, আয়াত ঃ ২৩–২৪)

সম্পত্তি বন্টন

৩২৭. একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۭ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ
اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ
اَوْ دَيْنٍ ۭ اٰبَاۗؤُكُمْ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ
ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝١١

অর্থ ঃ ১১. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন ঃ একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয় তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা -মাতাই ওয়ারিস হয় তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত **১১**)

কাজের ভার

৩২৮. আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৮৬)

অর্থ ঃ ২৮৬. আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৮৬)

৩২৯. কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

অর্থ ঃ ১৫. যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ১৫)

৩৩০. আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿۱۱﴾

(১৩ সূরা আর রাদ ঃ আয়াত ১১)

অর্থ ঃ ১১. তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহ্র নির্দেশে তারা ওদের হেফাযত করে। আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১৩ সূরা আর রাদ ঃ আয়াত ১১)

জেহাদ

৩৩১. যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তারা জীবিত

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

অর্থ ঃ ১৫৪. আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৫৪)

৩৩২. হে নবী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۳﴾

অর্থ ঃ ৭৩. হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকরদের সাথে; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৯ সূরা আত তাওবাহ ঃ আয়াত৭৩)

৩৩৩. যারা ঈমানদার তারা জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ
اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۞٧٥ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا
اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۞٧٦

(৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত৭৫-৭৬)

অর্থ ঃ ৭৫. আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। ৭৬. যারা ঈমানদার তারা যে জেহাদ করে আল্লাহর রাস্তায়। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে- দেখবে শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত৭৫-৭৬)

৩৩৪. যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۚ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ
۞١٦٩ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ
خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞١٧٠

অর্থ ঃ ১৬৯. আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। ১৭০. আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে কারণ তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৬৯-১৭০)

দাঁড়িপাল্লা

৩৩৫. সোজা দাড়ি পাল্লায় ওজন কর

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۝١٨١ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۝١٨٢
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝١٨٣

অর্থ ঃ ১৮১. মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। **১৮২.** সোজা দাঁড়ি পাল্লায় ওজন কর। **১৮৩.** মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। (২৬ সূরা আশ শোআরা ঃ আয়াত **১৮১-১৮৩**)

৩৩৬. সফলতা অর্জনকারীদের জন্যে সুসংবাদ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝٨ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى
اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝٩

(৮৪ সূরা ইনশিক্বাক ঃ আয়াত ৭-৯)

অর্থ ঃ ৭. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, ৮. তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে ৯. এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। (৮৪ সূরা ইনশিক্বাক ঃ আয়াত ৭-৯)

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ হারাম

শিরক

৩৩৭. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্, আল্লাহ্র সাথে শরীককারীকে ক্ষমা করেন না

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

(৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ৪৮)

অর্থ ঃ ৪৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।
(৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ৪৮)

৩৩৮. নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

অর্থ ঃ ১৩. যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল ঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (৩১ লোকমান ঃ আয়াত ১৩)

৩৩৯. নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তার সাথে কাউকে শরীক করে

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ
يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

(৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ১১৫-১১৬)

অর্থ ঃ ১১৫. যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐদিকেই ফেরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। ১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ১১৫-১১৬)

৩৪০. যারা কুফরী করে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ
عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ
النَّذِيْرُ ۚ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾

(৩৫ সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৩৬-৩৭)

অর্থ ঃ ৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা আর্ত চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব (আগুনের স্বাদ) আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।

(৩৫ সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৩৬-৩৭)

হত্যা

৩৪১. তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ
ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

(৪ সুরা আন নিসা ঃ আয়াত ২৯-৩০)

অর্থ ঃ ২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিশ্চসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। ৩০. আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। (৪ সুরা আন নিসা ঃ আয়াত ২৯-৩০)

৩৪২. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

(৪ আন নিসা ঃ আয়াত ৯৩)

অর্থ ঃ ৯৩. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৪ আন নিসা ঃ আয়াত ৯৩)

মিথ্যা

৩৪৩. বলুন সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

(১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৮১-৮২)

অর্থ ঃ ৮১. বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। ৮২. আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

(১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৮১-৮২)

গীবত

৩৪৪. গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

(৪৯ সূরা আল হুজরাত ঃ আয়াত ১২)

অর্থ ঃ ১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক অনুমান হতে দূরে থাকো কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (৪৯ সূরা আল হুজরাত ঃ আয়াত ১২)

প্রতিমা

৩৪৫. প্রতিমারা কি তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿٧٢﴾ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿٧٣﴾ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا
كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٥﴾ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٦﴾

অর্থ ঃ ৭২. ইবরাহীম আ. বললেন, তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কি? ৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে? ৭৪. তারা বলল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত। ৭৫. ইব্রাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ? ৭৬. তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? (২৬ সূরা আশ শু'আরা ঃ আয়াত ৭২-৭৬)

৩৪৬. বলা হবে তারা কোথায়? তোমরা যাদের পূজা করতে

وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ
﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾ (২৬ সূরা আশ শু'আরা ঃ আয়াত ৯২-৯৪)

অর্থ ঃ ৯২. তাদেরকে বলা হবেঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে? ৯৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? ৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। (২৬ সূরা আশ শু'আরা ঃ আয়াত ৯২-৯৪)

চুরি

৩৪৭. যে পুরুষ চুরি করে ও নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ
وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾

অর্থ ঃ ৩৮. যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। ৩৯. অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। ৪০. তুমি কি জান না যে আল্লাহর জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য! তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছু উপর ক্ষমতাবান। (৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ৩৮-৪০)

সুদ

৩৪৮. যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

অর্থ ঃ ২৭৮. হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদকে যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। ২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং তোমরা অত্যাচারিত হবে না। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৭৮-২৭৯)

৩৪৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না

وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَـٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾

(৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১২৯-১৩১)

অর্থ ঃ ১২৯. আর যাকিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সেসবই আল্লাহর । তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুণাময়। **১৩০.** হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। **১৩১.** এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত **১২৯-১৩১**)

হত্যা

৩৫০. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে কোনো মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَ
اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾ (৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ৯৩)

অর্থ ঃ ৯৩. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাঁর জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ৯৩)

৩৫১. যে কেউ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ
فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ
جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى
الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

অর্থ ঃ ৩২. এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমা অতিক্রম করে। (৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ৩২)

৩৫২. স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করোনা, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

(৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত **১৫১-১৫২**)

অর্থ ঃ ১৫১. আপনি বলুন ঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যাকরো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই, নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। **১৫২.** এতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায়সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত **১৫১-১৫২**)

ব্যভিচার

৩৫৩. নিঃসন্দেহে ব্যভিচার অশ্লীল কাজ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৩২)

অর্থ ঃ ৩২. আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৩২)

৩৫৪. আর ব্যভিচারের কাছেও যেওনা

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ
حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى
الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ
حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٤﴾

(১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৩২-৩৪)

অর্থ ঃ ৩২. আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। ৩৩. সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত। ৩৪. আর, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংখা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৩২-৩৪)

৩৫৫. ব্যভিচারী নারী ও পুরুষকে একশত করে বেত্রাঘাত কর

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

(২৪ সূরা আন্ নূর ঃ আয়াত ২)

অর্থ ঃ ২. ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২৪ সূরা আন্ নূর ঃ আয়াত ২)

ঘুষ

৩৫৬. তোমরা ঘুস দিওনা

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا
فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৮)

অর্থ ঃ ১৮৮. তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিছু অংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসক কর্তৃপক্ষকে ঘুষ দিও না। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৮)

মদ ও জুয়া

৩৫৭. মদ ও জুয়া উভয়ই মহাপাপ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ؗ وَاِثْمُهُمَآ
اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ۬ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

(২ সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ২১৯)

অর্থ ঃ ২১৯. তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদোভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ, উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।
(২ সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ২১৯)

৩৫৮. শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের কলবের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٩٠ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝٩١

অর্থ ঃ ৯০. হে মু'মিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। ৯১. শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে ? (৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ৯০-৯১)

অপচয়

৩৫৯. নিশ্চয় অপব্যয় কারীরা শয়তানের ভাই

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۝٢٥ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝٢٦ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝٢٧

(১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ২৫-২৭)

অর্থ ঃ ২৫. তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। ২৬. আত্মীয়–স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। ২৭. নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ২৫-২৭)

৩৬০. খাও, পান কর এবং অপব্যয় করো না

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

অর্থ ঃ ৩১. হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও-খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। ৩২. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্‌র সাজ সজ্জাকে যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্রবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন ঃ এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা বুঝে।

(৭ সূরা ঃ আল-আরাফ, আয়াত ঃ ৩১-৩২)

৩৬১. যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় না- তা ভক্ষণ করা যাবে না

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ۚ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾

অর্থ ঃ ১২১. যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে- যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে। (৬ সূরা আল আন্‌আম ঃ আয়াত ১২১)

৩৬২. আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা জবাই কালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

অর্থ ঃ ১১৪. অতএব, আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই এবাদতকারী হয়ে থাক। **১১৫.** অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা জবাইকালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালজ্ঞনকারী না হলে নিরূপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ১১৪-১১৫)

৩৬৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা তোমাদের কন্যা তোমাদের বোন

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۳﴾

অর্থ ঃ ২৩. তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভাগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা- যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুবোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। তবে যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

(৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ২৩)

৩৬৪. বলুন ঃ মহিলাদের ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রীদের কাছ থেকে পৃথক অবস্থানে থাকো

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَ
لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫
وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২২২-২২৩)

অর্থ ঃ ২২২. আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয ঋতু সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। **২২৩.** তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২২২-২২৩)

৩৬৫. তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَ
لَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ২৮-২৯)

অর্থ ঃ ২৮. আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে। **২৯.** হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না । নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ২৮-২৯)

জুলুম

৩৬৬. হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ﵏ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾
قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

(৭ সূরা ঃ আল-আরাফ, আয়াত ঃ ২৩-২৫)

অর্থ ঃ ২৩. তারা উভয়ে বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। ২৪. আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে। ২৫. বললেন ঃ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুরুত্থিত হবে। (৭ সূরা ঃ আল-আরাফ, আয়াত ঃ ২৩-২৫)

৩৬৭. যে পাপ করে সে নিজের বিপক্ষেই করে

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَ
مَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ
خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

(৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ১১০-১১২)

অর্থ ঃ ১১০. যে গোনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়। **১১১.** যে কেউ পাপ করে, সে নিজের বিপক্ষেই করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। **১১২.** যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত **১১০-১১২**)

৩৬৮. যখন জীবন্ত প্রোথিত কণ্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝

(৮১ সূরা আত্ তাকভীর ঃ আয়াত ৬-১৪)

অর্থ ঃ ৬. যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, ৭. যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে, ৮. যখন জীবন্ত প্রোথিত কণ্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, ৯. কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? ১০. যখন আমলনামা খোলা হবে, ১১. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, ১২. যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে ১৩. এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, ১৪. তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে। (৮১ সূরা আত্ তাকভীর ঃ আয়াত ৬-১৪)

নেশা

৩৬৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক নামাজের ধারে কাছেও যেওনা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

(৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ৪৩)

অর্থ ঃ ৪৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাজের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর নামাজের কাছে যেও না ফরজ গোসলের অবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু, মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয় তবে পাক পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ৪৩)

অহংকার

৩৭০. নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

(৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১৮)

অর্থ ঃ ১৮. অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

(৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১৮)

৩৭১. পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

(১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৩৫-৩৭)

অর্থ ঃ ৩৫. মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ। ৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। ৩৭. পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। (১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৩৫-৩৭)

৩৭২. নিশ্চয় 'আল্লাহ' অহংকারীকে পছন্দ করেন না

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

অর্থ ঃ ২৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না। ২৪. যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলে পূর্ববর্তীদের কিসসা-কাহিনী।

(১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ২৩-২৪)

অকৃজ্ঞতা

৩৭৩. নিশ্চয়ই মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿۶﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿۷﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿۸﴾

(১০০ সূরা আল আদিয়াত ঃ আয়াত ৬-৮)

অর্থ ঃ ৬. নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ ৭. এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত ৮. এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। (১০০ সূরা আল আদিয়াত ঃ আয়াত ৬-৮)

৩৭৪. নিশ্চয়ই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿۶۴﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۶۵﴾ وَهُوَ الَّذِىْۤ اَحْيَاكُمْ ۫ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿۶۶﴾

অর্থ ঃ ৬৪. নভোমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত প্রশংসার অধিকারী। ৬৫. তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ্ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান। ৬৬. তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। নিশ্চয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৬৪-৬৬)

৩৭৫. মানুষ সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۚ﴿۸﴾ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۹﴾ وَقَالُوْۤا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۰﴾

(৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ৮-১০)

অর্থ ঃ ৮. অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। ৯. অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ, সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১০. তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত হব কি? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাৎকেই অস্বীকার করে। (৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ৮-১০)

৩৭৬. নিশ্চয়ই মানুষ অকৃতজ্ঞা প্রকাশ করেনা

وَهُوَ الَّذِيٓ اَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾

অর্থ ঃ ৬৬. তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

(২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৬৬)

৩৭৭. নিশ্চই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম দয়ালু

رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى
الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾

অর্থ ঃ ৬৬. তোমাদের পালনকর্তা তিনিই যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৬৭. যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৬৬-৬৭)

অপরাধ

৩৭৮. হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا
الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ اَضَلَّ
مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۗ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

(৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত ৫৯-৬৩)

অর্থ ঃ ৫৯. হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। ৬০. হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? ৬১. এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। (৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত ৫৯-৬৩)

৩৭৯. অপরাধীরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম এখন আমরা সৎকর্ম করবো

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرٰٓى
اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا
نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾ (৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ১১-১২)

অর্থ ঃ ১১. বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। **১২.** যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। (৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ১১-১২)

৩৮০. আর এমন লোকদের ক্ষমা নেই যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে এমনকি যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ
فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا
الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

(৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ১৭-১৮)

অর্থ ঃ ১৭. অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। **১৮.** আর এমন লোকদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথায় উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে ঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ১৭-১৮)

সপ্তম অধ্যায় ঃ কেয়ামত

মৃত্যু

৩৮১. মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٨﴾

(৪ আন নিসা ঃ আয়াত ৭৮)

অর্থ ঃ ৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই- যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুতঃ তাদের কোন কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না। (৪ আন নিসা ঃ আয়াত ৭৮)

৩৮২. জীব মাত্রই মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

(৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১৮৫)

অর্থ ঃ ১৮৫. প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কাজের পূর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে। তারপর যাকে দোযখ হতে দূরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, তিনিই হবেন সফলকাম। এ দুনিয়ার জীবন তো শুধু ছলনার বস্তু। (৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১৮৫)

৩৮৩. মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ
يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾

(৫০ সূরা ক্বাফ ঃ আয়াত ১৯-২৩)

অর্থ ঃ ১৯. মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। **২০.** এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। **২১.** প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। **২২.** তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। **২৩.** তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে ঃ আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই। (৫০ সূরা ক্বাফ ঃ আয়াত **১৯-২৩**)

৩৮৪. নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ
اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا
اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾

অর্থ ঃ ১০. আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। **১১.** প্রত্যেক ব্যক্তির (মৃত্যুর) নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (৬৩ সূরা মুনাফিকুন ঃ আয়াত **১০-১১**)

৩৮৫. মৃত্যু আসার পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে হবে

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١

(সূরা আল-মুনাফিকুন ঃ আয়াত ৯-১১)

অর্থ ঃ ৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল করে না দেয়। আর যারা এইরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ১০. আর যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি তা হতে এমন সময় আসবার পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় আর সে বলে, হে আমার রব! আমাকে কেন আরো কিছু দিনের অবকাশ প্রদান করলেন না যে আমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিতাম। আর আল্লাহ তা'আলা কাউকে অবকাশ দেন না, যখন তার মৃত্যুর সময় এসে যায়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন। (সূরা আল-মুনাফিকুন ঃ আয়াত ৯-১১)

৩৮৬. যখন তাদের কারও মৃত্যু আসে তখন সে বলে আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝٩٩ لَعَلِّىْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۚ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۚ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝١٠٠

(২৩ সূরা আল মু'মিনুন ঃ আয়াত ৯৯-১০০)

অর্থ ঃ ৯৯. যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন, ১০০. যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।' কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন ঃ আয়াত ৯৯-১০০)

৩৮৭. মানুষ বলে আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব?

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ
مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ
جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

(১৯ সূরা ঃ মারইয়াম, আয়াত ৬৬-৬৮)

অর্থ ঃ ৬৬. মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? ৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। ৬৮. সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। (১৯ সূরা ঃ মারইয়াম, আয়াত ৬৬-৬৮)

৩৮৮. আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু দান করি

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾

অর্থ ঃ ২৩. আমিই জীবন দান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। ২৪. আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। ২৫. আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়। (১৫ সূরা ঃ হিজর, আয়াত ঃ ২৩-২৫)

কবর

৩৮৯. কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦﴾ وَّاَنَّ
السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ﴿٧﴾

অর্থ ঃ ৬. এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। ৭. এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।

(২২ সূরা আল হাজ্জ ঃ আয়াত ৬-৭)

৩৯০. তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

(৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৫১-৫২)

অর্থ ঃ ৫১. শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। ৫২. তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন। (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৫১-৫২)

৩৯১. সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

অর্থ ঃ ৪৩. সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত; তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হত।(৭০ সূরা আল মা'আরিজ ঃ আয়াত ৪৩-৪৪)

৩৯২. যখন কবর সমূহ উন্মোচিত হবে

اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾

অর্থ ঃ ৪. এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে। ৫. তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে ৬. হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? (৮২ সূরা আল ইনফিতার ঃ আয়াত ৪-৬)

৩৯৩. কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ﴿١٠﴾

(১০০ সূরা আল আদিয়াত ঃ আয়াত ৮-১০)

অর্থ ঃ ৮. এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। ৯. সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে? ১০. এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে ?

(১০০ সূরা আল আদিয়াত ঃ আয়াত ৮-১০)

আফসোস

৩৯৪. কাফের বলবে, হায়! আফসোস আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ
يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

অর্থ ঃ ৩৯. এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। ৪০. আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবে ঃ হায়, আফসোস- আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম। (৭৮ সূরা আন্নাবা ঃ আয়াত ৩৯-৪০)

৩৯৫. জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে হায় আফসোস!

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ
الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ
لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِيْ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ
لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

(২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ২৬-২৯)

অর্থ ঃ ২৬. সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। ২৭. জালেম সেদিন আপন হাতদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস। আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! ২৮. হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। ২৯. আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।

(২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ২৬-২৯)

৩৯৬. তারা বলবে ঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কিছুই বাদ দেয়নি

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۭ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۡ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝٤٨ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝٤٩

(১৮ সূরা ঃ কাহ্ফ, আয়াত ঃ ৪৮-৪৯)

অর্থ ঃ ৪৮. তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। ৪৯. আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে ঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি–সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (১৮ সূরা ঃ কাহ্ফ, আয়াত ঃ ৪৮-৪৯)

শিঙ্গায় ফুৎকার

৩৯৭. যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে জান্নাতী হবে

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَاۤؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝١٩ اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝٢٠ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٢١

(৬৯ সূরা আল হাক্কাহ ঃ আয়াত ১৯-২১)

অর্থ ঃ ১৯. অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। ২০. আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবে সম্মুখীন হতে হবে। ২১. অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে। (৬৯ সূরা আল হাক্কাহ ঃ আয়াত ১৯-২১)

৩৯৮. শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾

(৩৯ সূরা আয যুমার ঃ আয়াত ৬৮-৭০)

অর্থ ঃ ৬৮. শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতম্পপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। ৬৯. পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে- তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। ৭০. প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৩৯ সূরা আয যুমার ঃ আয়াত ৬৮-৭০)

৩৯৯. সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং সকলেই তার কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

(২৭ সূরা আল নমল ঃ আয়াত ৮৭-৮৮)

অর্থ ঃ ৮৭. যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতিত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়। ৮৮. তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে। এটা আল্লাহ্‌র কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন। (২৭ সূরা আল নমল ঃ আয়াত ৮৭-৮৮)

৪০০. যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের সমবেত করবো নীল চক্ষু অবস্থায়

يَّوۡمَ يُنۡفَخُ فِي الصُّوۡرِ وَنَحۡشُرُ الۡمُجۡرِمِيۡنَ يَوۡمَئِذٍ زُرۡقًا ۝١٠٢ يَّتَخَافَتُوۡنَ بَيۡنَهُمۡ اِنۡ لَّبِثۡتُمۡ اِلَّا عَشۡرًا ۝١٠٣ نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا يَقُوۡلُوۡنَ اِذۡ يَقُوۡلُ اَمۡثَلُهُمۡ طَرِيۡقَةً اِنۡ لَّبِثۡتُمۡ اِلَّا يَوۡمًا ۝١٠٤

অর্থ ঃ ১০২. যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। ১০৩. তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। ১০৪. তারা কি বলে তা আমি ভালোভাবে জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে ঃ তোমরা মাত্র এক দিন অবস্থান করেছিলে। (২০ সূরা তোয়া-হা ঃ আয়াত ১০২-১০৪)

৪০১. যেদিন কর্ণবিদারক শব্দ আসবে মানুষ সেদিন তার আপনজনদের থেকে পলায়ন করবে

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝٣٣ يَوۡمَ يَفِرُّ الۡمَرۡءُ مِنۡ اَخِيۡهِ ۝٣٤ وَاُمِّهٖ وَاَبِيۡهِ ۝٣٥ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيۡهِ ۝٣٦ لِكُلِّ امۡرِئٍ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٍ شَاۡنٌ يُّغۡنِيۡهِ ۝٣٧

(৮০ সূরা আবাসা ঃ আয়াত ৩৩-৩৭)

অর্থ ঃ ৩৩. অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, ৩৪. সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে ৩৫. তার মাতা, তার পিতা, ৩৬. তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। ৩৭. সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (৮০ সূরা আবাসা ঃ আয়াত ৩৩-৩৭)

বিচার দিবস

৪০১. কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে

اِذَا نُفِخَ فِي الصُّوۡرِ نَفۡخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣ وَّحُمِلَتِ الۡاَرۡضُ وَالۡجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝١٤ فَيَوۡمَئِذٍ وَّقَعَتِ الۡوَاقِعَةُ ۝١٥ وَانۡشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوۡمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝١٦

অর্থ ঃ ১৩. যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে- একটি মাত্র ফুৎকার ১৪. এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, ১৫. সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। ১৬. সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে। (৬৯ সূরা আল হাক্বাহ ঃ আয়াত ১৩-১৬)

৪০৩. কিয়ামতের দিন স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝١ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝٢

(২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১-২)

অর্থ ঃ ১. হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। ২. যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার ভ্রূনকে গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আযাব সুকঠিন। (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১-২)

৪০৪. কিয়ামতের দিন অপরাধীরা বলবে আমরা এক মুহূর্তের বেশী দুনিয়াতে অবস্থান করি নাই

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ۝٥٥

অর্থ ঃ ৫৫. যেদিন কিয়ামত সংঘটিতে হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ হত।
(৩০ সূরা রূম ঃ আয়াত ৫৫)

৪০৫. কিয়ামতের বিষয়টিতো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٧٧ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧٨

অর্থ ঃ ৭৭. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কেয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান। ৭৮. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াত ৭৭-৭৮)

৪০৬. কেয়ামত কবে হবে? বলেদিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ؕۘ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۷﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚۛ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۚۛ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

অর্থ ঃ ১৮৭. আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকেই উপলব্ধি করে না। **১৮৮.** আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। (৭ সূরা ঃ আল-আরাফ, আয়াত ঃ **১৮৭-১৮৮**)

৪০৭. বিচার দিবসে কেউ কারো উপকার করতে পারবে না

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿۱۸﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿۱۹﴾

(৮২ সূরা আল ইনফিতার ঃ আয়াত ১৭-১৯)

অর্থ ঃ ১৭. আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? **১৮.** অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? **১৯.** যেদিন কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র। (৮২ সূরা আল ইনফিতার ঃ আয়াত **১৭-১৯**)

৪০৮. ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান কোন কাজে আসবে না

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

অর্থ ঃ ২৮. তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; কবে হবে এই ফয়সালা? ২৯. বলুন, ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। ৩০. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে। (৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ২৮-৩০)

৪০৯. ভয় কর এমন দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ؗ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾

(৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৩৩)

অর্থ ঃ ৩৩. হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৩৩)

৪১০. সেদিনকে ভয় করতে হবে যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

(২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ৪৮)

অর্থ ঃ ৪৮. তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। কারো নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ৪৮)

৪১১. তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি সমূহ উল্টে যাবে

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ
يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿৩৭﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا
وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿৩৮﴾

অর্থ ঃ ৩৭. এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। ৩৮. তারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে যাতে আল্লাহ্ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযী দান করেন। (২৪ সূরা আন নূর ঃ আয়াত ৩৭-৩৮)

৪১২. তোমরা পাথর হয়ে যাও অথবা লোহা তথাপি তারা বলবে আমাদেরকে কে পুর্ণবার সৃষ্টি করবে

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿৪৯﴾ قُلْ كُوْنُوْا
حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿৫০﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۗ
قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۗ
قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿৫১﴾ (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৪৯-৫১)

অর্থ ঃ ৪৯. তারা বলে ঃ যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? ৫০. বলুন ঃ তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। ৫১. অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তথাপি তারা বলবেঃ আমাদেরকে পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে। বলুন ঃ যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে ঃ এটা কবে হবে ? বলুন ঃ হবে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৪৯-৫১)

আমলনামা

৪১৩. আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ঠ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

অর্থ ঃ ১৩. আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। **১৪.** পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা)। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। **১৫.** যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ১৩-১৫)

৪১৪. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব নিকাশ সহজ হবে

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿٨﴾ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿٩﴾ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾

(৮৪ সূরা আল-ইন্‌শিক্বাক্ব ঃ আয়াত ৭-১২)

অর্থ ঃ ৭. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, **৮.** তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে **৯.** এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে **১০.** এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, **১১.** সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে **১২.** এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৮৪ সূরা আল-ইন্‌শিক্বাক্ব ঃ আয়াত ৭-১২)

৪১৫. যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে জান্নাতী হবে

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ ۙ فَیَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِیَهْ ﴿١٩﴾ اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلٰقٍ
حِسَابِیَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِیْ عِیْشَةٍ رَّاضِیَةٍ ﴿٢١﴾

(৬৯ সূরা আল হাক্কাহ ঃ আয়াত ১৯-২১)

অর্থ ঃ ১৯. অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। ২০. আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবে সম্মুখীন হতে হবে। ২১. অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে। (৬৯ সূরা আল হাক্কাহ ঃ আয়াত ১৯-২১)

৪১৬. যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে সে জাহান্নামী হবে

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَیَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِیَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ اَدْرِ مَا
حِسَابِیَهْ ﴿٢٦﴾ یٰلَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ ﴿٢٧﴾ مَاۤ اَغْنٰی عَنِّیْ مَالِیَهْ ﴿٢٨﴾

অর্থ ঃ ২৫. যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো। ২৬. আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। ২৭. হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। ২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না।

(৬৯ সূরা আল হাক্কাহ ঃ আয়াত ২৫-২৮)

৪১৭. যাকে আমলনামা পিঠের পশ্চাৎদিক থেকে দেয়া হবে সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ یَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾ وَّیَصْلٰی سَعِیْرًا ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ
كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ یَّحُوْرَ ﴿١٤﴾

অর্থ ঃ ১০. এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, ১১. সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে, ১২. এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ১৩. সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। ১৪. সে মনে করত যে সে কখনও ফিরে যাবে না।

(৮৪ সূরা ইনশিক্কাক ঃ আয়াত ১০-১৪)

৪১৮. সিজ্জীন কি?

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ۞ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۞ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۞

অর্থ ঃ ৭. এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে ৮. আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? ৯. এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (৮৩ সূরা আত তাতফীফ ঃ আয়াত ৭-৯)

৪১৯. ইল্লিয়্যীন কি?

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ ۞ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۞ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۞

অর্থ ঃ ১৮. কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। ১৯. আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? ২০. এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (৮৩ সূরা আত তাতফীফ ঃ আয়াত ১৮-২০)

মিজানের পাল্লা

৪২০. যার পাল্লা ভারী হবে সে সফলকাম হবে

اَلْقَارِعَةُ ۞ مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۞ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۞ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۞ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۞ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۞ نَارٌ حَامِيَةٌ ۞

(১০১ সূরা আল ক্বারিয়াহ ঃ আয়াত ১-১১)

অর্থ ঃ ১. মহা প্রলয়, ২. মহা প্রলয় কি? ৩. মহা প্রলয়কারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? ৪. যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত ৫. এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। ৬. অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, ৭. সে সুখীজীবন যাপন করবে ৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে, ৯.তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। ১০. আপনি জানেন তা কি? ১১. প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (১০১ সূরা আল ক্বারিয়াহ ঃ আয়াত ১-১১)

৪২১. যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُۥ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُۥ فَأُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾

(২৩ সূরা আল মু'মিনুন ঃ আয়াত ১০১-১০৩)

অর্থ ঃ ১০১. অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। ১০২. যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম ১০৩. এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে।

(২৩ সূরা আল মু'মিনুন ঃ আয়াত ১০১-১০৩)

৪২২. যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُۥ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُۥ فَأُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

(৭ সূরা ঃ আল-আরাফ, আয়াত ঃ ৮-১০)

অর্থ ঃ ৮. আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। ৯. এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। ১০. আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (৭ সূরা ঃ আল-আরাফ, আয়াত ঃ ৮-১০)

৪২৩. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَٰنَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

(১০৩ সূরা আসর ঃ আয়াত ১-৩)

অর্থ ঃ ১. কসম যুগের, ২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; ৩. কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

(১০৩ সূরা আসর ঃ আয়াত ১-৩)

হাশরের ময়দান

৪২৪. এমন দিনকে ভয় কর যে দিন পিতা পুত্রে কোন কাজে আসবেনা

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ
هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّ
نَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

(৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৩৩)

অর্থ ঃ ৩৩. হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৩৩)

হাউসে কাউসার

৪২৫. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

অর্থ ঃ ১. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। ২. অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানী করুন। ৩. যে আপনার শত্রু সেই তো লেজকাটা নির্বংশ। (১০৮ সূরা কাওসার ঃ আয়াত ১-৩)

উপহাস

৪২৬. মু'মিনগণ, কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن
نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

অর্থ ঃ ১১. মু'মিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পরে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ্। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম। (৪৯ সূরা সূরা আল হুজরাত ঃ আয়াত ১১)

৪২৭. আর তোমরা যখন নামাজের জন্য আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস করে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

(৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ৫৭-৫৮)

অর্থ ঃ ৫৭. হে মু'মিনগণ, আহলে কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। ৫৮. আর যখন তোমরা নামাজের জন্যে আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ। (৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ৫৭-৫৮)

গুনাহ

৪২৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

(৩৯ সূরা আয যুমার ঃ আয়াত ৫৩)

অর্থ ঃ ৫৩. বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৯ সূরা আয যুমার ঃ আয়াত ৫৩)

৪২৯. যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

অর্থ ঃ ৭০. কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭১. যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে।

(২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৭০-৭১)

ক্ষমা

৪৩০. আর এমন লোকদের ক্ষমা নেই যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে এমনকি যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰٓئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْـَٰٔنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾ (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ১৭-১৮)

অর্থ ঃ ১৭. অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। ১৮. আর এমন লোকদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে ঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ১৭-১৮)

৪৩১. সেই দিন কেউ কারো বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১২৩)

অর্থ ঃ ১২৩. তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১২৩)

৪৩২. যারা আল্লাহকে না দেখে ভয় করে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِۦٓ ۖ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

অর্থ ঃ ১২. নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। ১৩. তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। ১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত। (৬৭ সূরা আল মুলক ঃ আয়াত ১২-১৪)

৪৩৩. আল্লাহ তাদের গুনাহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِيْنَ
لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ
ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾
اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

(২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৭-৭১)

অর্থ ঃ ৬৭. এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। ৬৮. এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। ৬৯. কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে ৭০. কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭১. যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

(২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৭-৭১)

৪৩৪. আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾

অর্থ ঃ ১৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফেরের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। ১৪. নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।

(৪৮ সূরা আল ফাতহ ঃ আয়াত ১৩-১৪)

পাকড়াও

৪৩৫. নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٦﴾ (৮৫ সূরা বুরূজ ঃ আয়াত ১২-১৬)

অর্থ ঃ ১২. নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। ১৩. তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। ১৪. তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়; ১৫. মহান আরশের অধিকারী। ১৬. তিনি যা চান তাই করেন। (৮৫ সূরা বুরূজ ঃ আয়াত ১২-১৬)

৪৩৬. সেদিন মানুষ বলবে 'পলায়নের জায়গা কোথায়?'

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۢ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ﴿١٣﴾ (৭৫ সূরা আল কিয়ামাহ ঃ আয়াত ১০-১৩)

অর্থ ঃ ১০. সেদিন মানুষ বলবে ঃ পলায়নের জায়গা কোথায়? ১১. না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। ১২. আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাই হবে। ১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে।
(৭৫ সূরা আল কিয়ামাহ ঃ আয়াত ১০-১৩)

সফলকাম

৪৩৭. যে নিজেকে শুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয়

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

অর্থ ঃ ৮. অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, ৯. যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। ১০. এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।
(৯১ সূরা আশ শামস ঃ আয়াত ৮-১০)

৪৩৮. যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে তারাই পূর্ণ সফলকাম

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ (৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১০৪)

অর্থ ঃ ১০৪. আর তোমাদের মধ্যে এরূপ একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা মানুষকে. কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজের আদেশ করতে ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে থাকে, আর এরূপ দলই পূর্ণ সফলকাম হবে। (৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ১০৪)

৪৩৯. যাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হবে সে পরিপূর্ণ সফলকাম হবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

অর্থ ঃ ১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আর রোজ কেয়ামতে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিফলই দেয়া হবে, সুতরাং যাকে দোজখ হতে রক্ষা করা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে সে পরিপূর্ণ সফলকাম হবে। দুনিয়ার জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৫)

৪৪০. যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

(৬৪ সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১৬-১৮)

অর্থ ঃ ১৬. অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। **১৭.** যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল। **১৮.** তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৬৪ সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১৬-১৮)

সাক্ষ্য

৪৪১. কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে

حَتّٰۤى اِذَا مَا جَآءُوۡهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَاَبۡصَارُهُمۡ وَجُلُوۡدُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ۝٢٠ وَقَالُوۡا لِجُلُوۡدِهِمۡ لِمَ شَهِدْتُّمۡ عَلَيۡنَا ؕ قَالُوۡۤا اَنۡطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىۡۤ اَنۡطَقَ كُلَّ شَىۡءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمۡ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ۝٢١ وَمَا كُنۡتُمۡ تَسۡتَتِرُوۡنَ اَنۡ يَّشۡهَدَ عَلَيۡكُمۡ سَمۡعُكُمۡ وَلَاۤ اَبۡصَارُكُمۡ وَلَا جُلُوۡدُكُمۡ وَلٰـكِنۡ ظَنَنۡتُمۡ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعۡلَمُ كَثِيۡرًا مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ۝٢٢

(৪১ সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ আয়াত ২০-২২)

অর্থ ঃ ২০. তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। ২১. তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। ২২. তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না -এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। (৪১ সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ আয়াত ২০-২২)

অষ্টম অধ্যায় ঃ জান্নাত

পরিপূর্ণ সফলকাম

৪৪২. যাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হবে সে পরিপূর্ণ সফলকাম হবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

অর্থ ঃ ১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আর রোজ কেয়ামতে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিফলই দেয়া হবে, সুতরাং যাকে দোজখ হতে রক্ষা করা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে সে পরিপূর্ণ সফলকাম হবে। দুনিয়ার জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৫)

স্বর্ণখচিত সিংহাসন

৪৪৩. বেহেশ্‌তীরা থাকবে আরামের উদ্যানে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾

অর্থ ঃ ১০. অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। ১১. তারাই নৈকট্যশীল, ১২. আরামের উদ্যানসমূহে, ১৩. একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে ১৪. এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, ১৫. স্বর্ণখচিত সিংহাসনে। ১৬. বেহেশ্‌তীরা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। ১৭. তাদের কাছে ঘুরাফিরা করবে চির কিশোররা, ১৮. পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, ১৯. যা পান করলে তাদের মাথা ব্যথা হবে না ২০. এবং তারা মাতালও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে ২১. এবং রুচিমত পাখীর গোশ্‌ত নিয়ে। ২২. তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, ২৩. আবরণে রক্ষিত মতির ন্যায়, ২৪. তারা যা কিছু করত তার পুরস্কারস্বরূপ। ২৫. তারা তথায় কোন অবান্তর ও খারাপ কথা শুনবে না। ২৬. কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। (সূরা আল ওয়াকেয়া ঃ আয়াত ১০-২৬)

৪৪৪. বেহেশতীদের পোশাক হবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের বস্ত্র

أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

অর্থ ঃ ৩১. তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী বেহেশ্ত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং তথায় সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল। (১৮ সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ৩১)

দুঃখহীন

৪৪৫. বেহেশ্তীদের অন্তরে কোন দুঃখ থাকবে না

وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ۖ وَنُودُوٓا۟ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

(সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ৪৩)

অর্থ ঃ ৪৩. তাদের বেহেশ্তীদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দিবো তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে "নদী"। তারা বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এই পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমরা কখনো পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের পালনকর্তার রাসূল, আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবে, "এটাই বেহেশ্ত।" তোমরা এটার উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। (সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ৪৩)

৪৪৬. বেহেশ্তীদের অন্তরে কোন ক্রোধ থাকবে না

وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٧﴾

(সূরা আল হিজর ঃ আয়াত ৪৭)

অর্থ ঃ ৪৭. বেহেশ্তীদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল আমি আল্লাহ তা দূর করে দিব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনাসামনি আসনে বসবে। (সূরা আল হিজর ঃ আয়াত ৪৭)

পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ

৪৪৭. বেহেশ্‌তে থাকবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾
فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
﴿٥١﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ
بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيْهِنَّ
قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾
كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ
اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾

অর্থ ঃ ৪৬. যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুইটি উদ্যান। ৪৭. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? ৪৮. উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। ৪৯. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? ৫০. উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। ৫১. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? ৫২. তারা তথায় বেহেশ্‌তে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে ৫৩. উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। ৫৪. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? ৫৫. তথায় থাকবে আনতনয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করে নাই। ৫৬. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান ঃ আয়াত ৪৬-৬১)

দুধের নহর

৪৪৮. বেহেশ্‌তে থাকবে দুধের নহর, মধুর নহর আর সুস্বাদু শরাবের নহর

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۖ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿۱۵﴾

অর্থ ঃ ১৫. পরহেযগার বান্দাদেরকে যে বেহেশ্‌তের ওয়াদা করা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হল, সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তাদের জন্যে আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। (৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ১৫)

৪৪৯. বেহেশ্‌তীদের পান করানো হবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র হতে

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۚ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿۶﴾

অর্থ ঃ ৫. নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা (বেহেশ্‌তীরা) পান করবে কাফুর মিশ্রিত পান পাত্র হতে। ৬. এটি একটি ঝরণা, যা হতে আল্লাহর নেক বান্দাগণ পান করবে এবং তারা এটাকে প্রবাহিত করবে। যথা ইচ্ছা। (৭৬ সূরা দাহর ঃ আয়াত ৫-৬)

৪৫০. বেহেশ্‌তের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۖ

অর্থ ঃ ১২. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন বেহেশ্‌তের উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে।

(৪৬ সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত-১২)

৪৫১. আল্লাহর ও তাঁর রাসূল সাঃ-এর পূর্ণ আনুগত্য করলে এমন জান্নাতসমূহ পাওয়া যাবে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

(৪ সূরা আন্-নিসা ঃ আয়াত ১৩)

অর্থ ঃ ১৩. এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তারা অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর এটা বিরাট সফলতা। (৪ সূরা আন্-নিসা ঃ আয়াত ১৩)

সুন্দরী রমণীগণ

৪৫২. বেহেশ্তে থাকবে কাঁটাবিহীন বাগান দীর্ঘ ছায়া আর চিরকুমারী রমণীগণ

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّاۤ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾

(সূরা আল ওয়াক্বেয়া ঃ আয়াত ২৭-৪০)

অর্থ ঃ ২৭. যারা ডান দিকে থাকবে তারা (বেহেশ্তীরা) কত ভাগ্যবান। ২৮. তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুল বাগানে এবং ২৯. কাঁদি কাঁদি কলায় এবং ৩০. দীর্ঘ ছায়ায় এবং ৩১. প্রবাহিত পানিতে ৩২. ও প্রচুর ফলমূলে, ৩৩. যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, ৩৪. আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। ৩৫. আমি (বেহেশ্তী) রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। ৩৬. অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, ৩৭. কামিনী, সমবয়স্কা, ৩৮. ডান দিকের বেহেশ্তী লোকদের জন্য। ৩৯. তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে হতে ৪০. এবং একদল হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। (সূরা আল ওয়াক্বেয়া ঃ আয়াত ২৭-৪০)

৪৫৩. বেহেশ্‌তে থাকবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ

فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ ۝٧٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٧١ حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ۝٧٢ فَبِأَيِّ
ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٧٣ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝٧٤ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٧٥
(৫৫ সূরা আর রহমান ঃ আয়াত ৭০-৭৫)

অর্থ ঃ ৭০. সেখানে (বেহেশ্‌তে) থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ! ৭১. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? ৭২. তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। ৭৩. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? ৭৪. কোন জ্বীন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করে নাই। (৫৫ সূরা আর রহমান ঃ আয়াত ৭০-৭৫)

৪৫৪. বেহেশ্‌তে থাকবে আনতনয়না রমণীগণ

وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ۝٤٨ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۝٤٩ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ۝٥٠ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌ ۝٥١ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ
ٱلْمُصَدِّقِينَ ۝٥٢ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ۝٥٣ قَالَ هَلْ أَنتُم
مُّطَّلِعُونَ ۝٥٤ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۝٥٥ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ۝٥٦ وَلَوْ
لَا نِعْمَةُ رَبِّى لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۝٥٧

অর্থ ঃ ৪৮. তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরগণ। ৪৯. তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। ৫০. তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ৫১. তাদের কেউ বলবে, 'আমার ছিল এক সংগী। ৫২. সে বলত, 'তুমি কি তাতে বিশ্বাসী যে, ৫৩. আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?' ৫৪. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?' ৫৫. অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে দোজখের মধ্যস্থলে; ৫৬. বলবে, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে, ৫৭. 'আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো অপরাধী ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।

(৩৭ সূরা আস্-সাফফাত ঃ আয়াত ৪৮-৫৭

৪৫৫. জান্নাতীদের কাছে থাকবে আয়তলোচনা তরুণীগণ

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾

অর্থ ঃ ৪৫. তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র, ৪৬. সুশুভ্র, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু। ৪৭. তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না। ৪৮. তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণীগণ; ৪৯. যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (৩৭ সূরা আস্ সাফফাত ঃ আয়াত ৪৫-৪৯)

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

৪৫৬. আল্লাহ্ বলেন 'আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِىْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ﴿٣٠﴾

(৮৯ সূরা আল ফজর ঃ আয়াত ২৭-৩০)

অর্থ ঃ ২৭. হে প্রশান্ত মন, ২৮. তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। ২৯. অতঃপর আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ সূরা আল ফজর ঃ আয়াত ২৭-৩০)

অনন্তকাল

৪৫৭. বেহেশ্‌তীরা বেহেশ্‌তে চিরকাল থাকবে

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾

(৪৩ সূরা আয যুখরুফ ঃ আয়াত ৬৮-৭১)

অর্থ ঃ ৬৮. হে আমার বান্দাগণ আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। ৬৯. যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিল। ৭০. তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে বেহেশতে প্রবেশ কর। ৭১. তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র, তথায় রয়েছে তাদের. মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, তোমরা (বেহেশ্‌তীরা) তথায় চিরকাল থাকবে। (৪৩ সূরা আয যুখরুফ ঃ আয়াত ৬৮-৭১)

৪৫৮. বেহেশ্‌তীদের কখনও মৃত্যু হবে না

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ
وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾

অর্থ ঃ ৫৫. তারা সেখানে বেহেশ্‌তে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। ৫৬. তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করবেন। ৫৭. আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহাসাফল্য। (৪৪ সূরা আদ দুখান ঃ আয়াত ৫৫-৫৭)

৪৫৯. বেহেশ্‌তীদের সৎ কার্যশীল পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্ততিও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

(১৩ সূরা রা'দ ঃ আয়াত ২৩)

অর্থ ঃ ২৩. স্থায়ী বেহেশত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে। (১৩ সূরা রাস্বদ ঃ আয়াত ২৩)

৪৬০. তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا
سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا
اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ ৬৩. রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৩-৬৫)

বলা হবে “সালাম”

৪৬১. বেহেশ্‌তীদের বলা হবে “সালাম, তোমরা সুখে থাক”

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

অর্থ ঃ ৭৩. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা (বেহেশ্‌তীরা) উন্মুক্ত দরজা দিয়ে বেহেশ্‌তে পৌঁছাবে এবং বেহেশ্‌তের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সদা-সর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর। (৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াত ৭৩)

৪৬২. বেহেশ্‌তীদেরকে তাদের রবের পক্ষ হতে বলা হবে “সালাম”

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ قف قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

অর্থ ঃ ৫৭. সেখানে বেহেশ্‌তে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। ৫৮. বলা হবে সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হত সম্ভাষণ।
(৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৫৭-৫৮)

প্রবাহিত ঝর্ণা

৪৬৩. জান্নাতে আছে ‘সালসাবীলম্ব নামক ঝর্ণা

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾

অর্থ ঃ ১৮. এটা জান্নাতস্থিত ‘সালসাবীল’ নামক একটি ঝরণা। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। ১৯. আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (৭৬ সূরা আদ দাহর ঃ আয়াত ১৮-১৯)

৪৬৪. জান্নাতে থাকবে প্রবাহিত ঝরণা

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ ১০. তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। ১১. তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। ১২. তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। ১৩. তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। ১৪. এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। ১৫. এবং সারি সারি গালিচা। ১৬. এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (৮৮ সূরা গাশিয়াহ ঃ আয়াত ১০-১৬)

আপ্যায়ন

৪৬৫. ঈমানদার ব্যক্তির কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ জান্নাত

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

অর্থ ঃ ১৮. ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। ১৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ১৮-১৯)

মন মতো জীবন

৪৬৬. জান্নাতে মন যা চাবে তাই পাওয়া যাবে

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾

(৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ্ ঃ আয়াত ৩১)

অর্থ ঃ ৩১. আমিই আল্লাহ তোমাদের বন্ধু, দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে। জান্নাতে তোমাদের জন্য, তোমাদের মন যা চাবে তাই দেওয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা দাবী করবে তাই পাবে। (৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ্ ঃ আয়াত ৩১)

মতির মতো চির কিশোর

৪৬৭. মতির মত চির কিশোরেরা বেহেশতীদের সেবা করবে

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ﴿١٩﴾

অর্থ ঃ ১৯. (বেহেশ্‌তে) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (৭৬ সূরা আদ দাহর ঃ আয়াত ১৯)

সৎ কাজের প্রতিদান

৪৬৮. যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য বেহেশ্‌ত

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ
كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ
مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৫)

অর্থ ঃ ২৫. আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সে ফলই, যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৫)

সজিব মুখমন্ডল

৪৬৯. বেহেশ্‌তীদের মুখমণ্ডলে থাকবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿۲۲﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿۲۳﴾ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ
النَّعِيْمِ ﴿۲۴﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿۲۵﴾

(৮৩ সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ আয়াত ২২-২৫)

অর্থ ঃ ২২. নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ বেহেশ্‌তে থাকবে পরম আরামে, ২৩. তারা সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে, ২৪. আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা দেখতে পাবেন ২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে।

(৮৩ সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ আয়াত ২২-২৫)

মুত্তাকীদের জন্য

৪৭০. মোত্তাকীদের জন্য আছে নিয়ামতের জান্নাত

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾

(৬৮ সূরা আল কলম ঃ আয়াত ৩৩-৩৪)

অর্থ ঃ ৩৩. শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত। ৩৪. মোত্তাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত।
(৬৮ সূরা আল কলম ঃ আয়াত ৩৩-৩৪)

৪৭১. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ
عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾ وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا
يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾

(৫২ সূরা তুর ঃ আয়াত ২১-২৩)

অর্থ ঃ ২১. এবং যারা ঈমান আনে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব বেহেশতে. তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। ২২. আমি আল্লাহ তাদেরকে দিব ফলমূল ও গোশ্‌ত যা তারা পছন্দ করে। ২৩. আর. তথায় তারা পরস্পর কৌতুক করে সরাব পান পাত্র নিয়ে কাড়াকাড়িও করবে, তাতে না প্রলাপ হবে আর না অন্য কোন বেহুদা কথা হবে। (৫২ সূরা তুর ঃ আয়াত ২১-২৩)

জান্নাতীদের বিবাহ

৪৭২. আল্লাহ জান্নাতীদেরকে আয়তলোচনাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিবেন

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿১৯﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ
بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿২০﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿২১﴾ وَاَمْدَدْنٰهُمْ
بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿২২﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿২৩﴾
وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿২৪﴾

অর্থ ঃ ১৯. তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। ২০. তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। ২১. যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, ২২. আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং গোশ্‌ত যা তারা চাইবে। ২৩. সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। ২৪. সুরক্ষিত মতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (৫২ সূরা আত্‌ তুর ঃ আয়াত ১৯-২৪)

নবম অধ্যায় ঃ জাহান্নাম

নিকৃষ্ট স্থান

৪৭৩. দোজখ খুবই নিকৃষ্ট স্থান

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞ إِذَآ أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ (সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ৬-৮)

অর্থ ঃ ৬. এবং যারা আপন প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য দোজখের কঠিন শাস্তি রয়েছে এবং তা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। ৭. যখন তারা উক্ত দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা তার ভীষণ হুঙ্কার শুনতে পাবে এবং তা এ রকম টগবগ করতে থাকবে যেমন শীঘ্রই রাগে ফেটে পড়বে। (সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ৬-৮)

মৃত্যু আহবান

৪৭৪. দোজখীরা শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করতে থাকবে

إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ۞ وَإِذَآ أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ۞ (২৫ সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ১২-১৩)

অর্থ ঃ ১২. যখন দোজখ দূর হতে জাহান্নামীদেরকে দেখতে পাবে তখন দোজখীরা তার বিকট শব্দ ও হুঙ্কার শুনতে পাবে। ১৩. অতঃপর যখন বন্ধনাবস্থায় দোজখের কোন সংকীর্ণ স্থানে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করতে থাকবে। (২৫ সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ১২-১৩)

আগুনের কাঁটা

৪৭৫. দোজখীদেরকে আগুনের কাটা খাওয়ানো হবে

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۞ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۞ (৮৮ সূরা আল গাশিয়া ঃ আয়াত ৫-৭)

অর্থ ঃ ৫. দোজখীদেরকে উত্তপ্ত গরম পানির নহর হতে পানি পান করানো হবে ৬. এবং আগুনের কাটা ব্যতীত অন্য কিছুই তাদের খাদ্য হবে না। ৭. উক্ত খাদ্য না তাদেরকে কোন শক্তি দান করবে, না তাদের ক্ষুধা নিবারণ করবে। (৮৮ সূরা আল গাশিয়া ঃ আয়াত ৫-৭)

৪৭৬. দোজখীদের মুখমণ্ডল আগুনে সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যাবে

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ (২৩ সূরা আল মুমিনুন ঃ আয়াত ১০৪)

অর্থ ঃ ১০৪. দোজখের অগ্নি তাদের মুখমণ্ডলকে এমনিভাবে জ্বালিয়ে দিবে যে, তা সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যাবে। (২৩ সূরা আল মুমিনুন ঃ আয়াত ১০৪)

গলিত পুঁজ

৪৭৭. দোজখীরা গলিত পুঁজ ও গলিত রক্ত ছাড়া অন্য কোন খাদ্য খাবে না

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ﴿٣٧﴾

অর্থ ঃ ৩৫. কাজেই অদ্য তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না ৩৬. এবং ক্ষতস্থান হতে নির্গত গলিত পুঁজ, রক্ত ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যও থাকবে না, ঐ খাদ্য ৩৭. যা একমাত্র দোজখের পাপীষ্ঠগণই ভক্ষণ করবে। (৬৯ সূরা আল হাক্কাহ ঃ আয়াত ৩৫-৩৭)

৪৭৮. দোযখীদের পুজ মিশানো পানি পান করানো হবে

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾

অর্থ ঃ ১৬. তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাকে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ১৭. ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব। (১৪ সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ১৬-১৭)

জাক্কুম বৃক্ষ

৪৭৯. দোজখীরা কাটাযুক্ত জাক্কুম বৃক্ষ হতে খাদ্য গ্রহণ করবে

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُوْنَ
مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾ هٰذَا
نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ (৫৬ সূরা আল ওয়াক্বেয়া ঃ আয়াত ৫১-৫৬)

অর্থ ঃ ৫১. অতঃপর হে অবিশ্বাসী বিপথগামীগণ, ৫২. নিশ্চয়ই তোমরা জাক্কুম বৃক্ষ হতে ৫৩. খাদ্য গ্রহণ করবে, যা দ্বারা তোমরা পেট ভর্তি করে নিবে। ৫৪. তদুপরি পুনরায় উত্তপ্ত গরম পানি পান করতে থাকবে। ৫৫. যেমন পিপাসিত ও তৃষ্ণার্ত উট পানি পান করে। ৫৬. রোজ কেয়ামতে এটাই হবে তাদের মেহমানদারীর সামগ্রী। (৫৬ সূরা আল ওয়াক্বেয়া ঃ আয়াত ৫১-৫৬)

৪৮০. দোজখীদের খাদ্য জাক্কুম বৃক্ষের উৎপত্তি জাহান্নামের তলদেশে

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيٓ أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيٰطِينِ ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ ৬৪. নিশ্চয়ই উক্ত জাক্কুম এমন একটি বৃক্ষ যার উৎপত্তি দোজখের তলদেশে আর তার উপরিভাগ ঠিক যেন সর্পের ফণা। (৩৭ সূরা আছ ছফফাত ঃ আয়াত ৬৪-৬৫)

মৃত্যুর বিভিষিকা

৪৮১. জাহান্নামীদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না এবং তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

(৩৫ সূরা আলফাতির ঃ আয়াত ৩৬-৩৭)

অর্থ ঃ ৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা আর্ত চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব পূর্বে যা করতাম, তা করব না। আল্লাহ বলবেন আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সর্তককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই। (৩৫ সূরা আলফাতির ঃ আয়াত ৩৬-৩৭)

৪৮২. দোজখীদেরকে “মৃত্যুর বিভীষিকা” আচ্ছন্ন করে ফেলবে

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهٗ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

অর্থ ঃ ১৬. সে দোজখবাসীদেরকে পুঁজ বিগলিত পানি পান করানো হবে যা তারা ঘোট ঘোট করে পান করতে থাকবে এবং ভীষণ কষ্টেই তাদের পেটের ভিতর প্রবেশ করবে। আর চতুর্দিক হতে মৃত্যুর বিভীষিকা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে অথচ তাদের কোন মৃত্যু হবে না। (১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ১৬-১৭)

উত্তপ্ত পানি

৪৮৩. উত্তপ্ত পানি দোজখীদের নাড়িভুড়িসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিবে

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

(৪৭ সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ১৫)

অর্থ ঃ ১৫. মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা দোজখে স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে এরূপ ফুটন্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়িভুঁড়িসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিবে। (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ১৫)

৪৮৪. উত্তপ্ত পানিতে দোজখীদের চর্মসমূহ গলে যাবে

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾

অর্থ ঃ ১৯. তাদের মাথার উপর ভীষণ উত্তপ্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে ২০. যার দরুন তাদের পেটের ভিতরের যাবতীয় পদার্থ এবং শরীরের চর্মসমূহ গলে যাবে।

(২২ সূরা আল হাজ্জ ঃ আয়াত ১৯-২০)

প্রচণ্ড তৃষ্ণা

৪৮৫. দোজখীরা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানির জন্য ছটফট করতে থাকবে

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

অর্থ ঃ ২৯. যখন তারা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় অস্থির হয়ে ছটফট করবে ও পানির জন্য আর্তনাদ করতে থাকবে তখন তাদেরকে এরকম গরম পানি দেয়া হবে যা তেলের গাদের মত হবে ও উহা তাদের মুখমণ্ডলকে জ্বলে ভস্ম করে দিবে। ওহঃ তা কত নিকৃষ্ট পানীয়। (১৮ সূরা আল কাহাফ ঃ আয়াত ২৯)

৪৮৬. দোযখীদের ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾

অর্থ ঃ ১. আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি ? ২. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে বিনীত, অবনমিত ৩. ক্লিষ্ট ক্লান্ত। ৪. তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। ৫. তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। ৬. কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৮৮ সূরা গাশিয়াহ ঃ আয়াত ১-৬)

মালেক ফেরেশতা

৪৮৭. দোজখের ফেরেশ্‌তা উপহাস করে বলবে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করতে থাক

وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝٢١ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَ
ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٢٢

(২২ সূরা আল হাজ্জ ঃ আয়াত ২১-২২)

অর্থ ঃ ২১. এবং (দোজখীদেরকে) শাস্তি দিবার জন্য লোহার গুর্জসমূহ রয়েছে। ২২. যখন তারা কঠিন আজাব হতে বের হবার চেষ্টা করবে, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় উক্ত আজাবের মধ্যে লিপ্ত করে দিবে এবং (উপহাস করে বলতে থাকবে) জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করতে থাক। (২২ সূরা আল হাজ্জ ঃ আয়াত ২১-২২)

৪৮৮. দোজখীরা দোজখের প্রহরীদের প্রতি আবেদন করবে

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝٤٩

(৪০ সূরা আল মু'মিন ঃ আয়াত ৪৯)

অর্থ ঃ ৪৯. (হে দোজখের প্রহরীগণ!) আপনারা আপন প্রতিপালকের নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন কোন একদিন আমাদের শাস্তিকে একটু হাল্‌কা করে দেন। (৪০ সূরা আল মু'মিন ঃ আয়াত ৪৯)

৪৮৯. দোজখের প্রহরীগণ বলবে তোমার নিকট কি আল্লাহ তা'য়ালার নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে আসেন নাই

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۗ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا
دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝٥٠

(৪০ সূরা আল মু'মিন ঃ আয়াত ৫০)

অর্থ ঃ ৫০. দোজখের প্রহরীগণ বলবে তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে 'অবশ্যইএসেছিল।' প্রহরীরা বলবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা কর; আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়?

(৪০ সূরা আল মু'মিন ঃ আয়াত ৫০)

৪৯০. দোজখীরা, দোজখের প্রহরীদের সর্দার মালেক ফেরেশতাকে বলবে

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾

অর্থ ঃ ৭৭. হে মালেক ফেরেশ্‌তা! আপনি আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন (মৃত্যু দিয়ে) আমাদের শাস্তির অবসান করে দেন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা তো এভাবেই থাকবে। (৪৩ সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ৭৭)

অনন্তকাল

৪৯১. দোজখীরা শেষ পর্যন্ত সরাসরি আল্লাহকে বলবে মেহেরবানী করে আমাদেরকে দোজখের অগ্নি হতে রক্ষা করুন

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾

অর্থ ঃ ১০৬. হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যথাযথই আমাদের দুর্ভাগ্য ও বদবখ্‌তি আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। ১০৭. হে প্রতিপালক! আপনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে এই দোজখের ভীষণ অগ্নি হতে রক্ষা করুন। অতঃপর যদি কখনও আমরা ঐরূপ গর্হিত কাজ করি, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা জালেম ও অত্যাচারী সাব্যস্ত হব। (২৩ সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ১০৬-১০৭)

৪৯২. আল্লাহ তা'আলা দোজখীদের বলবেন অনন্তকাল এই অভিশাপে লিপ্ত থাক

قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾

অর্থ ঃ ১০৮. অনন্তকাল যাবৎ এই অভিশাপে লিপ্ত থাক এবং আমার সাথে কোন বাক্যালাপ করো না। (২৩ সূরা মুমিনুন ঃ আয়াত ১০৮)

৪৯৩. জাহান্নামীরা বলবে, আমরা যদি শুনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ۬ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾

অর্থ ঃ ৯. তারা বলবে ঃ হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। ১০. তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। ১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক।(৬৭ সূরা আল মুলক ঃ আয়াত ৯-১১)

অবাধ্যদের ঠিকানা

৪৯৪. যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾

অর্থ ঃ ২০. পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। (৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ২০)

৪৯৫. দোজখ ঐ সমস্ত লোকদেরকে আহ্বান করবে, যারা আল্লাহর গোলামী হতে মুখ ফিরিয়েছে

تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴿١٨﴾

অর্থ ঃ ১৭. দোজখ ঐ সমস্ত লোকদেরকে নিজের দিকে অহ্বান করবে, (যারা হক্ব রাস্তাকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং (আল্লাহ তা'আলার গোলামী হতে) মুখ ফিরিয়েছে ১৮. এবং (অবৈধভাবে ধন-সম্পদকে) জমা করে সংরক্ষিত করছে। (সূরা আল মা'আরিজ ঃ আয়াত ১৭-১৮)

৪৯৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

অর্থ ঃ ৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, ৭. অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, ৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (১০২ সূরা তাকাসুর ঃ আয়াত ৬-৮)

৪৯৭. হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে উদ্ধার কর

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا
شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ
اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾

অর্থ ঃ ১০৫. তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। ১০৬. তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। ১০৭. হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব। ১০৮. আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন ঃ আয়াত ১০৫-১০৮)

নতুন চর্ম

৪৯৮. দোজখীদের চর্মসমূহ খসে পড়লে সেখানে নতুন চর্ম তৈরি করে দেয়া হবে

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ

(৪ সূরা আল নিসা ঃ আয়াত ৫৬)

অর্থ ঃ ৫৬. যখন তাদের (দোজখীদের) শরীরের চর্মসমূহ আগুনে জ্বলে খসে পড়বে তখনই (আমি আল্লাহ সেখানে) নতুন চর্ম তৈরি করে দিবে যেন তারা আযাব আস্বাদন করতে পারে। (৪ সূরা আল নিসা ঃ আয়াত ৫৬)

শয়তানের কথোপকথন

৪৯৯. পাপিষ্ঠ শয়তান দোজখীদেরকে বলবে তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۭ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۭ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۭ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ (১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ২২)

অর্থ ঃ ২২. যখন বিচার কার্য সম্পন্ন হবে, তখন শয়তান বলবে আল্লাহ তো তোমাদেরকে ওয়াদা করেছিলেন সত্য ওয়াদা। আমিও তোমদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলান কিন্তু তা ভংগ করেছি তোমাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আমি শুধু মাত্র তোমাদেরকে অন্যায়ের পথে আহ্বান করেছি। তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছ। এখন আমাকে অভিশম্পাত করে তোমাদের কি লাভ হবে, তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও। আজ আমিও তোমাদের সাহায্যকারী নই। তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর সহিত শরীক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি। যালিদের জন্যে তো ভয়ংকর শাস্তি রয়েছে। (১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ২২)

৫০০. দোজখীরা, তাদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীদেরকে প্রশ্ন করবে

اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ

অর্থ ঃ ২১. নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে অনুসরণ করেছিলাম। অদ্য কি তোমরা, আমাদের উপর হতে আল্লাহ তাআলার কঠিন আজাবকে বিন্দুমাত্র ও লাঘব করতে সক্ষম? (১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ২১)

৫০১. দোজখীদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীরা বলবে, অদ্য আমাদের ও তোমাদের কারো কোন রক্ষা নেই

قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ۭ سَوَاۗءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝

অর্থ ঃ ২১. তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত করতেন, আমরা তোমাদেরকে সরল পথে চালিত করতাম। আজ আমরা ধৈর্যাবলম্বন করি অথবা অধৈর্য হয়ে ছটফট করতে থাকি, সবই আমাদের পক্ষে সমান। কারণ আমাদের কোন রক্ষা নাই। (১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ২১)

চতুষ্পদ জন্তু

৫০২. তাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে না, চক্ষু আছে অথচ দেখে না, কর্ণ আছে অথচ শুনে না

وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۚ وَ
لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۚ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۗ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ
اَضَلُّ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

অর্থ ঃ ১৭৯. নিশ্চয়ই আমি দোজখের জন্যে এরূপ বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি যাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে না এবং যাদের চক্ষু আছে অথচ তারা দেখে না এবং যাদের কর্ণ আছে অথচ তারা শুনে না। তারা পশুর সমতুল্য বরং তার চেয়েও অধম! তারাই প্রকৃত গাফেল। (৭ সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭৯)

দহন শাস্তি

৫০৩. বলা হবে দহন শাস্তি আস্বাদন কর

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَ الْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾ وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ
يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۚ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ
اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ۖ وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾

(২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ২০-২৩)

অর্থ ঃ ২০. তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। ২১. তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। ২২. তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ দহনশাস্তি আস্বাদন কর। ২৩. নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ২০-২৩)

৫০৪. বলা হবে "এই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে"

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٥﴾ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ ১৩. যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৪. এবং বলা হবে ঃ এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে, ১৫. এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? ১৬. এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (৫২ সূরা আত্-তুর ঃ আয়াত ১৩-১৬)

৫০৫. আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

(১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪৯-৫১)

অর্থ ঃ ৪৯. তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। ৫০. তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ৫১. যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪৯-৫১)

দশম অধ্যায় ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি

মানুষ

৫০৬. মানুষ তো সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিরচিত্তরূপে

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿١٩﴾ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿٢٠﴾ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿٢١﴾

অর্থ ঃ ১৯. মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতি অস্থিরচিত্তরূপে। ২০. যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। ২১. আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (৭০ সূরা আল-মাআরিজ ঃ আয়াত ১৯-২১)

৫০৭. নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

অর্থ ঃ ২২৮. আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষ উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২ সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ২২৮)

৫০৮. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾

(৭৫ সূরা আল কিয়ামাহ ঃ আয়াত ৩৪-৩৭)

অর্থ ঃ ৩৪. তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। ৩৫. অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। ৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? ৩৭. সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? (৭৫ সূরা আল কিয়ামাহ ঃ আয়াত ৩৪-৩৭)

৫০৯. সে কি মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا
لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾

(১০৪ সূরা হুমাযাহ ঃ আয়াত ১-৪)

অর্থ ঃ ১. প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ ২. যে অর্থ সঞ্চিত করে গণনা করে ৩. সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। ৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারী জাহান্নামের মধ্যে। (১০৪ সূরা হুমাযাহ ঃ আয়াত ১-৪)

৫১০. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِندَ
رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

(৯৮ সূরা বাইয়্যিনাহ ঃ আয়াত ৭-৮)

অর্থ ঃ ৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। ৮. তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। (৯৮ সূরা বাইয়্যিনাহ ঃ আয়াত ৭-৮)

৫১১. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝ يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝

অর্থ ঃ ৫. অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। ৬. সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। ৭. এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে। (৮৬ সূরা অতত ত্বারিক ঃ আয়াত ৫-৭)

জ্বীন

৫১২. হে জিন ও মানবকুল ছাড়পত্র ব্যতিত তোমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করতে পারবে না

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝

অর্থ ঃ ৩৩. হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৫৫ সূরা আর রাহমান ঃ আয়াত ৩৩

মাছি

৫১৩. আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۝ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ۝

অর্থ ঃ ৭৩. হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। ৭৪. তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশীল।

(২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭৩-৭৪)

রাত্রি

৫১৪. আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে তবে কে তোমাদেরকে আলো দিতে পারে

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

অর্থ ঃ ৭১. বলুন, ভেবে দেখতো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? ৭২. বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? ৭৩. তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (২৮ সূরা আল কাসাস ঃ আয়াত ৭১-৭৩)

৫১৫. তিনি তো তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ নিদ্রাকে বিশ্রাম

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِىْۤ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْـِۧىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَاۤ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾

(২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৪৭-৪৯)

অর্থ ঃ ৪৭. তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্যে। ৪৮. তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি, ৪৯. তদ্বারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্যে এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৪৭-৪৯)

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল

৫১৬. আল্লাহ্ সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন যাতে কোন ত্রুটি নাই

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ
خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝٤

অর্থ ঃ ৩. তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? ৪. অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ-তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৬৭ সূরা আল মুলক ঃ আয়াত ৩-৪)

৫১৭. আল্লাহ্ খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝١٠
(৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১০)

অর্থ ঃ ১০. তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদগত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি। (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১০)

৫১৮. বলুন, সপ্তাকাশ ও মহাআরশের মালিক কে?

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝٨٦ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا
تَتَّقُوْنَ ۝٨٧ قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝٨٨

অর্থ ঃ ৮৬. বলুন ঃ সপ্তাকাশ ও মহারশের মালিক কে? ৮৭. এখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ্। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? ৮৮. বলুন ঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? (২৩ সূরা আল মু'মিনুন ঃ আয়াত ৮৬-৮৮)

৫১৯. আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ
السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝٥

(৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ৪-৫)

অর্থ ঃ ৫. আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? ৫. তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ৪-৫)

৫২০. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে সব তাঁরই অনুগত

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝٢٦ وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ
وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢٧

অর্থ ঃ ২৬. নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর অনুগত। ২৭. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩০ সূরা আর রূম ঃ আয়াত ২৬-২৭)

৫২১. আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদোভয়ের অন্তর্বতী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ
ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ۝٥٩ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا
الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩ ۝٦٠ (সেজদা)

অর্থ ঃ ৫৯. তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদোভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর। ৬০. তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সেজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা তাকে সেজদা করব? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৫৯-৬০)

৫২২. আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ۝٥٤ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝٥٥

অর্থ ঃ ৫৪. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৫৫. তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ৫৪-৫৫)

৫২৩. আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয় গোপন নাই

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝٥ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٦

অর্থ ঃ ৫. আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। ৬. তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই । তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

(৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৫-৬)

৫২৪. চাঁদের আলো তার নিজস্ব নয়

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۝١٥ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝١٦

(৭১ সূরা নুহ ঃ আয়াত ১৫-১৬)

অর্থ ঃ ১৫. তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন ১৬. এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। (৭১ সূরা নুহ ঃ আয়াত ১৫-১৬)

৫২৫. আবার দৃষ্টি ফেরাও কোন ফাটল দেখতে পাও কি?

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۞

(৬৭ সূরা মুলক ঃ আয়াত ৩-৪)

অর্থ ঃ ৩. তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? ৪. অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ- তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৬৭ সূরা মুলক ঃ আয়াত ৩-৪)

৫২৬. বলুন আল্লাহ ব্যতিত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানেনা

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۞ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ۞

(২৭ সূরা আল নমল ঃ আয়াত ৬৫-৬৭)

অর্থ ঃ ৬৫. বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে; ৬৬. বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরং এ বিষয়ে তারা অজ্ঞ। ৬৭. কাফেররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাবে, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (২৭ সূরা আল নমল ঃ আয়াত ৬৫-৬৭)

বীর্য

৫২৭. আল্লাহ মানুষকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۞

অর্থ ঃ ৪. তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (১৬ সূরা আন্ নাহল ঃ আয়াত ৪)

৫২৮. মানুষ কি দেখে না আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ۭ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۙ ﴿٧٩﴾

(৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত ৭৭-৭৯)

অর্থ ঃ ৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী। ৭৮. সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পঁচে গলে যাবে? ৭৯. বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত ৭৭-৭৯)

মাকড়সা

৫২৯. ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاۗءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۭ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾

অর্থ ঃ ৪১. যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত। ৪২. তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৪১-৪২)

এতিম

৫৩০. যারা এতিমের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করেছে

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا
اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٩ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا
يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝١٠

অর্থ ঃ ৯. তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল-অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে তারাও আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। ১০. যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ৯-১০)

৫৩১. এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْٓا أَمْوَالَهُمْ
إِلٰٓى أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝٢

(৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ২)

অর্থ ঃ ২. এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ। (৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ২)

পিপিলিকা

৫৩২. এক পিপীলিকার তবলীগ

حَتّٰٓى إِذَآ أَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ
لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١٨

অর্থ ঃ ১৮. যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে। (২৭ সূরা নামল ঃ আয়াত ১৮)

পাখী

৫৩৩. তারা কি পাখীদের প্রতি লক্ষ্য করে না

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؕۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿۱۹﴾

অর্থ ঃ ১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষিকূলের প্রতি-পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ্-ই তাদেরকে স্থির রাখেন। অবশ্যই তিনি সর্ববিষয় দেখেন। (৬৭ সূরা মুলক ঃ আয়াত ১৯)

৫৩৪. হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۶۰﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৬০)

অর্থ ঃ ২৬০. আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, হা অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্য চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৬০)

৫৩৫. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿۱﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿۲﴾ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿۳﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿۴﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿۵﴾

অর্থ ঃ ১. আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি ? ৩. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। ৪. যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন। (১০৫ সূরা ফীল ঃ আয়াত ১-৫)

কুকুর

৫৩৬. তারা বলবে ঃ তারা ছিল তিন জন তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًاۢ بِالْغَيْبِ
ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ
ۗ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾

অর্থ ঃ ২২. তারা বলবে ঃ তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে ঃ তারা পাঁচ জন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে আরও বলবে ঃ তারা ছিল সাত জন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন ঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকেই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবেন না। (১৮ সূরা ঃ কাহ্ফ, আয়াত ঃ ২২)

দুধ

৫৩৭. সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত দুধ খাওয়াবে

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

অর্থ ঃ ২৩৩. আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুইবছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সামর্থ্যাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দুইবছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৩৩)

ফেরেশতা

৫৩৮. আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۵۰﴾ وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۵۱﴾

অর্থ ঃ ৫০. আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না? ৫১. আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না- যাতে তারা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে। (৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ৫০-৫১)

৫৩৯. আরশ বহনকারী ফেরেশতা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿۷﴾ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۸﴾ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۹﴾

অর্থ ঃ ৭. যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সুপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। ৮. হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৯. এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (৪০ সূরা আল মু'মিন ঃ আয়াত ৭-৯)

৫৪০. ডানে বামে দুইজন ফেরেশতা সবকিছু লিপিবদ্ধ করছেন

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ
رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي
الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ
فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا
مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾

অর্থ ঃ ১৭. স্মরণ রাখিও, দুই জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল লিপিবদ্ধ করে। ১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাই গ্রহণ করবার জন্য তার কাছে সদাপ্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। ১৯. মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চয়ই আসবে, তা হতে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে এসেছ। ২০. শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। এই শাস্তির দিন। ২১. সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী। ২২. তুমি এ দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য-তোমার দৃষ্টি প্রখর। ২৩. তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, 'এতো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত'। (৫০ সূরা ক্বাফ ঃ আয়াত ১৭-২৩)

অন্তর

৫৪১. তাদের অন্তর আছে, চিন্তা করে না, চোখ আছে দেখে না- কান আছে শোনে না-

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَ
لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

অর্থ ঃ ১৭৯. আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা চিন্তা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ১৭৯)

৫৪২. আল্লাহ জানেন যা অন্তর গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْحَمْدُ
فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

অর্থ ঃ ৬৯. তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। ৭০. তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৮ সূরা আল কাসাস ঃ আয়াত ৬৯-৭০)

৫৪৩. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۭ بَلْ
اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

অর্থ ঃ ৫০. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী। ৫১. মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। (২৪ সূরা আন নূর ঃ আয়াত ৫০-৫১)

শবে কদর

৫৪৫. শবে কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ڏ خَيْرٌ مِّنْ
اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿٤﴾

অর্থ ঃ ১. আমি একে (আল কুরআন) নাযিল করেছি শবে-কদরে। ২. শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ? ৩. শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৪. এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৯৭ সূরা কদর ঃ আয়াত ১-৪)

কর্ণ ও চক্ষু

৫৪২. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن
يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي
أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾

(৬৭ সূরা আল মুলক ঃ আয়াত ২১-২৩)

অর্থ ঃ ২১. তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। ২২. যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? ২৩. বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৬৭ সূরা আল মুলক ঃ আয়াত ২১-২৩)

বৃষ্টি

৫৪৩. আল্লাহ মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

অর্থ ঃ ৬৮. তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? ৬৯. তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? ৭০. আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

(৫৬ সূরা ওয়াক্বেয়া ঃ আয়াত ৬৮-৭০)

মউত ও হায়াত

৫৪৭. আল্লাহ মউত ও হায়াত সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۨ ۝١ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢

অর্থ ঃ ১. পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (৬৭ সূরা আল মুলক ঃ আয়াত ১-২)

কষ্ট

৫৪৮. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ
فَارْغَبْ ۝٨

অর্থ ঃ ৫. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ৭. অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। ৮. এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন। (৯৪ সূরা আল ইনশিরাহ ঃ আয়াত ৫-৮)

বন্ধু

৫৪৯. সেদিন বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝١٠ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ۭ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ
بِبَنِيْهِ ۝١١ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝١٢ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ۝١٣ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ
يُنْجِيْهِ ۝١٤ كَلَّا ۭ اِنَّهَا لَظٰى ۝١٥

অর্থ ঃ ১০. (সেদিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। ১১. যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহ্গার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চায় তার সন্তান-সন্ততিকে, ১২. তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, ১৩. তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত ১৪. এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। ১৫. কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি।

(৭০ সূরা আল মাআরিজ ঃ আয়াত ১০-১৫)

৫৫০. সেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না

يَوْمَ لَا يُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ
الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾

অর্থ ঃ ৪১. যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। ৪২. তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়। ৪৩. নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ ৪৪. পাপীর খাদ্য হবে।
(৪৪ সূরা আদ দোখান ঃ আয়াত ৪১-৪৪)

৫৫১. হে মু'মিনগণ তোমরা ইহুদী ও নাসারাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾ يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ؔۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ
يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

(৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ৫০-৫১)

অর্থ ঃ ৫০. তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? ৫১. হে মু'মিনগণ, তোমরা ইহুদীও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৫ সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ৫০-৫১)

ইখলাস

৫৫২. পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

(২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ২০৮)

অর্থ ঃ ২০৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানকে অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ২০৮)

৫৫৩. আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ
ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

(৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ১২৫-১২৬)

অর্থ ঃ ১২৫. অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ-অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন- যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন। **১২৬.** আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমুহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি। (৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ১২৫-১২৬)

৫৫৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

(৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৮-১৯)

অর্থ ঃ ১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। **১৯.** নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৮-১৯)

৫৫৫. হে নবী! আপনি বধিরকে আহবান শোনাতে পারবেন না

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَآ اَنْتَ
بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾

(৩০ সূরা আর রূম ঃ আয়াত ৫২-৫৩)

অর্থ ঃ ৫২. অতএব, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। ৫৩. আপনি অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ, তারা মুসলমান।

(৩০ সূরা আর রূম ঃ আয়াত ৫২-৫৩)

৫৫৬. তুমি বধিরদের কি শোনাবে যদি তাদের বিবেক বুদ্ধি না থাকে?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

(১০ সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ৪২-৪৪)

অর্থ ঃ ৪২. তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমার প্রতি; তুমি বধিরদেরকে কি শোনাবে যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে। ৪৩. আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখে; তুমি অন্ধদেরকে কি পথ দেখাবে যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে। ৪৪. আল্লাহ জুলুম করেন না মানুষের উপর বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে। (১০ সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ৪২-৪৪)

মুসলমান

৫৫৭. মুসলমান পুরুষগণ ও মুসলমান নারীগণ হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের দ্বীনী সাহায্যকারী

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ
اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

(সূরা আত-তওবাহ ঃ আয়াত ৭১)

অর্থ ঃ ৭১. আর মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের দ্বীনী সাহায্যকারী। তারা নেক কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলার ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে। এই সমস্ত লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করবেন ও নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা।

(সূরা আত-তওবাহ ঃ আয়াত ৭১)

৫৫৮. অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ
بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ
وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

(৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১০১-১০২)

অর্থ ঃ ১০১. আর তোমরা কেমন করে কুফরি করতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসুল। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল পথের। ১০২. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃতুবরণ করো না।

(৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১০১-১০২)

রূহ

৫৫৯. বলে দিন 'রূহ' আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ
الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾

অর্থ ঃ ৮৪. বলুন ঃ প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। ৮৫. তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন ঃ রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (১৭ সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৮৪-৮৫)

পার্থিব জীবন

৫৬০. পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ
النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

(৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৮৫)

অর্থ ঃ ১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৮৫)

৫৬১. যে পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

অর্থ ঃ ৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, ৩৯. তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ৪০. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, ৪১. তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (৭৯ নাযিআত ঃ আয়াত ৩৮-৪১)

৫৬২. পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٣٢ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝٣٣

অর্থ ঃ ৩২. পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না? ৩৩. আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। (৬ সূরা আল-আনআম ঃ আয়াত ৩২-৩৩)

৬৬৩. এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছু নয়

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ
كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝٦٤ فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا
نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝٦٥

অর্থ ঃ ৬৪. এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছু নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত ৬৫. তারা জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। (২৯ সূরা আনকাবুত ঃ ৬৪-৬৫)

৬৬৪ আল্লাহ তায়ালা এদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْكٰفِرِيْنَ ۝١٠٧ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝١٠٨ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝١٠٩

(১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ১০৭-১০৯)

অর্থ ঃ ১০৭. এটা এ জন্য যে তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। ১০৮. এরাই তারা, আল্লাহ তাআলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কাণ্ডজ্ঞানহীন। ১০৯. বলাবাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(১৬ সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ১০৭-১০৯)

কষ্টের পর দুঃখ

৬৬৫. আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দিবেন

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧

অর্থ ঃ ৭. বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছে তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কষ্টের পর সুখ দেবেন। (৬৫ সূরা আত তালাক ঃ আয়াত ৭)

অবকাশ

৬৬৬. আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ۝٤٥

অর্থ ঃ ৪৫. যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ্তো তার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। (৩৫ সূরা আল ফাতির ঃ আয়াত ৪৫)

বিপর্যয়

৬৬৭. স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ
یَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۴۰﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۴۱﴾

অর্থ ঃ ৪০. আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র ও মহান। ৪১. স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (৩০ সূরা আর রূম ঃ আয়াত ৪০-৪১)

পৃথিবী

৬৬৮. বলতো কে পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করেছেন

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَاۤ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَجَعَلَ بَیْنَ
الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾ اَمَّنْ یُّجِیْبُ الْمُضْطَرَّ
اِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِیْلًا مَّا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿۶۲﴾ اَمَّنْ یَّهْدِیْكُمْ فِیْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُّرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًاۢ بَیْنَ
یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَی اللّٰهُ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۶۳﴾

অর্থ ঃ ৬১. বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। ৬২. বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। ৬৩. বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। (২৭ সূরা আল নমল ঃ আয়াত ৬১-৬৩)

৬৬৯. তোমরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾

অর্থ ঃ ১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ? **১২৯.** এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? **১৩০.** যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। **১৩১.** অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (২৬ সূরা আশ শোআরা ঃ আয়াত **১২৮-১৩১**)

৬৭০.আল্লাহ বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করলে

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

অর্থ ঃ ১১২. আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়? **১১৩.** তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। **১১৪.** আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে? **১১৫.** তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? **১১৬.** অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন ঃ আয়াত **১১২-১১৬**)

সমুদ্র

৬৭১. তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾

অর্থ ঃ ৫৩. তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। ৫৪. তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। ৫৫. তারা এবাদত করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফের তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৫৩-৫৫)

গুহা

৬৭২. তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ﴿١٢﴾

অর্থ ঃ ১০. যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোয়া করে হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। ১১. তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। ১২. অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি, একথা জানার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে। (১৮ সূরা ঃ কাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ১০-১২)

উত্তম করজ

৬৭৩. এমন কে আছে আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৪৪-২৪৫)

অর্থ ঃ ২৪৪. আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন! ২৪৫. এমন কে আছে যে আল্লাহকে করজ দেবে উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৪৪-২৪৫)

ক্ষতিগ্রস্ত

৬৭৪. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

(১০৩ সূরা আসর ঃ আয়াত ১-৩)

অর্থ ঃ ১. কসম যুগের, ২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; ৩. কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের। (১০৩ সূরা আসর ঃ আয়াত ১-৩)

একাদশ অধ্যায় ঃ কাফের

মানুষ

৫৭৫. আজ আমি কেবল ফেরাউনের মৃতদেহকে রক্ষা করব

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۚ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿٩٢﴾

অর্থ ঃ ৯২. অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার (ফেরাউনের) দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। (১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৯২)

৫৭৬. ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি?

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

(২৬ সূরা আশ শোআরা ঃ আয়াত ২৩-২৪)

অর্থ ঃ ২৩. ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি? ২৪. মূসা বলল, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৬ সূরা আশ শোআরা ঃ আয়াত ২৩-২৪)

৫৭৭. ফেরাউন যখন ডুবতে আরম্ভ করল তখন বলল, এবার আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করে নিচ্ছি

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۚ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾

(১০ সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ৯০-৯১)

অর্থ ঃ ৯০. আর বনী ইসরাইলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার আমি বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা’বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসলাইলরা। বস্তুতঃ আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত। ৯১. এখন একথা বলছ। অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে! এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভূক্ত ছিলে। (১০ সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ৯০-৯১)

শয়তান

৫৭৮. শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝١٩ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ۝٢٠

অর্থ ঃ ১৯. শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। ২০. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত।
(৫৮ সূরা আল মুজাদালাহ ঃ আয়াত ১৯-২০)

৫৭৯. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٦١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٦٢

অর্থ ঃ ৬১. সুতরাং তা হল কিয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। ৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৪৩ সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ৬১-৬২)

৫৮০. শয়তান তোমাদের শত্রু অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٭ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝٥ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝٦ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۬ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٧

অর্থ ঃ ৫. হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। ৬. শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। ৭. যারা কুফর করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৩৫ সূরা আল ফাতির ঃ আয়াত ৫-৭)

৫৮১. বলুন আমার পরওয়ারদেগার পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا
ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

অর্থ ঃ ৭৫. তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। ৭৬. তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই উত্তম! ৭৭. বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৭৫-৭৭)

৫৮২. শয়তান বলবে, আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي
وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا
أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

অর্থ ঃ ২২. যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৪ সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ২২)

৫৮৩. শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ لَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا
لَاتَعْلَمُوْنَ ۝

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৬৮-১৬৯)

অর্থ ঃ ১৬৮. হে মানবমণ্ডলী পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। **১৬৯.** সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমনসব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান না।

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৬৮-১৬৯)

৫৮৪. শয়তান তোমাদের অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَ
مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ
تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৬৮-২৭১)

অর্থ ঃ ২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সুবিজ্ঞ। **২৮৯.** তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। **২৭০.** তোমরা যে খয়রাত বা সদ্ব্যয় কর অথবা কোন মানত কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই সেসব কিছু জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। **২৭১.** যদি তোমরা প্রকাশ্য দান-খয়রাত কর তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৬৮-২৭১)

৫৮৫. তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং অবাধ্য শয়তানের পূজা করে

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ
لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾

অর্থ ঃ ১১৭. তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে **১১৮.** যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। (৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত **১১৭-১১৮**)

ইবলিস

৫৮৬. ইবলিস বলল ঃ আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ
ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ
خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا
فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٣﴾ قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ
﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ
مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

অর্থ ঃ ১১. আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি- আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে; কিন্তু ইবলীস সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। **১২.** আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল ঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। **১৩.** বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। **১৪.** সে বলল ঃ আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। **১৫.** আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে সময় দেয়া হল। **১৬.** সে বলল ঃ আপনি আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। **১৭.** এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। **১৮.** আল্লাহ্ বললেন ঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত **১১-১৮**)

৫৮৭. ইবলীস বলল আমি এমন নই যে একজন মানবকে সেজদা করবো যাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾
قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ
الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ
مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٧٨﴾

অর্থ ঃ ৭৩. অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হল, ৭৪. কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ৭৫. আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? ৭৬. সে বলল ঃ আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। ৭৭. আল্লাহ্ বললেন ঃ বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত। ৭৮. তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। (৩৮ সূরা ছোয়াদ ঃ আয়াত ৭৩-৭৮)

৫৮৮. আল্লাহ্ ইবলীসকে কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিলেন

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِلٰى يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٨١﴾

অর্থ ঃ ৭৯. সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। ৮০. আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল, ৮১. সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। (৩৮ সূরা ছোয়াদ ঃ আয়াত ৭৯-৮১)

৫৮৯. ইবলিস বলল "আমিও আদম সন্তানদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব"

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ
وَالْحَقَّ أَقُولُ ۝ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

অর্থ ঃ ৮২. সে বলল, আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। ৮৩. তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। ৮৪. আল্লাহ্ বললেনঃ তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি- ৮৫. তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব। (৩৮ সূরা ঃ ছোয়াদ, আয়াত ঃ ৮২-৮৫)

কাফের

৫৯০. যারা কাফের তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ
عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ۝ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ
النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝

(৩৫ সূরা আল ফাতির ঃ আয়াত ৩৬-৩৭)

অর্থ ঃ ৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা আর্তচীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। আল্লাহ্ বলবেন,. আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই। (৩৫ সূরা আল ফাতির ঃ আয়াত ৩৬-৩৭)

৫৯১. সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠٠﴾ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

অর্থ ঃ ৯৯. আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব। ১০০. সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। ১০১. যাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আমার স্মরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না। ১০২. কাফেররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি।
(১৮ সূরা ঃ কাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ৯৯-১০২)

৫৯২. কাফেররা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧﴾ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾

(৬১ সূরা আছ ছফ ঃ আয়াত ৭-৮)

অর্থ ঃ ৭. যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ৮. তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (৬১ সূরা আছ ছফ ঃ আয়াত ৭-৮)

৫৯৩. কাফেররা বলে 'যখন আমরা মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হব, তখনও কি পুনরুত্থিত হবে?

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ەۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوْعُوْنَ ەۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾

অর্থ ঃ ৪৭. তারা বলত ঃ আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব। ৪৮. এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও। ৪৯. বলুন ঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, ৫০. সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

(৫৬ সূরা আল ওয়াকেয়া ঃ আয়াত ৪৭-৫০)

৫৯৪. তারা কাফেরেরা বলে আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

অর্থ ঃ ২৪. তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। ২৫. তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে নিয়ে এস। ২৬. আপনি বলুন, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (৪৫ সূরা আল জাসিয়া ঃ আয়াত ২৪-২৬)

৫৯৫. কাফেরদের দেয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۝٦٢ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝٦٣ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْۤ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝٦٤ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ۝٦٥ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝٦٦ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝٦٧ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ۝٦٨

অর্থ ঃ ৬২. এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ? ৬৩. আমি যালেমদের জন্য একে বিপদ করেছি। ৬৪. এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে। ৬৫. এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। ৬৬. কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। ৬৭. তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে, ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, ৬৮. অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে অবশ্যই জাহান্নামের দিকে। (৩৭ সূরা আস্ সাফফাত ঃ আয়াত ৬২-৬৮)

৫৯৬. আল্লাহ তাঁর নূরের বিধান পূর্ণ করবেন

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٣٢ هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝٣٣

(৯ সূরা ঃ আত-তাওবাহ, আয়াত ঃ ৩২-৩৩)

অর্থ ঃ ৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের বিধান পূর্ণ করবেন- যদিও কাফেররা তা অপছন্দ মনে করে। ৩৩. তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হিদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ মনে করে। (৯ সূরা ঃ আত-তাওবাহ, আয়াত ঃ ৩২-৩৩)

৫৯৭. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেন

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

অর্থ ঃ ৫৭. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি ৫৮. যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। ৫৯. হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৩৩ সূরা আল আহযাব ঃ আয়াত ৫৭-৫৯)

৫৯৮. জান্নাতীরা দোজখীদের বলবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পানি ও রিজিক কাফেরদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

অর্থ ঃ ৫০. দোযখীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমাদের ওপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে ঃ আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন, ৫১. যারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছেন এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকার ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা (আমার) আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত। (৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ৫০-৫১)

আবু লাহাব

৫৯৯. আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۞١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَا لُهٗ وَمَا كَسَبَ ۞٢ سَيَصْلٰى نَا رًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞٣

অর্থ ঃ ১. আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, ২. কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। ৩. সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। **(১১১ সূরা লাহাব ঃ আয়াত ১-৩)**

অন্ধ ও বধির

৬০০. তারা বধির, মুক এবং অন্ধ সুতরাং তারা ফিরে আসবে না

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۞١٨ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَا بِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَ اللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِا لْكٰفِرِيْنَ ۞١٩ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَا رَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَ اِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ اَبْصَا رِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞٢٠

অর্থ ঃ ১৮. তারা বধির, মুক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। **১৯.** আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্ঠিত। ২০. বিদ্যুৎতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত **১৮-২০**)

৬০১. নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۞٩

অর্থ ঃ ৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

(৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯)

মুশরিক

৬০২. নবী ও মুমিনদের উচিৎ নয় মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْۤا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ
مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾

অর্থ ঃ ১১৩. নবী ও মু'মিনের উচিত নয় মুশরেকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক–একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। **১১৪.** আর ইব্রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল। (৯ সূরা ঃ আত-তাওবাহ, আয়াত ঃ **১১৩-১১৪**)

মুনাফেক

৬০৩. প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَاۤ
اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا
ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۴﴾ اَللّٰهُ
يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۵﴾

(২ সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ১৩-১৫)

অর্থ ঃ ১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলেন, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। **১৪.** আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি- আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। **১৫.** বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (২ সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ১৩-১৫)

৬০৪. মুনাফিকদের কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও জানাযার নামাজ পড়বেন না

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۴﴾

(৯ সূরা আত তাওবাহ ঃ আয়াত ৮৪)

অর্থ ঃ ৮৪. আর তাদের মধ্যে থেকে কারো মৃত্যু হলে তাঁর উপর কখনও জানাযার নামাজ পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। (৯ সূরা আত তাওবাহ ঃ আয়াত ৮৪)

অকৃতজ্ঞ

৬০৫. কেবল অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করে

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۳۱﴾ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿۳۲﴾

অর্থ ঃ ৩১. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে। ৩২. যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

(৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৩১-৩২)

৬০৬. মুনাফিকদের জন্য নির্ধারিত আছে বেদনাদায়ক আজাব

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ
لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ﴿١٣٨﴾
الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ
فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾

অর্থ ঃ ১৩৭. যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফের হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন। ১৩৮. সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব- ১৩৯. যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে। (৪ সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৭-১৩৯)

৬০৭. নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা জানান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ
الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾

অর্থ ঃ ১৪৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে? ১৪৫. নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। (৪ সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৪৪-১৪৫)

৬০৮. তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত এবং আরো পথভ্রান্ত

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ
سَبِيْلًا ﴿٤٤﴾ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿٤٦﴾

অর্থ ঃ ৪৪. আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত। ৪৫. তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। ৪৬. অতঃপর একে আমি নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৪৪-৪৬)

মুর্খ

৬০৯. মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য দোযখের আগুন

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۗ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ
﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ هِيَ
حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

অর্থ ঃ ৬৭. মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; বিধায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহকে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান। ৬৮. ওয়াদা করেছেন আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের- তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। (৯ সুরা আত তাওবা ঃ আয়াত ৬৭-৬৮)

৬১০. তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا
سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا
اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ ৬৩. রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৩-৬৫)

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ কুরআন

সন্দেহ নেই

৬১১. এই সে কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই

الٓمّٓ ۚ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۚۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১-৩)

অর্থ ঃ ১. আলিফ লাম মীম। ২. এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, ৩. যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে 'রিযিক' বা কল্যাণকর বস্তু দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১-৩)

গভীর চিন্তা

৬১২. তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿۲۳﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿۲۴﴾

(৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ২৩-২৪)

অর্থ ঃ ২৩. এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। ২৪. তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ২৩-২৪)

চ্যালেঞ্জ

৬১৩. যদি পার কুরআনের মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا
شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

(২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ২৩-২৪)

অর্থ ঃ ২৩. এতদুসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও- এক আল্লাহ্‌কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। ২৪. আর যদি তা না পার- অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ২৩-২৪)

৬১৪. বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটাই সুরা

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا
بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

(১০ সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ৩৭-৩৮)

অর্থ ঃ ৩৭. আর কুরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই- তোমার বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে। ৩৮. মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটি সূরা, আর ডেকে নাও যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ্ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (১০ সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ৩৭-৩৮)

৬১৫. মানুষ ও জ্বিন কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؗ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾

অর্থ ঃ ৮৮. বলুন ঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। ৮৯. আমি এই কুরআনে মানুষের বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮৮-৮৯)

সহজ

৬১৬. আমি কুরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

(৫৪ সূরা আল কামার ঃ আয়াত ২২, ৩২, ৪০ একই আয়াত)

অর্থ ঃ ২২. আমি কুরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি ? (৫৪ সূরা আল কামার ঃ আয়াত ১৭, ২২, ৩২, ৪০ একই আয়াত)

৬১৭. শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

(৫৫ সূরা আর রহমান ঃ আয়াত ১-৪)

অর্থ ঃ ১. করুণাময় আল্লাহ ২. শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, ৩. সৃষ্টি করেছেন মানুষ ৪. তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫৫ সূরা আর রহমান ঃ আয়াত ১-৪)

পাহাড়

৬১৮. পাহাড় আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেত

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝٢٢

অর্থ ঃ ২১. যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। ২২. তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (৫৯ সূরা হাশর ঃ আয়াত ২১-২২)

কবির রচনা নয়

৬১৯. পবিত্র কুরআন কোন কবির রচনা নয়, কোন গণকের কথাও নয়

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۝٣٨ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۝٣٩ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝٤٠ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۝٤١ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٤٢ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٤٣

(৬৯ সূরা হাক্কাহ ঃ আয়াত ৩৮-৪৩)

অর্থ ঃ ৩৮. আমি আল্লাহ কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও। ৩৯. এবং যা তোমরা দেখতে পাওনা। ৪০. নিশ্চয়ই এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। ৪১. এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। ৪২. এটা কোন গণকের কথা নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ৪৩. এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। (৬৯ সূরা হাক্কাহ ঃ আয়াত ৩৮-৪৩)

৬২০. তারা কি বলে? কুরআন তুমি তৈরি করেছ

أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٣﴾ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٤﴾

(১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ১৩-১৪)

অর্থ ঃ ১৩. তারা কি বলে ? কুরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। ১৪. অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথা পূরণ করতে অপারগ হয়; তবে জেনে রাখ এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। অতএব এখন কি তোমরা আত্মসমর্পণ করবে? (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ১৩-১৪)

হেদায়েত

৬২১. নিশ্চয়ই কুরআন মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾

(২৭ সূরা আল নমল ঃ আয়াত ৭৭-৭৯)

অর্থ ঃ ৭৭. এবং নিশ্চিতই এটা মু'মিনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। ৭৮. আপনার পালনকর্তা নিজ শাসন ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। ৭৯. অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন। (২৭ সূরা আল নমল ঃ আয়াত ৭৭-৭৯)

৬২২. এই কুরআন তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾

(২৬ সূরা আশ শুআরা ঃ আয়াত ১৯২-১৯৫)

অর্থ ঃ ১৯২. এই কুরআন তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। ১৯৩. বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে ১৯৪. আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, ১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

(২৬ সূরা আশ শুআরা ঃ আয়াত ১৯২-১৯৫)

৬২৩. আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

অর্থ ঃ ১১৩. এমনিভাবে আমি আরবী ভাষার কুরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়। **১১৪.** সত্যিকার অধিপতি আল্লাহ অতি মহান। আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কুরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুনঃ হে আমার পালনকর্তা আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (২০ সূরা ত্বোয়া-হা ঃ আয়াত **১১৩-১১৪**)

আল্লাহ হতে অবতীর্ণ

৬২৪. কুরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ হতে অবতীর্ণ

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾

অর্থ ঃ ১. ইয়া-সীন, ২. প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম ৩. নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন, ৪. সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। ৫. কুরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ, ৬. যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত **১-৬**)

৬২৫. কুরআন নাযিল হয়েছে শবে-কদরে

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

(৯৭ সূরা আল কদর ঃ আয়াত ১-৫)

অর্থ ঃ ১. আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। ২. শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ? ৩. শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৪. এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। ৫. এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যহত থাকে। (৯৭ সূরা আল কদর ঃ আয়াত ১-৫)

পথ প্রদর্শনকারী

৬২৬. এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সরল

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝৮ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ
كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝৯ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ
رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝১০

অর্থ ঃ ৮. এবং তার উপর যাকিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব। ৯. আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? ১০. যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোয়া করে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আপনার নিকট থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (১৮ সূরা ঃ কাহ্ফ, আয়াত ঃ ৮-১০)

৬২৭. তারা কুরআনকে উপলব্ধি করতে পারে না

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا
مَّسْتُوْرًا ۝৪৫ وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَاِذَا ذَكَرْتَ
رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝৪৬

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৪৫-৪৬)

অর্থ ঃ ৪৫. যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। ৪৬. আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণকুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কুরআনের পালনকর্তার একত্ব আবৃত্তি করেন, তখনও অনীহাবশতঃ ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৪৫-৪৬)

পাঠ করা

৬২৮. কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا
عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي
الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾ اَلَآ
اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

অর্থ ঃ ৬১. বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই। (১০ সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ৬১-৬২)

৬২৯. আমি আপনাকে বার বার পঠিত্য সাতটি আয়াত দান করেছি

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا
عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾ اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ
اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

অর্থ ঃ ৬১. বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই। (১০ সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ৬১-৬২)

৬৩০. যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي
نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ
الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

(৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ২০৪-২০৫)

অর্থ ঃ ২০৪. আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়। ২০৫. আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত–সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে–খবর থেকো না। (৭ সূরা আল-আরাফ ঃ আয়াত ২০৪-২০৫)

৬৩১. আল্লাহ জানেন আর তোমরা জাননা

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ
بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ
فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

অর্থ ঃ ৬৫. হে আহলি কিতাব! তোমরা কেন ইব্রাহীম সম্বন্ধে আমাদের সংগে ঝগড়া করো? তাওরাত ও ইঞ্জিল তো ইব্রাহিমের বহু পরে নাযিল হয়েছে। তোমাদের কী আকল নেই? ৬৬. আহ! তোমরা যে বিষয়ে কিছু জ্ঞান রাখো তা নিয়ে তো বিবাদ বাঁধিয়েছো; কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নেই সে নিয়ে কেন বিবাদ বাধাও? আল্লাহ ভালভাবেই জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না। (৩ সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ৬৫-৬৬)

৬৩২. বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় গ্রহণ করুন

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

(১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াত ৯৭-৯৮)

অর্থ ঃ ৯৭. যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। ৯৮. অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। (১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াত ৯৭-৯৮)

সূরা ফাতিহা

৬৩৩. আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত দিয়েছি

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝٨٦ وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۝٨٧ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٨

(১৫ সূরা হিজর ঃ আয়াত ৮৬-৮৮)

অর্থ ঃ ৮৬. নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। ৮৭. আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি। ৮৮. আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন। (১৫ সূরা হিজর ঃ আয়াত ৮৬-৮৮)

সর্বাধিক সরল

৬৩৪. কুরআন সর্বাধিক সরল পথ প্রদর্শন করে

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝٩ وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٠

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৯-১০)

অর্থ ঃ ৯. এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে। ১০. এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৯-১০)

৬৩৫. আমি এই কুরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝٤١ قُلْ لَّوْ
كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝٤٢ سُبْحٰنَهٗ وَ
تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤٣

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৪১-৪৩)

অর্থ ঃ ৪১. আমি এই কুরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। ৪২. বলুনঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ অন্বেষণ করত। ৪৩. তিনি নেহায়েত পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে বহু উর্ধ্বে। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৪১-৪৩)

রোগের সুচিকৎসা

৬৩৬. কুরআন রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝٨١ وَنُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝٨٢

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮১-৮২)

অর্থ ঃ ৮১. বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। ৮২. আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

(১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮১-৮২)

৬৩৭. কুরআন বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

(৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ আয়াত ৪৪)

অর্থ ঃ ৪৪. আমি যদি অনারব ভাষায় কুরআন নাযিল করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিস্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন ? কি আশ্চর্য যে কিতাব অনারব ভাষার আর রসুল আরবীভাষী। বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দুরবর্তী স্থান থেকে আহবান করা হয়। (৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ আয়াত ৪৪)

শ্রবণ করা

৬৩৮. কাফেরেরা বলে তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾

অর্থ ঃ ২৬. আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্রগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। ২৭. আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। ২৮. এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি-জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফল স্বরূপ। (৪১ সূরা হা-মীম সিজদাহ ঃ আয়াত ২৬-২৮)

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ দোয়া

ক্ষমা করুন

৬৩৯. হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১২৮)

অর্থ ঃ ১২৮. পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত, আত্মসমর্পিত কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১২৮)

কল্যাণ দিন

৬৪০. হে আল্লাহ আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

অর্থ ঃ ২০১. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে- হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২০১)

দয়া করুন

৬৪১. হে আল্লাহ আমাদেরকে দয়া কর তুমিই মহান দাতা

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

অর্থ ঃ ৮. হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৮)

অপরাধী করবেন না

৬৪২. হে আল্লাহ আমাদেরকে অপরাধী করো না

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থ ঃ ২৮৬. হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর ঐ বোঝা চাপিয়ে দিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৮৬)

জাহান্নাম থেকে বাঁচান

৬৪৩. হে আল্লাহ আমাদেরকে দোযখের আজাব থেকে রক্ষা কর

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ ১৬. (যারা বলে) হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৬)

৬৪৪. হে আল্লাহ আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

অর্থ ঃ ১৯১. যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে, তারা বলে, পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৯১)

৬৪৫. হে আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ ৬৩. রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছে থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৩-৬৫)

৬৪৬. হে আল্লাহ আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরীত কর

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ ৬৫. (এবং যারা বলে), হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৫)

মন্দকাজ থেকে বাঁচান

৬৪৭. হে আল্লাহ আমাদের থেকে মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

অর্থ ঃ ১৯৩. হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ্ মাফ কর এবং আমাদের দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।

(৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৯৩)

৬৪৮. হে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۴﴾

অর্থ ঃ ১৯৪. হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৯৪)

জীবিকা দান করুন

৬৪৯. হে আল্লাহ আমাদেরকে জীবিকা দান কর

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

অর্থ ঃ ১১৪. ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন ঃ হে আল্লাহ্, আমাদের পালনকর্তা। আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। (৫ সূরা আল মায়িদাহ ঃ আয়াত ১১৪)

ধৈর্য দান করুন

৬৫০. হে আল্লাহ আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

(৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ১২৬)

অর্থ ঃ ১২৬. (বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে।) হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান কর। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ১২৬)

প্রার্থনা কবুল কর

৬৫১. হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল কর

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

অর্থ ঃ ৪০. হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামাজ কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। ৪১. হে আমাদের পালনকর্তা আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (১৪ সূরা আল ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪০-৪১)

সরল পথ দেখাও

৬৫২. হে আল্লাহ আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

(১ সূরা ফাতিহা ঃ আয়াত ৫-৭)

অর্থ ঃ ৫. হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৬. সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (১ সূরা ফাতিহা ঃ আয়াত ৫-৭)

তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু

৬৫৩. হে আল্লাহ তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

অর্থ ঃ ১০৯. (আমার বান্দাদের এক দলে বলত) ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন ঃ আয়াত ১০৯)

তওবা কবুল কর

৬৫৪. হে আল্লাহ আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

অর্থ ঃ ২৩. (তারা উভয়ে বলল) ঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ২৩)

৬৫৫. হে আল্লাহ যারা তওবা করে তাদেরকে তুমি ক্ষমা কর

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٧﴾

অর্থ ঃ ৭. (যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (৪০ সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৭)

জান্নাত দান কর

৬৫৬. হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾

৮. হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৯. এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (৪০ সূরা আল মু'মিন ঃ আয়াত ৮-৯)

পরীক্ষা নিও না

৬৫৭. হে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার পাত্র করো না

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٥﴾

অর্থ ঃ ৫. হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬০ সূরা আল মুমতাহিনা ঃ আয়াত ৫)

তুমি মিমাংসাকারী

৬৫৮.হে আল্লাহ তুমিই মিমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾

(৭ সূরা আল আ'রাফ ঃ আয়াত ৮৯)

অর্থ ঃ ৮৯. আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্‌র প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ৮৯)

৬৫৯. হে আল্লাহ তুমি তো জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۚ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾

(১৪ সূরা আল ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৩৮)

অর্থ ঃ ৩৮. হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করি। আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (১৪ সূরা আল ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৩৮)

দোয়াকারীদের জন্য দোয়া

৬৬০. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ
مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ
اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾

(৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ৮৫-৮৬)

অর্থ ঃ ৮৫. যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। ৮৬. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী।

(৪ সূরা আন্ নিসা ঃ আয়াত ৮৫-৮৬)

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ মু'মিনগণ

প্রকৃত মু'মিন

৬৬১. প্রকৃত মু'মিন কারা

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

(৮ সূরা আনফাল ঃ আয়াত ২)

অর্থ ঃ ২. প্রকৃত. মু'মিন তারাই যখন তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়ে উঠে এবং যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়, তখন ঐ আয়াত সমূহ তাদের ঈমানকে আরো মজবুত করে দেয় এবং তারা আপন রবের উপরই ভরসা করে থাকে। (৮ সূরা আনফাল ঃ আয়াত ২)

৭৬২. হে ঈমানদাররা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মান্য কর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

অর্থ ঃ ২৪. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে। (৮ সূরা আনফাল ঃ আয়াত ২৪)

৬৬৩. সেই সব মু'মিনরা ফেরদাউস বেহেশতে থাকবে

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا
عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠

অর্থ ঃ ১. মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, ২. যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র; ৩. যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, ৪. যারা যাকাত দান করে থাকে ৫. এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। ৬. তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। ৭. অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। ৮. এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে ৯. এবং যারা তাদের নামাজসমূহের খবর রাখে, ১০. তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন ঃ আয়াত ১-১০)

৬৬৪. বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ
فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝١٤ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝١٥

(৪৯ সূরা আল হুজরাত ঃ আয়াত ১৪-১৫)

অর্থ ঃ ১৪. মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুনঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দু মাত্রও নিস্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল , পরম মেহেরবান। ১৫. তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনা এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।

(৪৯ সূরা আল হুজরাত ঃ আয়াত ১৪-১৫)

আল্লাহর ভয়

৬৬৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমার পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা কর

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦

অর্থ ঃ ৬. হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (৬৬ সূরা আত্ তাহরীম ঃ আয়াত ৬)

নত দৃষ্টি

৬৬৬. মু'মিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٣١

অর্থ ঃ ৩০. মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। ৩১. ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানের অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত ঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথায় ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে তওবা কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (২৪ সূরা আন নূর ঃ আয়াত ৩০-৩১)

ভীত অন্তর

৬৬৭. যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝٣

(৮ সূরা ঃ আল-আনফল, আয়াত ঃ ২-৩)

অর্থ ঃ ২. যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। ৩. সে সমস্ত লোক যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (৮ সূরা ঃ আল-আনফল, আয়াত ঃ ২-৩)

আল্লাহই যথেষ্ট

৬৬৮. হে নবী, আপনার জন্য এবং ঈমানদারদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٦٤ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝٦٥

(৮ সূরা ঃ আল-আনফল, আয়াত ঃ ৬৪-৬৫)

অর্থ ঃ ৬৪. হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। ৬৫. হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ' লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ, ওরা জ্ঞানহীন। (৮ সূরা ঃ আল-আনফল, আয়াত ঃ ৬৪-৬৫)

বিজয়ী

৬৬৯. যদি তোমরা মু'মিন হও, তোমরাই জয়ী হবে

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

অর্থ ঃ ১৩৭. তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। ১৩৮. এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী। ১৩৯. আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৩৭-১৩৯)

সৃষ্টির সেরা

৬৭০. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴿٨﴾

অর্থ ঃ ৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। ৮. তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। (৯৮ সূরা বায়্যিনাহ ঃ আয়াত ৭-৮)

পরীক্ষা

৬৭১. আল্লাহ তা'আলা ঈমানের পরীক্ষা নিবেন

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾

অর্থ ঃ ২. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি এই কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে। আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। ৩. আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী। (২৯ সূরা আল-আনকাবূত ঃ আয়াত ২-৩)

৬৭২. নিশ্চয়ই আল্লাহ ভয়ভীতি ও জান-মালের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করবেন

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

অর্থ ঃ ১৫৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয় ভীতি ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি ক্ষুধা এবং মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা। আর ধৈর্য অবলম্বনকারীদেরকে সুসংবাদ দাও। (২ সূরা আল-বাক্বারা ঃ আয়াত ১৫৫)

৬৭৩. তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তোমাদের মধ্যে কে ভাল আমল করে

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾

অর্থ ঃ ৬. আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। ৭. তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তার আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে তখন কাফেররা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু। (১১ সূরা হূদ ঃ আয়াত ৬-৭)

৬৭৪. নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

অর্থ ঃ ১৫৪. আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। ১৫৫. এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১৫৪-১৫৫)

৬৭৫. কান, চক্ষু ও অন্তকরণ এদের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসিত হবে

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٦﴾

অর্থ ঃ ৩৪. আর, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংখা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ৩৫. মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ। ৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (১৭ সূরা বনি ইসরাঈল ঃ আয়াত ৩৪-৩৬)

অন্তরঙ্গ বন্ধু

৬৭৬. মু'মিন ব্যক্তি মু'মিন ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে না

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٨﴾

(৩ সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১১৮)

অর্থ ঃ ১১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।

(৩ সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১১৮)

ইনশাল্লাহ্ বলে

৬৭৭. আপনি বলবেন না, "সেটি আমি আগামীকাল করবো" ইনশাআল্লাহ্ বলা ব্যতিত

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاْئٍۦ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

অর্থ ঃ ২৩. আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি 'আগামীকাল করব' ২৪. ইনশাআল্লাহ বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন ঃ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (১৮ সূরা আল কাহাফ ঃ আয়াত ২৩-২৪)

খেলাফত

৬৭৮. সৎ কাজকারী ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের খেলাফত দান করবেন

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

অর্থ ঃ ৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই জমীনের খেলাফত দান করবেন। যেমনিভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের খেলাফাত দান করেছিলেন, যে জীবনবিধান তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাও তাদের জন্যে সুদৃঢ় করে দেবেন, তাদের ভীতিজনক অবস্থার পর তিনি তাদের অবস্থা শান্তিতে বদলে দেবেন, তারা শুধু আমারই গোলামী করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না; এরপরও যে তাঁর নেয়ামতের নাফরমানী করবে তারাই গুনাহগার।

(২৪ সূরা আন-নূর ঃ আয়াত ৫৫)

হায়াতান তৈয়্যেবাহ

৬৭৯. নেককার পুরুষ এবং নারীকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে হায়াতান তৈয়্যেবাহ দান করবেন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

(১৬ সূরা আন-নহল ঃ আয়াত ৯৭)

অর্থ ঃ ৯৭. যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, সে পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক যদি সে ঈমানদার হয়, তবে আমি (আল্লাহ তা'আলা) তাকে দুনিয়াতেই হায়াতান তৈয়্যেবাহ এক সুখময়, শান্তিময় জীবন দান করব এবং তার ভাল কাজের বিনিময়ে তাকে পুরস্কার প্রদান করব। (১৬ সূরা আন-নহল ঃ আয়াত ৯৭)

ধৈর্যশীল

৬৮০. হে মু'মিনগণ তোমরা 'রায়িনা' বলো না উনযুরনা বল এবং শুনতে থাক

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

(২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১০৩-১০৪)

অর্থ ঃ ১০৩. যদি তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহভীরু হত, তবে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত। ১০৪. হে মু'মিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না- 'উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১০৩-১০৪)

পঞ্চাদশ অধ্যায় ঃ নামাজে বহুল পঠিত সূরাগুলি

৬৮১. আল্লাহ কেয়ামত দিনের মালিক

সূরা ফাতিহা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

অর্থ ঃ ১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমরাই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৬. সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (১ সূরা ফাতিহা ঃ আয়াত ১-৭)

৬৮২. আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে

সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۝٤
الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

অর্থ ঃ ১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার ২. মানুষের অধিপতির, ৩. মানুষের মা'বুদের ৪. তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬. জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। (১১৪ সূরা নাস ঃ আয়াত ১- ৬)

৬৮৩. আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি হিংসুকের অনিষ্ট থেকে

সূরা ফালাক্ব

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ
النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

অর্থ ঃ ১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪. গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (১১৩ সূরা ফালাক্ব ঃ আয়াত ১- ৫)

৬৮৪. আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি কেউ তাকে জন্ম দেয়নি

সূরা এখলাছ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝۳ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝۴

অর্থ ঃ ১. বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, ২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি ৪. এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

(১১২ সূরা এখলাছ ঃ আয়াত ১-৪)

৬৮৫. আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক

সূরা লাহাব

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝۱ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝۲ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ ۝۳ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝۴ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝۵

অর্থ ঃ ১. আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, ২. কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। ৩. সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে ৪. এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে, ৫. তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে। (১১১ সূরা লাহাব ঃ আয়াত ১-৫)

৬৮৬. নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী

সূরা নছর

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

(১১০ সূরা নছর ঃ আয়াত ১-৩)

অর্থ ঃ ১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, ৩. তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। (১১০ সূরা নছর ঃ আয়াত ১-৩)

৬৮৭. আমি ইবাদত করিনা, তোমরা যার ইবাদত কর

সূরা কাফিরুন

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝ وَلَآ أَنَا
عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

(১০৯ সূরা কাফিরূন ঃ আয়াত **১-৬)**

অর্থ ঃ ১. বলুন, হে কাফেরকুল, ২. আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর। ৩. এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি ৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। ৫. তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। ৬. তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে। (১০৯ সূরা কাফিরূন ঃ আয়াত **১-৬)**

৬৮৮. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি

সূরা কাওসার

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

অর্থ ঃ **১.** নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। ২. অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানী করুন। ৩. যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ। (১০৮ সূরা কাওসার ঃ আয়াত **১-৩)**

৬৮৯. দুর্ভোগ সেসব নামাজীর যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে

সূরা মাউন

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى
طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥ الَّذِيْنَ
هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

অর্থ ঃ ১. আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যাবলে? ২. সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় ৩. এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। ৪. অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজীর, ৫. যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর; ৬. যারা লোক-দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে ৭. এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না। (১০৭ সূরা মাউন ঃ আয়াত ১-৭)

৬৯০. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার

সূরা কুরাইশ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ
۝٣ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

অর্থ ঃ ১. কুরাইশের আসক্তির কারণে, ২. আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। ৩. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার ৪. তিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (১০৬ সূরা কুরাইশ ঃ আয়াত ১-৪)

৬৯১. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি

সূরা ফীল

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ
۝٢ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۝٥

(১০৫ সূরা ফিল ঃ আয়াত **১-৫**)

অর্থ ঃ ১. আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? ৩. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, ৪. যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন। (১০৫ সূরা ফিল ঃ আয়াত **১-৫**)

৬৯২. সে কি মনে করে তার অর্থ তার সাথে চিরকাল থাকবে

সূরা হুমাযহা

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝١ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهٗ أَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا
لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى
الْأَفْئِدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

(১০৪ সূরা হুমাযাহ ঃ আয়াত **১-৯**)

অর্থ ঃ ১. প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, ২. যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে ৩. সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। ৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। ৫. আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? ৬. এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। ৮. এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, ৯. লম্বা লম্বা খুঁটিতে। (১০৪ সূরা হুমাযাহ ঃ আয়াত **১-৯**)

৬৯৩. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

সূরা আছর

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

(১০৩ সূরা আছর ঃ আয়াত ১-৩)

অর্থ ঃ ১. কসম যুগের, ২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; ৩. কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

(১০৩ সূরা আছর ঃ আয়াত ১-৩)

৬৯৪. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে

সূরা তাকাসুর

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ
الْيَقِينِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝٨

অর্থ ঃ ১. প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, ২. এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। ৩. এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। ৪. অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। ৫. কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। ৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, ৭. অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, ৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

(১০২ সূরা তাকাসুর ঃ আয়াত ১-৮)

৬৯৫. যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে

সূরা কারিআ

اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿۴﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ﴿۵﴾ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۶﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۸﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ﴿۹﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ؕ﴿۱۰﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ۚ﴿۱۱﴾

অর্থ ঃ ১. করাঘাতকারী, ২. করাঘাতকারী কি? ৩. করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? ৪. যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত ৫. এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। ৬. অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, ৭. সে সুখীজীবন যাপন করবে ৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে, ৯. তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। ১০. আপনি জানেন তা কি? ১১. প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (১০১ সূরা কারিআ ঃ আয়াত ১-১১)

৬৯৬. সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে

সূরা আদিয়াত

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿۱﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿۲﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿۳﴾ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿۴﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿۶﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿۷﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ؕ﴿۸﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ۙ﴿۹﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ﴿۱۰﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۚ﴿۱۱﴾

অর্থ ঃ ১. (সেসব) ঘোড়ার কসম, যারা হ্রেসা ধ্বনি করে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌঁড়ায় ২. আর (পদাঘাতে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়ায়। ৩. তারপর অতিভোরে হঠাৎ (জনপদে) আক্রমণ চালায়। ৪. আর এ সময়ে ধুলি উড়ায়। ৫. আর এরূপ অবস্থায় শত্রুদের ভিতরে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ৬. অবশ্যই মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। ৭. এবং সে নিজেই তা জানে। ৮. আর নিশ্চয় সে ধন-সম্পদের লালসায় উন্মত্ত; ৯. তবে সে কি সেই সময় সম্বন্ধে জানে না, যখন কবরে সমাহিত সবকিছু বের হয়ে আসবে? ১০. এবং (মানুষের) দিলে (অন্তরে) লুকানো সবকিছু (বের হয়ে আসবে) প্রকাশিত হবে? ১১. সেদিন তাদের কী হবে তার রব অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত হবেন (আছেন)। (১০০ সূরা আদিয়াত ঃ আয়াত ১১)

৬৯৭. যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে

সূরা যিলযাল

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنسَانُ
مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ
النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

অর্থ ঃ ১. যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, ২. যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে ৩. এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? ৪. সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ৫. কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। ৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। ৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (৯৯ সূরা যিলযাল ঃ আয়াত ১-৮)

৬৯৮. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা

সূরা বাইয়্যিনাহ্

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ ۙ﴿১﴾ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ﴿২﴾ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ؕ﴿৩﴾ وَمَا تَفَرَّقَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ؕ﴿৪﴾ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا
اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ
الْقَيِّمَةِ ؕ﴿৫﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ﴿৬﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؕ﴿৭﴾ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴿৮﴾

(৯৮ সূরা বাইয়্যিনাহ ঃ আয়াত ১-৮)

অর্থ ঃ ১. আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। ২. অর্থাৎ, আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, ৩. যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। ৪. অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। ৫. তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। ৬. আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। (৯৮ সূরা বাইয়্যিনাহ ঃ আয়াত ১-৮)

৬৯৯. শবে কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

সূরা কদর

إِنَّا أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ
مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلَٰمٌ
هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝٥

অর্থ ঃ ১. আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। ২. শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? ৩. শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ৪. এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। ৫. এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (৯৭ সূরা কদর ঃ আয়াত ১-৫)

৭০০. আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না

সূরা আলাক্ব

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۝٣
ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

অর্থ ঃ ১. পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। ৩. পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৯৬ সূরা আলাক্ব ঃ আয়াত ১-৫)

৭০১. সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ۝٦ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ۝٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ ۝٨ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى
يَنْهَىٰ ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ۝١٠ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ۝١١ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ ۝١٢

(৯৬ সূরা আলাক ঃ আয়াত ৬-১২)

অর্থ ঃ ৬. সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, ৭. এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। ৮. নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই মানুষের প্রত্যাবর্তন হবে। ৯. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে ১০. এক বান্দাকে যখন সে নামাজ পড়ে? ১১. আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে ১২. অথবা আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়। (৯৬ সূরা আলাক ঃ আয়াত ৬-১২)

৭০২. সে কি জানেনা যে, আল্লাহ দেখেন

أَرَءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝١٣ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۝١٤ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ
لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَـٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ۝١٧ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ
۝١٨ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩ ۝١٩

(৯৬ সূরা আলাক ঃ আয়াত ১৩-১৯)

অর্থ ঃ ১৩. আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। ১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন? ১৫. কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই- ১৬. মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। ১৭. অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক। ১৮. আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে ১৯. কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন। (৯৬ সূরা আলাক ঃ আয়াত ১৩-১৯)

৭০৩. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর অবয়বে

সূরা আত্ ত্বীন

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ
فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنَـٰهُ أَسْفَلَ سَـٰفِلِينَ ۝٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۝٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَـٰكِمِينَ ۝٨

(৯৫ সূরা আতত্বীন ঃ আয়াত ১-৭)

অর্থ ঃ ১. শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও জয়তুনের, ২. এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের, ৩. এবং এই নিরাপদ নগরীর। ৪. আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে ৫. অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে ৬. কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার। ৭. অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কেয়ামতকে? ৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্টতম বিচারক নন?

(৯৫ সূরা আতত্বীন ঃ আয়াত ১-৭)

৭০৪. নিশ্চয় কষ্টের পর স্বস্তি রয়েছে

সূরা ইন্‌শিরাহ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِيٓ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَإِذَا فَرَغْتَ
فَانْصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

(৯৪ সূরা আল ইনশিরাহ ঃ আয়াত ১-৮)

অর্থ ঃ ১. আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? ২. আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, ৩. যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ। ৪. আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। ৫. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ৭. অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। ৮. এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন। (৯৪ সূরা আল ইনশিরাহ ঃ আয়াত ১-৮)

৭০৫. আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়

সূরা আদ্ব দোহা

وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ
الْأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦ وَوَجَدَكَ
ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا
تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

(৯৩ সূরা আদ্ব দোহা ঃ আয়াত ১-১১)

অর্থ ঃ ১. শপথ পূর্বাহ্নের, ২. শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, ৩. আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। ৪. আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। ৫. আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। ৬. তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। ৭. তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। ৮. তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। ৯. সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; ১০. সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না ১১. এবং আপনি পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন। (৯৩ সূরা আদ্ব দোহা ঃ আয়াত ১-১১)

৭০৬. আমার (আল্লাহর) দায়িত্ব পথ- প্রদর্শন করা

সূরা আল লায়ল (অংশ বিশেষ)

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٢﴾ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٣﴾ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٤﴾ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٥﴾

(৯২ সূরা আল লায়ল ঃ আয়াত ১২-১৫)

অর্থ ঃ ১২. আমার দায়িত্ব পথপ্রদর্শন করা। ১৩. আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। ১৪. অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। ১৫. এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে। (৯২ সূরা আল লায়ল ঃ আয়াত ১২-১৫)

৭০৭. যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফল কাম হয়

সূরা আল শামস (অংশ বিশেষ)

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

অর্থ ঃ ৮. অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, ৯. যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়, ১০. এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (৯১ সূরা আশ শামস ঃ আয়াত ৮-১০)

৭০৮. সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখেনি?

সূরা আল বালাদ (অংশ বিশেষ)

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٧﴾ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

(৯০ সূরা আল বালাদ ঃ আয়াত ৭-১০)

অর্থ ঃ ৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? ৮. আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, ৯. জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়? ১০. বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি।

(৯০ সূরা আল বালাদ ঃ আয়াত ৭-১০)

৭০৯. তোমরা ধন সম্পদ প্রাণভরে ভালবাস

সূরা আল ফজর (অংশ বিশেষ)

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ
الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ
يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾

অর্থ ঃ ১৯. এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল ২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস। ২১. এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। ২২. এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, ২৩. এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? (৮৯ সুরা আল ফজর ঃ আয়াত ১৯-২৩)

৭১০. আপনি তাদের শাসক নন

সূরা আল গাশিয়াহ (অংশ বিশেষ)

فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ
اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

(৮৮ সুরা আল গাশিয়াহ ঃ আয়াত ২১-২৪)

অর্থ ঃ ২১. অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, ২২. আপনি তাদের শাসক নন, ২৩. কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়, ২৪. আল্লাহ তাকে মহা আযাব দেবেন। (৮৮ সুরা আল গাশিয়াহ ঃ আয়াত ২১-২৪)

৭১১. যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে

সূরা আল আলা (অংশ বিশেষ)

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾

(৮৭ সূরা আল আলা ঃ আয়াত ৮-৯)

অর্থ ঃ ৮. আমি আপনার জন্যে সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো। ৯. উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন। (৮৭ সূরা আল আলা ঃ আয়াত ৮-৯)

৭১২. যে হত ভাগা সে উপদেশ উপেক্ষা করবে

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

(৮৭ সূরা আল আলা ঃ আয়াত ১০-১৩)

অর্থ ঃ ১০. যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, ১১. আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, ১২. সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। ১৩. অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। (৮৭ সূরা আল আলা ঃ আয়াত ১০-১৩)

৭১৩. পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

অর্থ ঃ ১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় ১৫. এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামাজ আদায় করে। ১৬. বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, ১৭. অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (৮৭ সূরা আল আলা ঃ আয়াত ১৪-১৭)

৭১৪. নিশ্চয় কুরআন সত্য - মিথ্যার ফয়সালা

সূরা আত্ব তারিক্ব (অংশ বিশেষ)

الصَّدْعِ ۝ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۝ وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝

(৮৬ সূরা আত্ব তারিক ঃ আয়াত ১৩-১৭)

অর্থ ঃ ১৩. নিশ্চয় কুরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা ১৪. এবং এটা উপহাস নয়। ১৫. তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, ১৬. আর আমিও কৌশল করি। ১৭. অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন-কিছু দিনের জন্যে। (৮৬ সূরা আত্ব তারিক ঃ আয়াত ১৩-১৭)

৭১৫. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত

সূরা বুরুজ (অংশ বিশেষ)

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١

অর্থ ঃ ৯. যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু। ১০. যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। ১১. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিনীসমূহ। এটাই মহা সাফল্য। (৮৫ সূরা বুরুজ ঃ আয়াত ৯-১১)

৭১৬. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে

সূরা ইন্‌শিক্বাক (অংশ বিশেষ)

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝٨ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝٩

অর্থ ঃ ৭. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, ৮. তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে ৯. এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

(৮৪ সূরা আল ইনশিক্বাফ ঃ আয়াত ৭-৯)

৭১৭. যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝١٠ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝١١ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝١٢ اِنَّهٗ كَانَ فِىْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝١٣ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝١٤

(৮৪ সূরা আল ইনশিক্বাফক্ব ঃ আয়াত ১০-১৪)

অর্থ ঃ ১০. এবং যাকে তার আমল নামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, ১১. সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে, ১২. এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ১৩. সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। ১৪. সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (৮৪ সূরা আল ইনশিক্বাফক্ব ঃ আয়াত ১০-১৪)

৭১৮. যারা- অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদের উপহাস করতো

সূরা আত তাতফীফ (অংশ বিশেষ)

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾

অর্থ ঃ ২৯. যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত। ৩০. এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। ৩১. তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। ৩২. আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলতঃ নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। ৩৩. অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। (৮৩ সুরা আততাতফীফ ঃ আয়াত ২৯-৩৩)

৭১৯. আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদের উপহাস করছে

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

(৮৩ সূরা আততাতফীফ ঃ আয়াত ৩৪-৩৬)

অর্থ ঃ ৩৪. আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে। ৩৫. সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, ৩৬. কাফেররা যা করত তার প্রতিফল পেয়েছে তো? (৮৩ সূরা আততাতফীফ ঃ আয়াত ৩৪-৩৬)

৭২০. সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ জানে যা তোমরা কর

সূরা ইনফিতার (অংশ বিশেষ)

كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ ১১. সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। ১২. তারা জানে যা তোমরা কর। ১৩. সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে। ১৪. এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে; ১৫. তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। ১৬. তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (৮২ সূরা ইনফিতার ঃ আয়াত ১১-১৬)

৭২১. সে দিন কেউ কারও উপকার করতে পারবে না

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

(৮২ সুরা ইনফিতার ঃ আয়াত ১৭-১৯)

অর্থ ঃ ১৭. আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? ১৮. অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? ১৯. যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র। (৮২ সুরা ইনফিতার ঃ আয়াত ১৭-১৯)

৭২২. নিশ্চয় কুরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী

সূরা আত তাকভীর (অংশ বিশেষ)

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾

(৮১ সূরা আত তাকভীর ঃ আয়াত ১৯-২২)

অর্থ ঃ ১৯. নিশ্চয় কুরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, ২০. যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, ২১. সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। ২২. এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (৮১ সূরা আত তাকভীর ঃ আয়াত ১৯-২২)

৭২৩. মানুষ ধ্বংস হোক সে কত অকৃতজ্ঞ

সূরা আবাসা (অংশ বিশেষ)

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ ۖ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾

অর্থ ঃ ১৭. মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ। ১৮. তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? ১৯. শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। ২০. অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন, ২১. অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। (৮০ সূরা আবাসা ঃ আয়াত ১৭-২১)

৭২৪. আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই

জায়নামাজের দোয়া

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ○

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্ হিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আর্দা হানীফাওঁ অমা আনা মিনাল্ মুশরিকীন।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি সব কিছু থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র তাঁর দিকে একাগ্রচিত্তে মুখ করলাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৭২৫. আল্লাহর নাম অত্যন্ত বরকতময়

সানা

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ○

বাংলা উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবরাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা- ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার নাম অত্যন্ত বরকতময় এবং তোমার মহত্ত্ব অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ (ইবাদতের যোগ্য) নাই।

৭২৬. হে প্রিয় নবী আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত বরকত বর্ষিত হউক

তাশাহ্হুদ/আত্তাহিয়াতু

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○

বাংলা উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু আছ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুন্ নাবিয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আছ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ্ ছালিহীন। আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্ হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

অর্থ ঃ মৌখিক, শারীরিক এবং আর্থিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে। হে প্রিয় নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও সব রকমের বরকত বর্ষিত হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্ তা'আলার নেক ও সৎ বান্দাদের (মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশ্তাগণের) উপরও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কোন মা'বুদ নাই এবং ইহাও সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা ও তাঁর রাছুল।

৭২৭. নিশ্চয় তুমি আল্লাহ প্রশংসিত ও সুমহান

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রঅহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও তাঁর আওলাদের (বংশধরগণের) উপর রহমত নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সুমহান। হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ও তাঁর আওলাদের উপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সুমহান।

৭২৮. হে আল্লাহ! আমি আপন নফছের উপর বহু জুলুম করেছি

দোয়ায়ে মাছুরা-১

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফছি জুলমান কাছীরাওঁ ওয়া লাইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম্মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপন নফছের (দেহ ও আত্মার) উপর বহু জুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউই পাপসমূহ ক্ষমা করতে পারবে না। অতএব, তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হইতে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে দয়া কর। বস্তুতঃ তুমিই অতি ক্ষমাকারী মহান দয়ালু।

৭২৯. হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমাকে এবং আমার পিতা মাতাকে

দোয়ায়ে মাছুরা-২

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিমান তাওয়ালাদা ওয়ালি জামীয়িল মু’মিনীনা ওয়াল মুছলিমীনা ওয়াল মুছলিমাতি আল আহইয়ায়ে মিনহুমি ওয়াল আমওয়াতি বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা আমাকে লালন পালন করেছে তাদেরকে, এবং সকল মু‘মিন নরনারীকে ও মুসলমান নরনারীদেরকে, তাদের মধ্যে জীবিত ও মৃতদেরকে, তোমার করুণা দ্বারা। হে সকল দয়াশীলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৭৩০. হে আল্লাহ! আমরা তোমার রহমতের আশা রাখি

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ- اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌّ.

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছনি আলাইকাল খাইর। ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাত্‌রুকু মাইয়াফ্ জুরুকা্। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লী ওয়ানাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছয়া ওয়ানাহফিদু ওয়ানারজু রাহমাতাকা ওয়ানাখশা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! বস্তুতঃ আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই ও তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তোমার উপর ঈমান রাখি ও তোমার উপর নির্ভর করি ও তোমারই উত্তম প্রশংসা করি ও তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা তোমার কুফরী করি না এবং যারা তোমাকে মানে না আমরা তাহাদের থেকে পৃথক হয়ে যাই ও তাদেরকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ি ও সেজদা করি এবং আমরা তোমারই নৈকট্য লাভের জন্য চেষ্টা করি ও গতিশীল হই এবং আমরা তোমার রহমতের আশা রাখি ও তোমার আযাবকে (কঠোর শাস্তিকে) ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আযাব কাফেরদিগকে ঘিরে ধরবে।

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্‌জাহ্‌তু ওয়াজ্ হিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দা হানীফাওঁ অমা আনা মিনাল্ মুশরিকীন।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি সব কিছু থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র তাঁর দিকে একাগ্রচিত্তে মুখ করলাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

ষোড়শ অধ্যায় ঃ কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

সৌরজগত

৭৩১. সৌরজগতের গ্রহ ১১টি

বিজ্ঞানের কথা ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞানীরা সৌরজগতে মোট ৯টি গ্রহ আবিস্কার করেছিলেন। সে গ্রহ গুলোর নাম হচ্ছে ঃ ১. বুধ ২. শুক্র ৩. পৃথিবী ৪. মঙ্গল ৫. বৃহস্পতি ৬. শনি ৭. ইউরেনাস ৮. নেপচুন ও ৯. প্লুটো।

বর্তমানে আমাদের সৌরজগতে আরো ২ টি নতুন গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার একটির নাম ভালকান অপরটি প্লানেট এক্স। ফলে বর্তমানে সৌরজগতে মোট ১১টি গ্রহ পূর্ণ হয়েছে এবং প্রত্যেক গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। অথচ সৌর জগতের ১১টি গ্রহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ১৪০০ বৎসর আগেই ইউসূফ আ. এর স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে তথ্য প্রকাশ করেছে।

কুরআনের কথা ঃ

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ ﴿٤﴾

Meaning " Remember when Yousuf (A) said to his father O My father indeed I saw in a dream eleven planets, the sun and the moon. I saw them prostrate themselves to me.

অর্থ ঃ ৪. যখন ইউসুফ পিতাকে বলল ঃ পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি গ্রহ। সূর্য এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশ্যে সেজদা করতে দেখেছি। (১২ সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪)

শুধু গ্রহ-নক্ষত্রই নয়, সৌর পরিবাবের প্রতিটি সদস্যই যে চলমান এবং ঘুর্ণায়মান সে ব্যাপারে দেখুন কালামে পাকের বাণী ঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

Meaning " It is not for the sun to overtake the Moon, nor can the night outstrip the days and they all swing along in an orbit.

অর্থ ঃ ৪০. সূর্য্যের সাধ্য নেই চাঁদকে ধরে, আর রাতেরও ক্ষমতা নেই যে, দিনকে অতিক্রম করে। সকলেই নিজ নিজ কক্ষে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৪০)

পৃথিবী গোলাকার

৭৩২. পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল নয় গোলাকার

বিজ্ঞানের কথা ঃ

পৃথিবী গোলাকার। একটা সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আকার সমতল বা চ্যাপ্টা। যুগ যুগ ধরে মানুষ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত যেতে ভয় করত। কারণ তারা ভাবত, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রান্তে গিয়ে পড়ে যাবে। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক নৌপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে প্রমাণ করেছিলেন, পৃথিবীর আকৃতি গোল।

কুরআনের কথা ঃ

দিন ও রাতের আবর্তন সম্পর্কে কুরআন নিচের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ-

(৩১ সুরা লোকমান ঃ আয়াত ২৯)

Meaning : Hast thos not seen how Allah causeth the hight to pass into the day and causeth the day to pass into the night.

অর্থ ঃ ২৯. তুমি কি দেখোনি, আল্লাহ্ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করেন? (৩১ সুরা লোকমান ঃ আয়াত ২৯)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রবিষ্ট হওয়ার অর্থ রাত ধীরে ধীরে এবং ধারাবাহিকভাবে দিনে পরিবর্তিত হয় এবং ঠিক তার বিপরীতভাবে দিনও পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীর আকার গোল বলেই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। পৃথিবী যদি সমতল বা চ্যাপ্টা হত তাহলে হঠাৎ রাত থেকে দিনে এবং দিন থেকে রাতে পরিবর্তিত হয়ে যেত।

ফেরাউনের মরদেহ

৭৩৩. ফেরাউনের মৃতদেহ মিশরের পিরামিডে সংরক্ষিত আছে

বিজ্ঞানের কথা ঃ

প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে, মিশর রাজ্যের শাসক ছিল ফারাও। কুরআনে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে ফেরাউন। মিশর প্রত্নতত্ত্ববিদ ও গবেষকগণ সে সময়কার ফেরাউনের নাম মারনেপতাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। শাসক হিসেবে ফেরাউন ছিল প্রচন্ড প্রতাপ সমৃদ্ধ স্বৈরাচার Autocrat। দম্ভ, অহংকার আর ঔদ্ধত্য মনোভাব তার কথা ও কাজে প্রকাশ পেত। এমনকি মানবীয় বৈশিষ্ট্যের সীমা অতিক্রম করে একদিন নিজেকে সে রব (اَنَــا

(رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) ঘোষণা করে বসল। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট নবী মুসা আ. কে নির্দেশ দেন, ফেরাউনের দরবারে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার জন্য, কিন্তু ফেরাউন তাওহীদের দাওয়াত তো গ্রহণ করলই না। বরং মুছা আ. ও তাঁর উম্মতদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করে তাদেরকে নিয়ে গেল নীল নদের তীরে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের সাথে সাথে নদের পানি দুভাগ হয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। মুছা আ. এবং তাঁর সাথী সঙ্গীরা সে রাস্তা বেয়ে নদের ওপার চলে গেলেন। ফেরাউন এবং তার সৈন্যবাহিনী একই রাস্তা অনুসরণ করে যে-ই মাত্র নদের মাঝখানে আসল, অমনি ঢেউয়ের প্রচণ্ড ঝাপটা এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দিল। এমতাবস্থায় মুসা আ. বলল, "তোমাকে অনেক বার তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছিল, তুমি বরং বার বার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে।

ফেরাউনের মৃত দেহটি এখনো সংরক্ষিত আছে কায়রো শহরের তাজবীরে অবস্থিত জাতীয় যাদুঘরের 'রয়াল মমিজ' কক্ষে। মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ লরেট কর্তৃক ১৮৯৮ সালে এটি আবিষ্কৃত হয় এবং দেহটি ফেরাউন মারনেপতাহর বলে সনাক্ত করা হয়। কুরআন যখন অবতীর্ণ হয় তখন ফেরাউন মারনেপতাহর মরদেহটি সংরক্ষিত ছিল নীল নদের পাড়ে অবস্থিত থিবিসের নেক্রোপলিস সমাধি ভূমিতে এবং তা মমি করা ছিল। রসায়নবিদরা আশ্চর্যবোধ করেন এ জন্য যে, কোন রাসায়নিক উপাদানে ফেরাউনের মরদেহ মমি করা হয়েছে যা হাজার হাজার বছর ধরে মৃত দেহটিকে অবিকৃত রেখেছে? এ প্রসঙ্গে কোন কোন রসায়ন বিজ্ঞানী বলেছেন, হয়ত তখন ফেরাউনের সাথে জন্ম নিয়েছিল একদল রসায়নবিদ যাদের বিশিষ্ট আবিষ্কারের নিরিখে ফেরাউনের নিস্প্রাণ অস্তিত্ব এখনও ঠিক আছে। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, ফেরাউনের মৃত দেহ রক্ষা করা হবে চিরকাল, যাতে সীমালংঘনকারী শাসক সম্প্রদায় শিক্ষা নিতে পারে।

কুরআনের কথা ঃ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۚ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿٩٢﴾

Meaning : This day shall we save you (Feraun) in your very body so that you may be a sign to those who come after you. But indeed many among mankind are heedless to our sings.

অর্থ ঃ ৯২. আজ আমি কেবল তোমার (ফেরাউন) মৃতদেহকেই রক্ষা করব যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে থাকতে পারো। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমার নিদর্শনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। (১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৯২)

নূহ আ.-এর কিশ্‌তী

৭৩৪. নুহ আ. এর কিশ্‌তী জুদী পর্বতে অবস্থিত

বিজ্ঞানের কথা ঃ

১৯৫০ সালের ঘটনা। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার NASA স্থাপিত স্যাটেলাইট তুরস্কের একটি পাহাড়ের কাছাকাছি স্থান থেকে আসা মানব-চক্ষুর আকৃতি বিশিষ্ট একটি বস্তুর ছবি প্রেরণ করে। ছবিটি দেখে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায় এ জন্য যে, মানুষের চোখের মত বিশাল এ ছবিটি কিসের হতে পারে? স্যাটেলাইট যে স্থান থেকে চিত্রটি তুলেছে তা হচ্ছে তুরস্কের জুদী পাহাড়ের কাছাকাছি স্থান। এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে দীর্ঘদিনেও কোন কূল কিনারা করতে পারেন নি।

অবশেষে মার্কিন তরুণ ভূতত্ত্ববিদ ডম্প ভান্দিল জোনস সফল হলেন। তার প্রবল আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসুমন তাকে নিয়ে গেল জুদী পাহাড়ের চূড়ায়। মহাগ্রন্থ আল-কোরআন থেকে তিনি একটি তথ্য পেয়ে স্যাটেলাইট কর্তৃক প্রেরিত ছবির বাস্তবতা উপলব্ধি করে নিলেন। কুরআনে বর্ণিত তথ্যটি হচ্ছে, হাজার হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহর নবী নূহ আ. মহাপ্লাবন থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি কিশ্‌তী নির্মাণ করেছিলেন। প্লাবন শেষে কিশ্‌তীটি জুদী পাহাড়ের চূড়ায় এসে ভিড়েছিল। ডম্প জোনস এ অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ে তিনি তুরস্কে গিয়ে স্থানীয় প্রবীন লোকজনের কাছ থেকে হযরত নূহ আ. এবং তাঁর নির্মিত নৌকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে কুরআনে বর্ণিত মহাপ্লাবন সম্পর্কে তথ্য লাভ করে জুদী পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করেন এবং বহু কাংঙ্খিত জিনিসকে পেয়ে যান। সেটি হযরত নূহ আ. এর কিশ্‌তী। আবিষ্কৃত নৌকাটি ৫০ ফুটের অধিক চওড়া এবং দীর্ঘদিন পাহাড়ের অভ্যন্তরে থাকায় এটির মূল আকারের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

কুরআনের কথা ঃ

وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

(১১ সূরা হুদ ঃ আয়াত ৪৪)

Meaning: And the matter was ended. The Ark rested on the mount Judi.

অর্থ ঃ ৪৪. এবং কাজ শেষ হল। আর নৌকাটি জুদী পাহাড়ের কাছ এসে ভিড়ল। (১১ সূরা হুদ ঃ আয়াত ৪৪)

উজ্জ্বল তারকা

৭৩৫. শপথ রাতে আগমনকারী উজ্জ্বল তারার

বিজ্ঞানের কথা ঃ

সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত আমাদের কাছে অতি পরিচিত সূর্য (Sun) একটি জ্বলন্ত তারা। এটি পৃথিবীর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এতো উজ্জ্বল এবং বড় দেখায়। কিন্তু সূর্যের চেয়ে লক্ষগুণ উজ্জ্বল এবং বিশাল আকারের তারা মহাকাশে রয়েছে। যেমন বেটলজিয়ুজ (Betelgeuse) নক্ষত্র। সূর্যের ব্যাস ১৩,৯২,০০০ কি.মি.। বেটলজিয়ুজ এর ব্যাস সূর্যের চেয়ে ৮০০ গুণ বেশী। অর্থাৎ সুর্যের মত ৫০,০০,০০,০০০ (৫০ কোটি) তারা বেটলজিয়ুজের ধারণ ক্ষমতা আছে। সূর্যের ভর ২×১০৩০ কেজি। সূর্যের ভরের ৫০ গুণ বেশী ভর বিশিষ্ট দু'টি তারা আছে। এরা একে অপরের কাছাকাছি থেকে একটি যুগ্ম তারা Binary star গঠন করেছে। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এদের একযোগে নাম দেয়া হয়েছে plasket's star। সূর্যের চেয়ে ৫০,০০০ গুণ উজ্জ্বল একটি তারা রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলে। যার নাম বানরাজ Rigel। গভীর দক্ষিণে আর একটি দীপ্ত নক্ষত্র, যার নাম (S. Doradas) এস. ডরাডাস। এটি সূর্যের চেয়ে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) গুণ উজ্জ্বল। অতএব উল্লেখিত তারা সমূহ সুবিশাল দূরত্বে থাকার কারণে কোনটাকে বিন্দুর মত দেখা যায়। কোনটা একেবারে দেখা যায় না।

কুরআনের কথা ঃ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۙ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ

Meaning: By the sky and the night visitant, and what will explain to you what the night visitant is? It is the star of piercing brighteness.

অর্থ ঃ ১. শপথ আকাশের এবং রাতে আগমনকারীর। ২. আপনাকে বুঝিয়ে বলব রাতে আগমনকারী কি? ৩. এটি হচ্ছে অতি উজ্জ্বল তারা। (৮৬ সুরা আত্ব-তারিক ঃ আয়াত ১-৩)

রূহ

৭৩৬. রূহ্ আল্লাহর হুকুম ঘটিত

বিজ্ঞানের কথা ঃ

আরবীতে প্রাণকে বলা হয় রূহ। রূহ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। কিন্তু কোন কিছু কূল কিনারা করতে পারেননি। ভবিষ্যতেও পারবে না। কেননা এ বিষয়ে মানুষকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে খুব সামান্য। রূহ সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। তবে বিজ্ঞানীদের গবেষণা এখনো থামেনি। জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী Baron Von Riechenbach বলেছেন, মানুষ, গাছপালা ও পশু-পাখির শরীর থেকে বিশেষ এক প্রকার জ্যোতি বের হয়। বৃটিশ ডাক্তার ওয়াল্টার কিলনার Dicyanin Dye রঞ্জিত কাঁচের ভেতর দিয়ে লক্ষ্য করেন, মানুষের দেহের চারপাশে ৬-৮ সেন্টিমিটার পরিমিত স্থান জুড়ে একটি উজ্জ্বল আলোর আভা মেঘের মত ভাসে। এরপর সাবেক সোভিয়েত বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গুরভিচ আবিষ্কার করেন যে, জীবন্ত সব কিছু থেকে বিশেষ একটি শক্তি আলোর আকারে বের হয় যা খালি চোখে দেখা যায় না। কিরলিন ফটোগ্রাফির মাধ্যমে প্রাণী দেহের বিচ্ছুরিত এ আলোক রশ্মির ছবি তোলা হয়। যার উৎস হচ্ছে রূহ বা প্রাণ।

অতএব রূহ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সীমা এখানে -ই শেষ। অর্থাৎ 'রূহ' বিষয়ক গবেষণা তেমন অগ্রসর হবে না।

কুরআনের কথা ঃ

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۖ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾

Meaning: They ask you concerning the spirit say, the spirit is a command coming from your Lord and the Knowledge there of you have been given a little.

অর্থ ঃ ৮৫. ওরা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে আপনি বলে দিন, রূহ হচ্ছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসা একটি হুকুম। তবে এ বিষয়ে তোমাদের খুব সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। (১৭ সূরা বনী ইসরাইল ঃ আয়াত ৮৫)

কুরআনে কোন হরফ যোগ বিয়োগ

৭৩৭. কুরআনে কোন হরফ যোগ বিয়োগের কোন সুযোগ নেই

বিজ্ঞানের কথা ঃ

ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন সকল গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র। এর বিভিন্ন সূরার শুরুতে বিচিত্র বর্ণ বিন্যাস ব্যবহৃত হয়েছে। এ বর্ণ বিন্যাসকে বলা হয়- 'মুকাত্তাআত' Abbreviation যেমন সূরা বাকারা শুরু হয়েছে 'আলীফ্ লাম্ মীম' মুকাত্তাআত দিয়ে। মুকাত্তাআত সমূহের পূর্ণ অর্থ কি হতে পারে তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে এগুলোর গাণিতিক রহস্য উন্মোচত হয়েছে। মোট ২৯টি সূরার প্রারম্ভে ১৪টি বিভিন্ন হরফ বর্ণ, ১৪টি ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসে প্রয়োগ করা হয়েছে। এদের যোগফল ২৯+১৪+১৪ = ৫৭ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

আলীফ-লাম-মীম (الم) মুকাত্তাআতটি মোট ৬টি সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত সূরাগুলোর আয়াতসমূহে আলীফ, লাম, মীম (ا ل م) বর্ণ তিনটি যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। নিম্নে তার একটি পরিসংখ্যান দেখানো হলো ঃ

সূরা	আলিফ	লাম	মীম	যোগফল	১৯ দ্বারা বিভাজ্য
বাকারা	৪৫০২	৩২০২	২১৯৫	৯৮৯৯	১৯ দ্বারা বিভাজ্য
ইমরান	২৫২১	১৮৯২	১২৪৯	৫৬৬২	১৯ দ্বারা বিভাজ্য
আনকাবুত	৭৪৪	৫৫৪	৩৪৪	১৬৭২	১৯ দ্বারা বিভাজ্য
রূম	৫৪৪	৩৯৩	৩১৭	১২৫৪	১৯ দ্বারা বিভাজ্য
লোকমান	৩৪৭	২৯৭	১৭৩	৮১৭	১৯ দ্বারা বিভাজ্য
সাজদা	২৫৭	১৫৫	১৫৮	৫৭০	১৯ দ্বারা বিভাজ্য
যোগফল	৮৯৪৫	৬৪৯৩	৪৪৩৬	১৯৮৭৪	১৯ দ্বারা বিভাজ্য

১৯৮৭৪÷১৯=১০৪৬

উক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সূরা সমূহে ব্যবহৃত ا ل م বর্ণ তিনটির আলাদা যোগফল ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আবার সূরা ছয়টির একত্রিত যোগফলও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

সুতরাং এরূপ নিখুঁত গাণিতিক বন্ধনে সমৃদ্ধ গ্রন্থে কোনরূপ বিকৃতি ঘটানো কি সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব নয়। ইহুদী, খৃস্টানেরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে যেমন ইচ্ছা সংযোজন বিয়োজন করেছে। সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনে সামনের দিক থেকে কিংবা পেছন দিক থেকে কোন হরফ বা শব্দ যোগ বিয়োগ করার অবকাশ নেই। যদি করা হয় তাহলে উনিশ ফর্মূলার কাছে ধরা পড়ে যাবে।

কুরআনের কথা ঃ

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Meaning: That no falsehood can ever creep into it, neither from before nor from behind; It is revealed from Allah, full of wisdom and worthy of praise.

অর্থ ঃ ৪২. কোন মিথ্যা এই (কুরআনে) প্রবেশ করবে না সামনে থেকে কিংবা পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪১ সূরা হামীম সাজদা ঃ আয়াত ৪২)

মানব রচিত নয়

৭৩৮. পবিত্র কুরআন মানব রচিত গ্রন্থ নয়

বিজ্ঞানের কথা ঃ

প্রখ্যাত মিশরীয় বিজ্ঞানী ডক্ট রশিদ খলিফা আল-কুরআন নিয়ে এক গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি প্রাথমিক ভাবে আল-কুরআনের প্রতিটি হরফ যেভাবে কুরআনে সন্নিবেশিত আছে সেভাবেই কম্পিউটারে বিন্যস্ত করেন। ১১৪টি সূরার অবস্থান এবং ২৯টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত মুকাত্তাআত সমূহ যে নিয়মে বিন্যস্ত আছে সে নিয়মের ভিত্তিতে হিসাব কষতে থাকেন। তখন আল-কুরআনের আরেকটি অলৌকিক তত্ত্ব কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে ওঠে। এ তত্ত্বটি হচ্ছে সমগ্র কুরআন গণিতের রহস্যময় বন্ধনে আবৃত। অর্থাৎ আল-কুরআনে একটি অত্যাশ্চর্য সংখ্যা তাত্ত্বিক জটিল জাল পাতা রয়েছে যা অতি অভিনব এবং অতিশয় বিস্ময়কর। এটি ১৯ সংখ্যার সুদৃঢ় বুনন।(এ সম্পর্কে পূর্ববতী শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা আছে)

অতএব, এসব তথ্য থেকে স্পষ্টতক্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল-কুরআন ঐশী গ্রন্থ ব্যতীত আর কিছু নয়। মানুষ কিংবা কোন মহাপুরুষের পক্ষে সর্বজ্ঞান সমৃদ্ধ এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কুরআনের কথা ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

Meaning: Or do they say, (“He Mohad S.) forged it?’’ Say, “Bring then a Surah like unto it and call (to your aid). anyone you can besides Allah, if you are truthful!’’

অর্থ ঃ ৩৮. আর তারা কি বলে যে, "কুরআন তাঁর (মুহাম্মদ সা.)এর বানানো?" আপনি বলুন, তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে একটি সূরা অন্তত তৈরী করে নিয়ে এস। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের সাহায্য প্রয়োজন বোধ কর যথাসাধ্য তাদেরকেও ডেকে নাও। (১০ সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৩৮)

তাফসীর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আল-কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা 'আল-কাওছার' এর প্রথম দু'আয়াত (Verses.) কা'বা শরীফের দরজায় টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়।

উচ্চারণ ঃ

"ইন্না আ'ত্বোয়াইনা কাল্কাউছার; إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝١

ফাসাল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার; فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢

আয়াত দু'টির সারমর্ম, ভাষা শৈলী, মানগত ভাব এবং ছন্দময়তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তৃতীয় আয়াতটি রচনা করে দেয়ার জন্য সমকালীন কবি সাহিত্যিক, জ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবীদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হলো। এরপর সবাই সমস্ত আবেগ আর প্রজ্ঞা উজাড় করে প্রাণান্তকর চেষ্টায় অবতীর্ণ হলো। তৃতীয় আয়াতটি রচনা করা সম্ভব হলো না। তাই পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আল-কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ অব্যাহত থাকবে।

অবশেষে, সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লবিদ আয়াত দু'টির সাথে ছন্দের মিল করে তৃতীয় একটি পংক্তি এর সাথে যোগ করেন এবং ক্ষান্ত হন।

"ইন্না আ'ত্বোয়াইনা কাল্কাউছার; إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝١

ফাসাল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার; فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢

লাইছা হাজা মিন কালামিল বাশার। – لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ

কবি লবিদ কর্তৃক রচিত বাক্যটির অর্থ হচ্ছে- 'নিশ্চয় এটি মানব রচিত বাণী নয়।'

মহিলাদের ঋতুস্রাব

৭৩৯. মহিলাদের ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীমিলন নিষিদ্ধ

বিজ্ঞানের কথা ঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ তথ্য প্রমাণ করেছেন যে, ঋতুস্রাব কালে স্বামী স্ত্রীর যৌন মিলন উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি রোগ জীবাণু সংক্রমনের সম্ভাবনা খুব স্বাভাবিক। কারণ এ সময় জরায়ুর মুখ খোলা থাকে। যার ফলে বাইরে থেকে রোগ জীবাণুর দ্বারা সংক্রমণের বিশেষ সুযোগ থাকে যদি এ সময় যৌন মিলন ঘটে। জরায়ুর দু'পার্শ্বে দু'টি ফেলোপিয়ান নামক টিউব থাকে। যাদের মাধ্যমে জরায়ুটা সরাসরি তলপেটের গহ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত। এ সংযুক্তির কারণে সংক্রমন-বিস্তৃতি খুবই বিপদজনক। এছাড়া নারীর যৌন নালীতে যদি গণোরিয়া ও সিফিলিসের মত রোগের সংক্রমণ থাকে তবে ঐ সংক্রমণ দ্রুত ভেতরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন একটি আবেগ তাড়িত উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার। এ কারণে মাসিক কালে যৌন মিলন ঘটলে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি-নিষেধ নিয়ন্ত্রণ সীমার মধ্যে থাকে না। তাই জরায়ূর মুখ যেহেতু খোলা থাকে তখন স্ত্রীর অংশীদার স্বামীর শরীরে রোগ সংক্রমণের অবকাশ থাকে। এটা খুবই সত্য।

ডাঃ গ্রাহামের মতে, "ঋতুকালে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার বিষয়টি মনস্তাত্বিক নয় বরং স্বাস্থ্যগত।"

সুতরাং বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঋতুস্রাব এক ধরনের অসুস্থতা এবং অপবিত্রতা । তাই এ সময় স্বামী-স্ত্রী দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকা খুবই জরুরী। যা মহান কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে আমাদেরকে তথা মানব জাতিকে সতর্ক উপদেশ দিয়েছে।

কুরআনের কথা ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ

Meaning: They ask you O (Mohammad-s) concerning menstruation, say, it is hurt and pollution. So keep away from women during menstruation and go not unto them till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has enjoined upon you. Truly Allah loves those who turn unto Him and loves those who care for cleanness.

অর্থ ঃ ২২২. লোকেরা আপনাকে (হে মুহাম্মদ সা.) জিজ্ঞেস করে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে। আপনি বলুন এটা তো এক রকম অসুস্থতা ও অপবিত্রতা। সুতরাং এ সময় স্ত্রীদের কাছ থেকে আলাদা অবস্থানে থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হইও না। যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে তখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাদের সান্নিধ্য উপভোগ কর। সত্য সত্যই আল্লাহপাক তাদের ভালবাসেন যারা তার আদেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর ভালবাসেন তাদের যারা শুচিতা সম্পর্কে যত্নবান। (২ সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২২)

পাখী

৭৪০. তারা কি তাদের উপরে পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করেনা

বিজ্ঞানের কথা ঃ

পাখি যে কৌশলের মাধ্যমে আকাশে উড়ে তার নাম ' Lift and forward thrust' কৌশল। উড়ার সময় তাকে বায়ুর চাপ সামনের দিক থেকে বাধা প্রদান করে। মধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে টানে। এমতাবস্থায় পাখি ডানা দুলিয়ে বায়ূর চাপকে বক্ষদেশে কেন্দ্রিভূত করে। সে কেন্দ্রিভূত বায়ুর একটি ভরবেগ থাকে। ভরবেগ সংরক্ষিত থাকার দরুণ পাখি বিপরীত দিকে গতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ Forward thrust সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে নিউটনের তৃতীয় গতি সূত্র সক্রিয় হয়, যার ফলে পাখি শূন্যে উড়বার গতি লাভ করে।

সূত্রের সমন্বয়ে পাখিকে বিশাল আকাশে উড়ে বেড়ানোর কৌশল যিনি শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এ জন্যে যে, যাতে করে তারা Air craft, space craf আবিস্কার করে নিতে পারে এবং বিস্তীর্ণ মহাশূন্যে উড়ে উড়ে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্চর্যজনক জ্যোতিস্ক সমূহ অবলোকন করতে পারে।

পাখির উড়ার কৌশলগত পদ্ধতি পরীক্ষা করে মানুষের মধ্যে বিমান আবিস্কারের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞানীরা বিমান তৈরীতে পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন।

কুরআনের কথা ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ

Meaning: Do they not observe the birds above them, spreeding out their wings and folding them in? None can holds them up except Rahman (The Most Merciful)

অর্থ ঃ ১৯. তারা কি তাদের উপরে পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করে না? এরা ডানা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায়। আবার ডানা সংকুচিত করেও উড়ে যায়। আল্লাহ ব্যতীত কে আছে এমনি করে শূন্যের উপর রাখতে পারে। (৬৭ সূরা মূল্‌ক ঃ আয়াত ১৯)

শবে মেরাজ

৭৪১. ক্লোনিং পদ্ধতিতে পিতা ছাড়া মানব শিশুর জন্মগ্রহণ

বিজ্ঞানের কথা ঃ

১৯৯৭ সালে বিজ্ঞানীরা ক্লোনিং (Cloning) পদ্ধতিতে ভেড়া-শাবক বের করে বিশ্বময় চমক সৃষ্টি করেন। স্কটল্যান্ডের রোজলিন ইন্সটিটিউটের ভ্রূণ বিজ্ঞানী ড. ইয়ান উইলমুট এবং তার সহকর্মীরা ভেড়ার দেহ কোষকে (Cell body) ক্লোনিং করে সাতটি মেষ শাবক বের করেন যাদের শারীরিক গঠন পসর্কেই রকম এবং এদর কোন পিতা নেই।

বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন যে, একটি দেহ কোষকে ক্লোনিং করে এভাবে মানব শিশুর কপি বের করা যাবে। পুরুষের Sperm প্রয়োজনত হবে না।

মহাবিশ্বের মহাবিষ্ময় মহান আল কোরআন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রেখেছেন গোটা মানব জাতির সামনে। তা হচ্ছে আল্লাহর বিশিষ্ট নবী হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম। যার জন্ম হয়েছে পিতা ছাড়া।

কুরআনের কথা ঃ

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

(৩ সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৪৭)

Meaning : She (Mariyam-R) said, My Lord, How can I have a child when no man has touched me? He (angel) Said, so Allah creates whatever he wills. If he decrees a thing, only says unto it, Be! and it is.

অর্থ ঃ মরিয়াম বললেন, প্রভু হে, কেমন করে আমার সন্তান হবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। ফেরেশতা বলল, এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। যদি তিনি কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, শুধু বলেন, ‘হয়ে যাও’ অমনি তা হয়ে যায়। (৩ সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৪৭)

মেরাজের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

৭৪২. মহানবী স.-এর মেরাজের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

বিজ্ঞানের কথা ঃ

একই পৃথিবীর অধীনে যখন আমাদের বাংলাদেশে রাত, তখন আমেরিকায় দিন। আমাদের যখন রাত দশটা তখন লন্ডনে বিকেল ৪টা। পৃথিবী তার কক্ষপথে একবার ঘুরতে সময় লাগে ২৪ ঘন্টা। ঐ সময়ে সূর্যের আলো যে অংশে পড়ে সে অংশে দিন জাগে, অপর অংশে রাত নামে। এ রাতদিনের আবর্তনের মধ্যে ২৪ ঘন্টায় একদিন নির্ধারিত হয়েছে।

পৃথিবীর সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন। তাই আমরা ৩৬৫ দিনে বছর ধরি। এতো গেল পৃথিবী গ্রহের আভ্যন্তরীণ সময়ের বিভিন্নতার একটি প্রতিচিত্র।

কিন্তু একই সৌরজগতের অধীনে বুধ (Mercury) গ্রহে ১ বৎসর হয় ৮৮ দিনে। শুক্র (Venus) গ্রহে ২২৫ দিনে বৎসর হয়। মঙ্গল (Mers) গ্রহে ৬৮৭ দিনে এবং বৃহস্পতি (Jupitar) গ্রহে ৪৩৮০ দিনে বৎসর হয়। এসব গ্রহের সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, কখনো পৃথিবীর মত হবে না কিংবা এক গ্রহের সময়ের একক, অন্য গ্রহ থেকে অবশ্যই কম বেশী হবে।

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তু যখন আলোর গতিতে চলে, সময় তখন স্থির হয়ে পড়ে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন, 'মিরাজে আল্লাহর দরবারে আমি ২৭ বৎসর অবস্থান করেছি।' এ কথার উপর অনেকেই তখন বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। কারণ নবীজী মিরাজ থেকে ফিরে আসার পর দেখা গেছে তাঁর বিছানায় তখনো উষ্ণতা বিরাজ করছে এবং ওযুর পানি গড়াগড়ি যাচ্ছে। আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয়েছে সে সপ্তম আকাশে উর্ধ্বে যার দূরত্ব ২০ বিলিয়ন আলোক বর্ষ। সেখানকার লক্ষ লক্ষ বৎসর পৃথিবীর জন্য Zero time। কারণ সেখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের অস্তিত্ব নেই। আদি-অন্তহীন অঞ্চল জুড়ে একটি মাত্র কাল বিদ্যমান। তা হচ্ছে বর্তমান কাল।

কুরআনের কথা ঃ

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝٤

Meaning: The angels and the spirit ascend to Him in a Day the measure there of is as. fifty thousand years.

অর্থ ঃ ৪. ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্ পাকের নিকট পৌঁছে একদিনে। এ একদিনের পরিমাপ হলো ৫০,০০০ বছরের সমান। (৭০ সূরা মাআরিজ ঃ আয়াত ৪)

ব্যাখ্যা ঃ তাহলে, ৫০,০০০ বছর = ১ দিন = ১×২৪×৬০×৬০ সেকেন্ড

তাহলে ২৭ বছর = $\frac{২৭ \times ২৪ \times ৬০ \times ৬০}{৫০০০০}$ = ৪৬ সেকেন্ড।

এখানে একটি বিষয় খুবই পরিস্কার যে, রূহ বা মুহাম্মদ সা. আল্লাহর তাআলার দরবারে পৌছতে সময় লেগেছিল মাত্র ৪৬ সেকেন্ড।

অতএব, মহান আল্লাহর সৃষ্ট জগতসমূহ পরিদর্শনে নবীজীর ২৭ বৎসর সময় লেগেছিল। পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখলেন তা ৪৬ সে. এর সফর।

চন্দ্র অভিযান

৭৪৩. চন্দ্র অভিযান সফল হবে

বিজ্ঞানের কথা ঃ

মূলত ঃ ১৯৫৭ সাল থেকে মহাকাশ অভিযান আরম্ভ হয়। এ অভিযানের প্রথম সফলতা চন্দ্র পৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ। বিজয়ের দিনটি ছিল ১৯৬৯ সালে ২১শে জুলাই।

এ্যাপোলো-১১ নামক নভোযানে চড়ে চাঁদের দেশে পাড়ি দেন তিনজন নভোচারী- নীল আর্মষ্টং, মাইকেল কলিন্স এবং এডউইন অলড্রিন। প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল ভ্রমণ করে তারা তিনদিন পর চাঁদের দেশে পৌছেন। তখন রাত ১২টা ১৭ মিনিট ৪১ সেকেন্ড।

কুরআনের কথা ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①

Meaning: The time is nigh and the moon is pierced (conquered). The Hour has drawn near, and the moon has been cleft asecuder

অর্থ ঃ ১. কিয়ামত নিকটবর্তি হয়েছে আর চন্দ্র বিদীর্ণ (অভিযান সফল হবে) হয়েছে। (৫৪ সূরা কামার ঃ আয়াত ১)

একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ এক জ্যোৎস্না রাতে মক্কার কাফেররা নবীজী সা. কে পরীক্ষা করার জন্য বলল, হে মুহাম্মদ সা., আপনি যদি প্রকৃত নবী হয়ে থাকেন তাহলে ঐ দূর আকাশের চাঁদকে ইশারা করুন দেখি? আপনার ইশারায় চাঁদে কিছু ঘটে কিনা আমরা দেখব। রসুল সা. তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে চাঁদের প্রতি আঙ্গুল ইশারা করলেন। সাথে সাথে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে আকাশের দুই প্রান্তে চলে যায় এবং পর মুহূর্তে খন্ডিত অংশদ্বয় এসে মিশে যায়। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে উপস্থিত কাফেররা এবং সাহাবাগণ।

ব্যাখ্যা ঃ নীল আর্মষ্ট্রং ইসলামের নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবনী হয়তোবা জানতেন। চন্দ্র পৃষ্ঠে একটি দ্বিখন্ডিত রেখা পর্যবেক্ষণ করে তিনি হতবাক হয়ে যান। আর কাফেরদের মোকাবেলায় মুহাম্মদ সা. চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করার যে মোজেজা অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছিলেন তা স্মরণ করেন। তখন তিনি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে মুহাম্মদ সা. প্রদর্শিত ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পৃথিবীতে ফিরে এসে জনাব আর্মষ্ট্রং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন মর্মে পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়।

পানির ঘূর্ণন প্রক্রিয়া

৭৪৪. আকাশ ও যমীন ব্যাপী পানির ঘূর্ণন প্রক্রিয়া চলে

বিজ্ঞানের কথা ঃ

সব সমুদ্রের মোট পানির পরিমাণ পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় কম হলেও আমাদের কাছে বিস্ময়ের বিষয়। প্রায় ১৩৭ কোটি ঘন কিলোমিটার পানি। 137,00,00,000km^3 আর তা পৃথিবীর পিঠে মাত্র ৫ কিলোমিটার পুরু পানির স্তর তৈরী করেছে। এ বিশাল আয়তনের পানির ভান্ডার, সাগর-মহাসাগরে, নদ-নদীতে, খাল-বিলে, বায়ুমন্ডলে এবং ভূ-গর্ভের বিভিন্ন স্তরে পাক খাচ্ছে। সাগর মহাসাগরের পানি বাস্পীয়ভবনের মাধ্যমে উপরে ওঠে এবং জলীয় কণায় ঘনীভুত হয়ে মেঘ তৈরী করে। এরপর বৃষ্টি মাধ্যমে ভূ–পৃষ্ঠে নেমে আসে। বৃষ্টির পানি কিছু পরিমাণ ভূ-গর্ভে পানি বিশুদ্ধ এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলন করে মানুষ তা স্বাচ্ছন্দে পান করে। পানির ঘূর্ণন চক্রের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সাগর মহাসাগরের লবণাক্ত ও ক্ষারযুক্ত পানি বাস্পীভবন প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধ করে উপরে তোলেন যার মধ্যে কোন প্রকার আবর্জনা ও জীবাণু থাকতে পারে না। যাকে বলা হয় পাতিত পানি। এভাবে সৃষ্টির শুরু থেকে সমগ্র পানি আকাশ ও যমীনের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরছে তার কোন ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। তবে রূপান্তর আছে। পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। তাই কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা ০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে থেকে যখন মাইনাসের দিকে যায় তখন সে অঞ্চলের সমস্ত পানি বরফে পরিণত হয়। আবার যে অঞ্চলের তাপমাত্রা ১০০° সেলসিয়াসে উঠে, সে অঞ্চলের পানি বাষ্পে পরিণত হয়। সাগর-মহাসাগর থেকে প্রতি বছর অন্তত 320,000km^3 পানি বাষ্পাকারে উড়ে যায়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উড়ে যায় 60,000km^3। তাহলে মোট 380,000km^3 পানি প্রতি বৎসর বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু তার মধ্য থেকে 284,000km^3 পানি সাগর মহাসাগরে পুনষ্পরায় ফিরে আসে। বাকী 96,000km^3 পানি ঝর্ণাধারায় সাগরে গিয়ে পড়ে। এভাবে আকাশ ও যমীন ব্যাপী পানির ঘূর্ণন প্রক্রিয়া চলে।

কুরআনের কথা ঃ

পানির ঘূর্ণন প্রকৃতি সম্পর্কে আল-কুরআন বলছে ঃ

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ ۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾

Meaning: And We send down water from the sky according to some known measure and we store it also in the earth and surely. We are able to drain it off.

অর্থ ঃ ১৮. আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে। অতঃপর তা জমীনে সংরক্ষণ করি। আমরা তা আবার অপসারণ করতেও সক্ষম। (২৩ সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ১৮)

জাহাজের মহাসমুদ্রে চলাচল

৭৪৫. আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ গুলি মহাসমুদ্রে চলাচল করে

বিজ্ঞানের কথা ঃ

সমুদ্র বা মহাসমুদ্রে জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাদের পানিতে ভেসে থাকার ক্ষমতার উপর। কোন কঠিন পদার্থ পানিতে ভেসে থাকার ক্ষমতা তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে কোন কঠিন ভারী বস্তু অন্য কোন আকার ধারণ করলে তা পানি কিংবা বায়বীয় পদার্থের উপর ভাসতে পারে। যেমন এক খণ্ড লোহা পানিতে ডুবে যায় কিন্তু ঐ লোহাখণ্ড থেকে নির্মিত একটি পাত্র পানিতে ভেসে থাকে। পদার্থের এ গুণকে বলা হয় প্লবতা buoyancy। অর্থাৎ কোন সরল কিংবা বায়বীয় পদার্থে কোন কঠিন বস্তু নিমজ্জিত করলে কঠিন বস্তুর উপর খাড়া যে বল উর্ধ্বমুখে ক্রিয়া করে তাকে প্লবতা বলে। তরল বা বায়বীয় পদার্থের মধ্যে এ প্লবতা গুণ দান করে আল্লাহপাক জাহাজ ও নৌকাকে সাগর জলে ভেসে চলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

গ্রীক দার্শনিক আর্কিমিডিস সর্বপ্রথম তরল পদার্থের প্লবতা গুণ আবিস্কার করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, পানিতে কোন কঠিন পদার্থ ভাসলে তার ভারে যতটুকু পানি অপসারিত হয় সে অপসারিত পানি ওজন ভাসমান বস্তুর নিমজ্জিত অংশের ওজনের সমান। এ তথ্যটি আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিত। প্লবতা বল কঠিন পদার্থের ভারকেন্দ্র বরাবর খাড়া উপর দিকে ক্রিয়া করে। সুতরাং প্লবতা বল কাজ করে পদার্থের ওজনের বিপরীত দিকে এবং এ বল পানির গভীরতা দ্বারা প্রভাবিত। যে গভীরতা পর্যন্ত একটি জাহাজ ডুবে গিয়ে সেখান থেকে পানিকে সরিয়ে দেয়। পানির এ অপসারণ নির্ভর করে বস্তুর আকার ও ওজনের উপর।

কুরআনের কথা ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٣١

(৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত-৩১)

Meaning: See you not that the ships sail through the ocean by the Grace of Allah that He may show you of his signs? Verily in these are signs for all who constantly persevere and give thanks.

অর্থ ঃ ৩১. তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজগুলি মহাসমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন? নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক ইঙ্গিত রয়েছে। (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত-৩১)

চাঁদের কক্ষপথ

৭৪৬. পৃথিবী ভারসাম্য রক্ষার্থে ২৩.৫০ কাত হয়ে রয়েছে

বিজ্ঞানের কথা ঃ

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অধিক পরিমাণে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হওয়ায় যে অতিরিক্ত ভরের সৃষ্টি হয়েছে তার ভারসাম্য রক্ষার্থে পৃথিবী উত্তর মেরুতে ২৩.৫০ ডিগ্রী কাত হয়ে রয়েছে। না হয় কক্ষপথে ঘুরার সময় পৃথিবী একদিক ঢলে পড়ত।

কুরআনের কথা ঃ وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ –

(৩১ সুরা আল লোকমান ঃ আয়াত ১০)

Meaning: And He has placed in the earth firm mountains, lest it should quake along with you.

অর্থ ঃ ১০. তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। (৩১ সুরা আল লোকমান ঃ আয়াত ১০)

৭৪৭. চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই

বিজ্ঞানের কথা ঃ

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ (Satellite) হচ্ছে চাঁদ। চাঁদ সূর্যের আলো পেয়ে আলোকিত হলেই আমরা তাকে দেখতে পাই। তা না হলে তো নয়। কারণ চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পতিত হলে ঐ আলোর সাতটি রং থেকে হলুদ, কমলা এবং লাল রংয়ের আলো চাঁদের মাটি শুষে (absorb) নেয় এবং তা প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হয়। ফলে জ্যোৎস্না রাতে পৃথিবী মিষ্টি আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই।

কুরআনের কথা ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا

(সূরা ১০ ইউনুস ঃ আয়াত ৫)

Meaning: It is He who made the sun, radiating a brillint light and the moon to be a light of beauty.

অর্থ ঃ তিনি আল্লাহ, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল আলো বিকিরণকারী আর চাঁদকে করেছেন জ্যোৎস্নাময়। (সূরা ১০ ইউনুস ঃ আয়াত ৫)

ব্যাখ্যা ঃ কোন আলোর উৎস থেকে আলো প্রাপ্ত হয়ে আলোকিত হওয়াকে আরবীতে “নুরাও” বলা হয়। যেমন, বৈদ্যুতিক বাতি দ্বারা ঘর আলোকিত হয় কিন্তু সে আলো ঘরের নিজস্ব নয়। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় সূর্যের আলো দ্বারা চাঁদ আলোকিত হয়।

৮৪৮. চাঁদের কক্ষপথ ২৭টি অক্ষাংশে বিভক্ত

বিজ্ঞানের কথা ঃ

পৃথিবীর কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের মোট সময় লাগে ২৭ দিন ৩ ঘন্টা। এ পরিক্রমণ কালে চাঁদের কক্ষপথে অবস্থিত কতগুলো নির্দিষ্ট তারকাকে অতিক্রম করতে হয়। তাই চাঁদের কক্ষপথ Lunar orbit ২৭টি অক্ষাংশে বিভক্ত। এসব বিভক্ত অক্ষাংশ গুলোকে বলা হয় Lunar station বা চাঁদের মঞ্জিল। Lunar station অতিক্রম করার সময় তাকে আমরা ক্রম হ্রাস এবং ক্রম বৃদ্ধি হতে দেখি। যার ফলে তারিখ এবং মাস গণনা করা সহজ হয়েছে। দুইটি অমাবশ্যা Two New moons দুইটি পূর্ণিমার Two full moons. উপর ভিত্তি করে চন্দ্রমাস, বৎসর, নির্ণয় করা হয়। Lunar stations সম্পর্কে আল কুরআন বলছে।

কুরআনের কথা ঃ

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾

(৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৩৯)

Meaning: And the moon We have measured for her manzils (to traverse) till she returns like the old lower part of a date stalk.

অর্থ ঃ ৩৯. চাঁদের জন্য মনযিল সমূহ (Lunar stations) নিরূপণ করে রাখা হয়েছে যতক্ষণ না সে পুরাতন খেজুর শাখার মত ক্ষীণ হয়ে যায়। (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৩৯)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ –

(২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৯)

Meaning: They ask you concerning the new moon, say, they are but signs to mark fixed periods of time for men.

অর্থ ঃ ১৮৯. ওরা আপনাকে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, আপনি বলুন চাঁদ মানুষের জন্য সময় নির্ণয়ের আয়াত স্বরূপ। (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৯)

জবাই করা পশুর গোশত

৭৪৯. আল্লাহ পাকের নামে জবাই করা পশুর গোশত হালাল

বিজ্ঞানের কথা ঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন মৃত পশু-পাখির গোশত খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয় এবং আইন সিদ্ধ পশু-পাখির গলিত গোশতও স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। কারণ একটি প্রাণী যখন আপনা থেকেই মারা যায় তখন কি কারণে মারা গেছে জানা খুব কঠিন ব্যাপার। ঐ প্রাণীটি সাধারণ বিষপানে, কিংবা ভাইরাসের আক্রমণ অথবা কারবঙ্কলে (anthrax) মৃত্যুবরণ করতে পারে। পশুর anthrax একটি ছোয়াচে রোগ এবং ঐ রোগে মৃত পশুর গোশত হাতে নিয়ে নড়াচড়া করাও বিপদজনক। কারণ এভাবে নড়াচড়া করার ফলে এ রোগের জীবণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আদেশ হলো আইনসিদ্ধ জীবিত পশু-পাখি জবাই করে তাদের গোশত খাওয়া বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মত।

পশু জবাই করলে রক্ত পশুর দেহ থেকে নির্গত হয়ে বেরিয়ে আসে। এরূপ রক্তে থাকে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান, টক্সিন toxin, ও প্যাথোজেনিক মাইক্রো অরগানিজম (pathogenic micro organisms)। রক্তের এসব পদার্থ অবশ্যই ক্ষতিকর। এটা খুবই যুক্তি সঙ্গত যেমন, প্রবাহিত রক্তের সাথে যদি বিষাক্ত পদার্থগুলো বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে গোশত স্বাস্থ্যসম্মত হয়ে ওঠে। সেজন্য আল্লাহপাক পশু-পাখিকে তাঁর নামে জবাই করে রক্ত বের করে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

কুরআনের কথা ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ
الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ

Meaning: Forbidden to you (for food) are; the dead animals, blood, swine flesh and that on which Allah's name has not been mentioned while slaughtering and that which has been killed by strangling or by a violent blow or by a headlong fall or by the goring of horns and that which has been partly eaten by a wild animal- unless you are able to slaughter it (before its death) and that which is sacrificed on stone-altars. Forbidden also is to use arrows seeking luck or decision; that is impiety.

অর্থ ঃ ৩. তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ খাদ্য হলো, মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যাকে আল্লাহপাকের নাম উল্লেখ না করে জবাই করা হয়েছে, যাকে গলাটিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে, যাকে সজোরে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে, যা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে, যা শিং এর আঘাতে নিহত হয়েছে, যাকে বণ্যপ্রাণী আংশিক ভাবে ভক্ষণ করেছে যদি না তা জবাই করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় (তার মৃত্যুর পূর্ব) এবং যা কোন দেব-বেদীতে উৎসর্গ করা হয়েছে। আরো নিষেধ করা হয়েছে ঐসব পশু সম্পর্কে যা ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বধ করা হয়েছে। এ সবই নিষ্ঠুর পাপ কাজ। (৫ সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ৫)

উট কিভাবে মরু ঝড়ের মধ্যে বেঁচে থাকে

৭৫০. মরু ঝড়ের মধ্যে বেঁচে থাকা আজব প্রাণী উট

বিজ্ঞানের কথা ঃ

উটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরীরবৃত্তিয় অভিযোজন হলো এদের দেহে পানি সংরক্ষণ ক্ষমতা। এটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, উট পানি মজুদ করে না বরং সংরক্ষণ করে। এ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া খুবই বিস্ময়কর। Duke Universityr k´Plxr Kunt S. Nielsoa উটের উপর এক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে জানিয়েছেন, উটের নাসারন্ধ্রে পানির অণু গ্রহণকারী এক ধরনের ঝিল্লি (membrane) আছে। এ ঝিল্লি পানির অণু চুষে নিয়ে ধরে রাখে। উট যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে এ ঝিল্লি পানির অণুকে বের হতে দেয় না। অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে এ ধরনের কৌশলী ঝিল্লির ব্যবস্থা নেই। উটের নাকের মধ্যে এ মেমব্রেন থাকার কারণে তা ৬৮% পানির কণা সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। তাই পানি পান না করেও উট অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। উট একসঙ্গে ১৫ গ্যালন পর্যন্ত পানি পান করতে সক্ষম। উটের আর একটি দর্শনীয় কৌশল সম্প্রতি আবিস্কৃত হয়েছে। তা হলো, মরুভূমিতে যখন ধূলীময় মরুঝড় উত্থিত হয় আর এ মরুঝড়ে কোন প্রাণী পড়লে তখন তাঁর মৃত্যু ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কারণ চতুর্দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে বালির কণা এসে নাক, কান, চোখ আর মুখে প্রবেশ করে তাকে ঘিরে ফেলে। তখন শ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় যে কোন প্রাণীর মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়। দীর্ঘযাত্রা পথে মরুভূমির উট যখন মরুঝড়ে পড়ে তখন সে হঠাৎ বালির মধ্যে একটা গর্ত করে বসে পড়ে এবং চোখ দু'টি বন্ধ করে নাকসহ সমস্ত মুখমণ্ডল বালির গর্তে গুঁজে রাখে। এভাবে সে ১৫ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে।

এ বিস্ময়কর ঘটনা লক্ষ্য করে গবেষকরা তাঁর ফুসফুস ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছেন যে, ফুসফুসের তলে একটি পাতলা আবরণী যুক্ত থলে আছে। ঐ থলের মধ্যে অক্সিজেন সংরক্ষিত থাকে। এ সংরক্ষিত অক্সিজেনের কারণে অন্তত ১৫ দিন অক্সিজেন গ্রহণ না

করে সে বাঁচতে পারে। তাই মরুঝড়ের সময় বালির গর্তে মুখ গুঁজে রেখে সে বেঁচে থাকে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন উটকে মরুঝড়ের মধ্যে বেঁচে থাকার যে কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন এবং দেহের মধ্যে অক্সিজেন সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করে দিয়েছে তা কি আশ্চর্যজনক নয়! তাই তো ওহীর আয়াত দ্বারা তিনি মানবজাতিকে আহ্বান করেছেন; এটা খুবই বিস্ময়কর বিষয় যে, সপ্তম শতাব্দীতে আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে উটের দৈহিক গঠন সম্পর্কে যে মর্মবাণী ব্যক্ত করেছেন তা প্রাণী বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কুরআনের কথা ঃ

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧

(৮৮ সুরা আল গাসিয়াহ্ ঃ আয়াত ১৭)

Meaning: Do they not look at the camels, how they are made?

অর্থ ঃ ১৭. তারা কি উটগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে দেখে না, কিভাবে এদের সৃষ্টি করা হয়েছে? (৮৮ সুরা আল গাসিয়াহ্ ঃ আয়াত ১৭)

পৃথিবীর আহ্নিক গতি

৭৫১. আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবীতে দিন রাত সংঘটিত হয়

বিজ্ঞানের কথা ঃ

সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষরেখার উপর পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে আবর্তিত হয়। এ আবর্তনে সময় লাগে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘন্টা। তাই ২৪ ঘন্টায় ১ দিন নির্ধারিত হয়েছে। আর এটাকে বলা হয় আহ্নিক গতি। পৃথিবী একটি গ্রহ বলেই সূর্যের আলো দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়। সূর্যের আলো পৃথিবীর যে অংশে পতিত হয় সে অংশে দিন জাগে। অবশিষ্টাংশে রাত নামে। আহ্নিক গতির দরুন পৃথিবীতে রাত-দিন সংগঠিত হয়। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর আহ্নিক গতি যদি থেমে যায় তাহলে এ পৃথিবীর এক অংশে চিরকাল দিন অপর অংশে চিরকাল রাত থাকত। অর্থাৎ রাত আর দিনের পরিবর্তন কখনো ঘটতনা।

কুরআনের কথা ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؗ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى

(৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত-২৯)

Meaning: Do you not see that Allah merges the night into the day and He merges the day into the night that He has subjected the sun and the moon, each running its course for a time appointed.

অর্থ ঃ তোমরা কি দেখনা মহান আল্লাহ রাতকে দিনের উপর এবং দিনকে রাতের উপর প্রবাহিত করেন। আর তিনি চাঁদ এবং সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। (৩১ সূরা লোকমান ঃ আয়াত-২৯)

পৃথিবীর বার্ষিক গতি

৭৫২. বার্ষিক গতির কারণে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়

বিজ্ঞানের কথা ঃ

পৃথিবী প্রতিনিয়ত উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজ অক্ষে ২৪ ঘন্টায় একবার আবর্তনের সাথে সাথে লাটিমের মত একটি নির্ধারিত পথে সূর্যের চারিদিক ঘুরে। এভাবে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। তাই ৩৬৫ দিনে এক বৎসর ধরা হয়। আর এর নাম বার্ষিক গতি।

বার্ষিক গতির ফলে সূর্যের আলোক রশ্মি কোথাও লম্বভাবে এবং কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয়। এর ফলে দিন-রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। দিন রাতের হ্রাস বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়।

কুরআনের কথা ঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾

(১৭ সূরা বণী ইসরাইল ঃ আয়াত-১২)

Meaning: We have made the night and the day as two signs, the sign of the night have We obscured, while the sign of the day We have made to enlighten you that you may seek bounty from your Lord and that you may know the number and count of the years and all things have We explained in detail.

অর্থ ঃ ১২. আমরা রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অতঃপর রাতের নিদর্শন নিস্প্রভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি। যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে স্থির করতে পার বছর সমূহের গণনা এবং হিসাব। আর সব কিছুর বিশদ বিবরণ সুবিদিত করেছি। (১৭ সূরা বণী ইসরাইল ঃ আয়াত-১২)

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল

৭৫৩. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল একটি বস্তু পিন্ডে কেন্দ্রীভূত ছিল

বিজ্ঞানের কথা ঃ

১৯৬৫ সনে উইলসন ও পেনজিয়াস 3^0K-এ সমান সমান তাপমাত্রা বিকিরণের যে মাইক্রো তরঙ্গ বিকিরণ পটভূমি (cosmic micro wave background radiation) আবিস্কার করেন সে আবিস্কার থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে মাইক্রো তরঙ্গ বিকিরণের উৎস হলো Big Bang বা একটি আদি অগ্নিবলের (Primeval fireball) উৎক্ষিপ্ত অবশেষ। এ আবিস্কারের ফলে উইলসন ও পেনজিয়াস নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। G. Lemaitre এ আদি অগ্নিবলের নাম দিয়েছেন 'Primeval Atom'।

Big Bang হলো এমন একটি ঘটনা যার আগে নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, কোয়াসার, পালসার, কিছুই ছিল না। অর্থাৎ বর্তমান মহাবিশ্বের পদার্থ, শক্তি ও স্থান-কাল একটি বস্তুপিণ্ডে কেন্দ্রিভূত ছিল। এ বস্তুপিণ্ডের অসীম ঘনত্ব ও অগাধ উষ্ণতা ছিল। এ উষ্ণতা 10^{32} ডিগ্রী (K k=kelvine- তাপমাত্রার একক) বলে উল্লেখ করা হয়।

অতএব, মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) যাঁর "কুন'' Be. আদেশ দ্বারা সংগঠিত হয়েছে তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ৭ম শতাব্দীতে অবতীর্ণ আল-কুরাআনে মহাজগতে সৃষ্টির Big Bang theory স্পষ্ট আয়াত দ্বারা বিবৃত হয়েছে। এ তত্ত্ব আবিস্কারে বিজ্ঞানীদের ১৪০০ বৎসর সময় লেগেছে। «Big Bang theory» সম্পর্কে আল কুরআন বলছে,

কুরআনের কথা ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ

Meaning: Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together as one single mass; then We clove them asunder.

অর্থ ঃ অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে দেখে না, নভোমন্ডল এবং ভূ-মন্ডল একটি বস্তুর মত পরস্পর সংযুক্ত ছিল; অতষ্পপর আমরা (আমি) এদের ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৩০)

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ

৭৫৪. মহাবিশ্ব প্রতি নিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে

বিজ্ঞানের কথা ঃ

বিশাল মহাবিশ্ব গ্যালাক্সির সমষ্টি। বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী (২০০০ সাল) ৫০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি আমাদের মহাবিশ্ব জুড়ে রয়েছে। এখনো প্রতিদিন গ্যালাক্সির জন্ম হচ্ছে এবং তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্যালাক্সিগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি (force of expansion)। অর্থাৎ, বিশাল মহাজগত সুষমহারে প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আর একদল বিজ্ঞানী বেতার টেলিস্কোপ দিয়ে গ্যালাক্সির দীপ্ত রশ্মি এবং গ্যাসের গতি নির্ণয় করেছেন। এভাবে বিজ্ঞানীরা একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রতি সেকেন্ডে মহাজগত 50km থেকে 100km পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে থাকে এবং এ সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী Albert Einstein তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী তত্ত্ব Cosmological Constant (মহাজাগতিক ধ্রুবক) এ বলেছেন "একটি রহস্যময় স্বতাড়িত বৈশিষ্ট্যের কারণে মহাবিশ্ব ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এ বিস্ময়কর তত্ত্বটি টাইপ-লা-সোপার লোভা নামে পরিচিত এবং স্টেলা এক্সপ্লোশন এর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

কুরআনের কথা ঃ

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কে আল-কুরআন ৭ম শতাব্দীতে যে তথ্য দিয়েছে তা এখন সবাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾

(৫১ সুরা আয যারিয়াত ঃ আয়াত ৭)

Meaning: With power and skill did We make the firmament; indeed We are expanding the vastness of space there of.

অর্থ ঃ ৭. প্রবল ক্ষমতা বলে আমরা আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং অবশ্যই তা সম্প্রসারণ করে চলেছি। (৫১ সুরা আয যারিয়াত ঃ আয়াত ৭)

মহাবিশ্ব গুটিয়ে নেয়া

৭৫৫. মহা বিশ্বকে পুনরায় গুটিয়ে নেয়া হবে

বিজ্ঞানের কথা ঃ

মহাবিশ্বের সকল বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণকে বলা হয় Gravitational Force বা মহাকর্ষীয় শক্তি। সৌরজগতের গ্রহগুলি সূর্যের আকর্ষণে অবর্তিত হয়। উপগ্রহ গ্রহের আকর্ষণে ঘুরে। গ্রহাণুপুঞ্জ সূর্যের চারদিকে ঝাঁক বেধে পরিক্রমণ করে। এভাবে এক গ্যালাক্সি গুচ্ছ গ্যালাক্সির টানে ঘুরে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তু একে অপরের সাথে মিলতে চায়। কিন্তু এ মিলন ঘটতে পারে না যে কারণে তা হচ্ছে Force of expansion অর্থাৎ মহা বিশ্বের সম্প্রসারণ গতির ফলে Space সৃষ্টি হয়। ফলে পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব বেড়ে যায়।

আর যদি সম্প্রসারণ গতি ক্রমান্বয়ে থেমে যায়, তাহলে মহাকর্ষীয় টানে গ্রহ, নক্ষত্রগুলি পরস্পরের কাছাকাছি এসে যাবে। তখন প্রচন্ড সংঘর্ষ শুরু হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রসারণ গতি থামবে কিনা? এ বিষয়ে একটি তথ্য দেয়া হয়েছে যে, মহাকর্ষ শক্তি সম্প্রসারণ (expansion) বন্ধ করতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করছে মহাজাগতিক পদার্থের গড় ঘনত্বের উপর। এর তাত্ত্বিক প্রতিরূপগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ ঘনত্ব যদি সংকট ঘনত্ব (critical value) থেকে বেশী হয় তাহলে মহাকর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হবে। ফলে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করে মহাসংকোচের দিকে নিয়ে যাবে। এ অবস্থাকে Closed Big Bang বলা হয়েছে। আমেরিকান বিজ্ঞানী Rreeman Dyson এটাকে Big Crunch বলেছেন। অর্থাৎ পুনরায় মহাজগত একটি বিন্দুতে এসে বিস্ফোরিত হবে।

কুরআনের কথা ঃ

এখন মহাবিশ্বের Closed Big Bang সম্পর্কে আল-কুরআন যে তথ্য দিয়েছে তা হচ্ছে ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

(২১ সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত-১০৪)

Meaning: The Day when We will roll up the heavens like a scroll rolled up for books and as We began the first creation similarly shall We repeat it.

অর্থ ঃ ১০৪. সে দিন আমরা মহাবিশ্ব মহাকাশ গুটিয়ে নেব যেমনি করে গুটিয়ে নেয়া হয় লিখিত বইপত্র। আর প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় আমরা যেভাবে (Big Bang) আরম্ভ করেছিলাম অনুরূপভাবে তা পুনরাবৃত্তি করা হবে। (২১ সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত-১০৪)

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ আয়াত কণিকা

৭৫৬.২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াতের অংশ ১৫২

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

উচ্চারণ ঃ ফায্‌কুরূনী আয্‌কুরকুম্‌ওয়াশ কুরুলী ওয়ালা তাকফুরুন।

অর্থ ঃ অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব, আমার শোকর আদায় কর এবং না শোকরী করিও না।

৭৫৭. ২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াতের অংশ ২২৪

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্।

অর্থ ঃ আর আল্লাহ সব কিছু দেখেন, সব কিছু শোনেন।

৭৫৮.২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াতের অংশ ২৩৩

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াত্তাকুল্লা-হা ওয়া'লামূ আন্নাল্লা-হা বিমা-তা'মালূনা বাছীর।

অর্থ ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।

৭৫৯.২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াতের অংশ ২৫৬

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

উচ্চারণ ঃ লায়ইক্‌রা-হা ফিদ্দীন।

অর্থ ঃ দ্বীন সম্পর্কে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

৭৬০. ২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াতের অংশ ২৬৯

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা-ইয়ায্‌যাক্কারু ইল্লায়উলুল আল্‌বা-ব।

অর্থ ঃ বস্তুত শুধু জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

৭৬১. ২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াতের অংশ ২৮৬

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ

উচ্চারণ ঃ লা-ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা-উস‘আহা-;

অর্থ ঃ আল্লাহ্ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না।

৭৬২. ৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৩৪

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ﴿۱۳۴﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লা-হু ইউহিব্বুল মুহ্‌সিনীন।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের ভালবাসেন।

৭৬৩. ৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৪০

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۰﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লা-হু লা-ইউহিব্বুজ্ জা-লিমীন।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ জালিমদের পছন্দ করেন না;

৭৬৪. ৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৫৪

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লা-হু ‘আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর।

অর্থ ঃ অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন।

৭৬৫. ৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৫৬

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۵۶﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লা-হু বিমা-তামালূনা বাছীর।

অর্থ ঃ তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

৭৬৬. ৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৯৪

اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাকা লা-তুখ্‌লিফুল মী‘আ-দ।

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

৭৬৭. ৩ সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৯৯

اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লা-হা সারী‘উল হিসা-ব।

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৭৬৮. ৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াতের অংশ ১৬

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লা-হা কা-না তাওওয়া-বার রাহীমা-।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

৭৬৯. ৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াতের অংশ ১২৬

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ

উচ্চারণ ঃ ওয়ালিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল্ আর্দ্বি;

অর্থ ঃ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই

৭৭০. ৫ সূরা মায়েদা ঃ আয়াতের অংশ ৭

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٧﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লা-হা ‘আলীমুম বিযা-তিছ ছুদূর।

অর্থ ঃ অন্তরে যা আছে, সে স‘ন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৭৭১. ৫ সূরা মায়েদা ঃ আয়াতের অংশ ১১

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াত্তাকুল্লা-হা; ওয়া ‘আলাল্লা-হিঞ্জফাল্‌ইয়াতা ওয়াক্কালিল মু‘মিনূন।

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আল্লাহ্‌রই প্রতি বিশ্বাসীগণের নির্ভর করা উচিত।

৭৭২. ৬ সূরা আন আম ঃ আয়াতের অংশ ৭৩

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۷۳﴾

উচ্চারণ ঃ ‘আ-লিমুল গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি; ওয়া হুওয়াল হ্‌াকীমুল খাবীর।

অর্থ ঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছু স‘ন্ধে তিনি অবগত, এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

৭৭৩. ৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াতের অংশ ৩২

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۳۲﴾

উচ্চারণ ঃ কাযা-লিকা নুফাছ্‌ছিলুল আ-য়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া‘লামূন।

অর্থ ঃ এরূপে (আমি আল্লাহ) জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি।

৭৭৪. ৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াতের অংশ ১৮৬

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ

উচ্চারণ ঃ মাইঁ ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফালা-হা-দিইয়া লাহূ;

অর্থ ঃ আল্লাহ্ যাদের বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই,

৭৭৫. ৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াতের অংশ ২০০

اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۰۰﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহূ সামী‘উন ‘আলীম।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

৭৭৬. ৮ সূরা আল আনফাল ঃ আয়াতের অংশ ৪১

وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۴۱﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লা-হু ‘আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

৭৭৭. ৮ সূরা আল আন ফাল ঃ আয়াতের অংশ ৪৬

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ ﴿۴۶﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লা-হা মা‘আছ ছা-বিরীন।

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন।

৭৭৮. ৮ সূরা নিসা ঃ আয়াতের অংশ ২৮

وَ خُلِقَ الۡاِنۡسَانُ ضَعِيۡفًا ﴿۲۸﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া খুলিক্বাল ইনসা-নু দ্বা‘ঈফা-।

অর্থ ঃ মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।

৭৭৯. ৮ সূরা আল আনফাল ঃ আয়াতের অংশ ৭২

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ﴿۷۲﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লা-হু বিমা-তা‘মালূনা বাছীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সবই দেখেন তোমরা যা কর।

৭৮০. ৯ সূরা আত তাওবা ঃ আয়াতের অংশ ৫১

وَ عَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۵۱﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া ‘আল্লাল্লা-হি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মু‘মিনূন।

অর্থ ঃ এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।

৭৮১. ৯ সূরা আত তাওবা ঃ আয়াতের অংশ ১০৪

وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ ﴿۱۰۴﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন্নাল্লা-হা হুওয়াত্ তাওয়্যা-বুর রাহ্বীম।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু ।

৭৮২. ৯ সূরা আত তাওবা ঃ আয়াতের অংশ ১১১

وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ ওয়া মান্ আওফা-বি'আহ্‌দিহী মিনাল্লা-হি।

অর্থ ঃ নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কে আছে ?

৭৮৩. ৯ সূরা আত তাওবা ঃ আয়াতের অংশ ১১৬

يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ

উচ্চারণ ঃ ইয়ুহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু;

অর্থ ঃ তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান।

৭৮৪. ১০ সূরা ইউনুছ ঃ আয়াতের অংশ ৫

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ ইউফাছছিলুল্ আ-য়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন।

অর্থ ঃ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

৭৮৫. ১০ সূরা ইউনুছ ঃ আয়াতের অংশ ২৫

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লা-হু ইয়াদ্'ঊয়ইলা- দা-রিস্ সালা-মি;

অর্থ ঃ আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।

৭৮৬. ১০ সূরা ইউনুছ ঃ আয়াতের অংশ ৬৪

لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ

উচ্চারণ ঃ লা-তাব্‌দীলা লিকালিমা-তিল্লা-হ ;

অর্থ ঃ আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই।

৭৮৭. ১০ সূরা ইউনুছ ঃ আয়াতের অংশ ৬৮

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ

উচ্চারণ ঃ লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আর্‌দ্বি ;

অর্থ ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই।

৭৮৮. ১১ সূরা হুদ ঃ আয়াতের অংশ ৫

اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহূ ‘আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর।

অর্থ ঃ অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনিই মহাজ্ঞানী।

৭৮৯. ১১ সূরা হুদ ঃ আয়াতের অংশ ১২

اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ

উচ্চারণ ঃ ইন্নামায়আন্‌তা নাযীর;

অর্থ ঃ তুমি তো (হে নবী) কেবল সতর্ককারী।

৭৯০. ১১ সূরা হুদ ঃ আয়াতের অংশ ১০৭

اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٠٧

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বাকা ফা‘আ-লুল্লিমা- ইউরীদ্।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমার প্রভূ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন ।

৭৯১. ১১ সূরা হুদ ঃ আয়াতের অংশ ১১২

اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١٢

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহূ বিমা-তা‘মালূনা বাছীর।

অর্থ ঃ তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা দেখেন।

৭৯২. ১২ সূরা ইউসুফ ঃ আয়াতের অংশ ৫

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٥

উচ্চারণ ঃ ইন্নাশ্ শাইত্-না লিল্ইন্‌সা-নি ‘আদুওউম্ মুবীন্।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৭৯৩. ১৩ সূরা রাদ ঃ আয়াতের অংশ ১৬

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ

উচ্চারণ ঃ কুল্ হাল্ ইয়াস্তাওয়িল্ আ'মা-ওয়াল্ বাছীর। আম হাল তাছতায়িজ জুলুমাতু ওয়ান্নুর।

অর্থ ঃ বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক ?

৭৯৪. ১৪ সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াতের অংশ ৪

فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

উচ্চারণ ঃ ফাইউদ্বিল্লুল্লা-হু মাইঁ ইয়াশা-উ;ওয়া ওয়া ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা-উ;

অর্থ ঃ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।

৭৯৫. ১৫ সূরা আল হিজর ঃ আয়াতের অংশ ৪৯

نَبِّئْ عِبَادِىْۤ اَنِّىْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾

উচ্চারণ ঃ নাব্বি' 'ইবা-দীআন্নীআনাল্ গাফূরুর্ রাহীম্।

অর্থ ঃ আমার বান্দাদের বলে দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭৯৬. ১৬ সূরা আল নাহল ঃ আয়াতের অংশ ২২

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ

উচ্চারণ ঃ ইলা-হুকুম্ ইলা-হুও ওয়াহি্দ।

অর্থ ঃ তিনিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।

৭৯৭. ৪ নিসা ঃ আয়াতের অংশ ৩৩

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা-কুল্লি শাইইন্ শাহীদা-।

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

৭৯৮. ১৬ সূরা আন নাহল ঃ আয়াতের অংশ ২৯

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝٢٩

উচ্চারণ ঃ ফাদ্‌খুলূয়আব্‌ওয়া-বা জাহান্নামা খা-লিদীনা ফিহা-;ফা বি'সা মাছওয়াল মুতাকব্বিরী-ন।

অর্থ ঃ তাই তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে চিরদিনের জন্য প্রবেশ কর। অহংকারীদের আবাস স্থল কতই না নিকৃষ্ট।

৭৯৯. ১৬ সূরা আন নাহল ঃ আয়াতের অংশ ৫১

اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝٥١

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা-হুওয়া ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুন, ফাইয়্যা-ইয়া ফার্‌হাবূন্।

অর্থ ঃ আমিই তো একমাত্র উপাস্য। তাই আমাকেই ভয় কর।

৮০০. ১৬ সূরা আন নাহল ঃ আয়াতের অংশ ৭৭

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ

উচ্চারণ ঃ ওয়া লিল্লা-হি গাইবুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ;

অর্থ ঃ আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই।

৮০১. ৪ সূরা নিসা ঃ আয়াতের অংশ ১

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলাইকুম রাকীবা-।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

৮০২. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াতের অংশ ১

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝١

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ বাছীর্।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৮০৩. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াতের অংশ ৫৪

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ عَلَيۡهِمۡ وَكِيۡلًا ﴿۵۴﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা-আরসালনায়কা ‘আলাইহিম্ ওয়াকীলা- ।

অর্থ ঃ আমি তোমাকে ওদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।

৮০৪. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াতের অংশ ৫৭

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُوۡرًا ﴿۵۷﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্না আযা-বা রাব্বিকা কা-না মাহ্যূরা- ।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।

৮০৫. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াতের অংশ ৬৭

وَكَانَ الۡاِنۡسَانُ كَفُوۡرًا ﴿۶۷﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া কা-নাল্ ইন্সা-নু কাফূরা- ।

অর্থ ঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৮০৬. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াতের অংশ ১০৫

وَبِالۡحَقِّ اَنۡزَلۡنٰهُ وَبِالۡحَقِّ نَزَلَ ؕ

উচ্চারণ ঃ ওয়া বিল্হাক্কি আন্যাল্না-হু ওয়া বিলহাক্কি নায্যালা ;

অর্থ ঃ আমি সত্যসহ কুরআন নাযিল করেছি এবং তা সত্যসহই নাযিল হয়েছে।

৮০৭. ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াতের অংশ ১১০

قُلِ ادۡعُوا اللّٰهَ اَوِ ادۡعُوا الرَّحۡمٰنَ ؕ

উচ্চারণ ঃ কুলিদ্‘উল্লা-হা আওয়িদ্ ‘উর রাহমা-না ;

অর্থ ঃ বল, ‘তোমরা ‘আল্লাহ্‘ নামে আহ্বান কর বা ‘রাহমান‘ নামে আহ্বান কর।

৮০৮. ২০ সূরা ত্বহা ঃ আয়াতের অংশ ২

مَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰٓى ﴿۲﴾

উচ্চারণ ঃ মায়আন্যাল্না- আলাইকাল্ কুর্আ-না লিতাশ্ক্বায়।

অর্থ ঃ তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কোরআন নাযিল করিনি।

৮০৯. ২০ সূরা ত্বহা ঃ আয়াতের অংশ ৩৫

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাকা কুন্‌তা বিনা-বাছীরা- ।

অর্থ ঃ তুমি আমাদের মহাদ্রষ্টা।'

৮১০. ২০ সূরা ত্বহা ঃ আয়াতের অংশ ৫৫

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى ﴿٥٥﴾

উচ্চারণ ঃ মিন্‌হা- খালাক্‌না-কুম্ ওয়া ফীহা- নু'ঈদুকুম ওয়ামিন্‌হা- নুখ্‌রিজুকুম্ তা-রাতান্ উখ্‌রা- ।

অর্থ ঃ এ (মাটি) হতে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি , এতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং আবার উহা হতে পুনর্বার সৃষ্টি করব।

৮১১. ২২ সূরা আল হাজ ঃ আয়াতের অংশ ৭৮

هُوَ مَوْلٰكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

উচ্চারণ ঃ হুওয়া মাওলা-কুম, ফানি'মাল মাওলা- ওয়া নি'মান্ নাছীর।

অর্থ ঃ তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সহায়ক তিনি!

৮১২. ২৩ সূরা আল মু'মিনুন ঃ আয়াতের অংশ ১০৮

قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾

উচ্চারণ ঃ ক্‌-লাখ সাউ ফীহা-ওয়ালা-তুকাল্লিমূন।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা হীন অবস্থায় এখানে থাক ও আমার সঙ্গে কথা বলিও না।'

৮১৩. ২৪ সূরা আন্ নুর ঃ আয়াতের অংশ ১৯

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া ল্লা-হু ইয়া'লামু ওয়া আনতুম লা- তা'লামূন।

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

৮১৪. ৪ সূরা নিসা ঃ আয়াতের অংশ ৪৮

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াগ্‌ফিরু আইঁ ইউশ্‌রাকা বিহী ওয়া ইয়াগ্‌ফিরু মা-দূনা যা-লিকা লিমাইঁ ইয়াশা-উ।

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তার অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

৮১৫. ২৪ সূরা আননুর ঃ আয়াতের অংশ ২৮

وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝٢٨

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা 'আলীম।

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম স'ন্ধে জানেন।

৮১৬. ২৪ সূরা আননুর ঃ আয়াতের অংশ ৩৫

اَللَّهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হু নূরুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ;

অর্থ ঃ আল্লাহ্ই আকাশ ও পৃথিবীর আলো ;

৮১৭. ২৬ সূরা আশ শুয়ারা ঃ আয়াতের অংশ ২০৩

فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۝٢٠٣

উচ্চারণ ঃ ফাইয়াকূলূ হাল নাহ্‌নু মুন্‌জারূন।

অর্থ ঃ তখন ওরা বলবে, 'আমরা কি তবে অবকাশ পাব?

৮১৮. ২৭ সূরা আল নামল ঃ আয়াতের অংশ ২৬

اَللَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۩ ۝٢٦ (সেজদা)

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হু লায়ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া রাব্বুল 'আরশিল 'আজীম।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ , তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি মহাআরশের অধিপতি।'

৮১৯. ২৮ সূরা আল কাসাস ঃ আয়াতের অংশ ৫৬

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাকা লা-তাহ্‌দী মান্ আহ্‌বাব্‌তা ওয়ালাকিন্নাল্লা-হা ইয়াহ্‌দী মাইঁ ইয়াশা-উ ।

অর্থ ঃ তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছে করলে তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছে সৎ পথে আনেন।

৮২০. ৩০ সূরা আল রূম ঃ আয়াতের অংশ ২৯

فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

উচ্চারণ ঃ ফামাইঁ ইয়াহ্‌দী মান আদ্বাল্লাল্লা-হু। ওয়ামা লাহুম মিন নাসিরী-ন ।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে সৎ পথ দেখাবে? এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

৮২১. ৩১ সূরা আল লুকমান ঃ আয়াতের অংশ ২৩

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লা-হা ‘আলীমুম বিযা-তিছ ছুদূর ।

অর্থ ঃ অন্তরের মধ্যে যা আছে সে খবর আল্লাহ্ জানেন।

৮২২. ৩১ সূরা আল লুকমান ঃ আয়াতের অংশ ৩৪

ِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লা-হা ‘ইন্দাহূ ‘ইলমুস্ সা-‘আতি ।

অর্থ ঃ কখন কেয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহ্ই জানেন।

৮২৩. ৩৩ সূরা আল আহযাব ঃ আয়াতের অংশ ৭০

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়ায়আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা ওয়াকূলূ ক্বাওলান্ সাদীদা- ।

অর্থ ঃ হে ঈমান্দারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

৮২৪. ৩৫ সূরা ফাতির ঃ আয়াতের অংশ ১৯

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۝١٩

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা-ইয়াস্ তাওয়িল্ আ‘মা-ওয়াল বাছীর।

অর্থ ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়।

৮২৫. ৩৫ সূরা ফাতির ঃ আয়াতের অংশ ২৪

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ

উচ্চারণ ঃ ইন্নায়আরসাল্না-কা বিল্হাক্কি বাশীরাওঁ ওয়া নাযীরা-;

অর্থ ঃ আমি তো তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি;

৮২৬. ৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াতের অংশ ৫৯

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝٥٩

উচ্চারণ ঃ ওয়াম্ তা-যুল্ ইয়াওমা আইয়্যুহাল মুজ্রিমূন। **অর্থ ঃ** এবং (আরও বলা হবে) ‘হে পাপীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।‘

৮২৭. ৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াতের অংশ ৮২

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝٨٢

উচ্চারণ ঃ ইন্নামায়আমরুহূয়ইযায়আরা-দা শাইআন্ আইঁ ইয়া ক্-লা লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন।

অর্থ ঃ তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তিনি কেবল বলেন ‘হও‘ ফলে তা হয়ে যায়।

৮২৮. ৩৭ সূরা সফফাত ঃ আয়াতের অংশ ৩৯

وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٣٩

উচ্চারণ ঃ ওয়া মা-তুজ্য়াওনা ইল্লা-মা-কুন্তুম তা‘মালূন।

অর্থ ঃ এবং তোমরা যা করতে তারই প্রন্ডিল ভোগ করবে।

৮২৯. ৩৭ সূরা সফফাত ঃ আয়াতের অংশ ১৩৮

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

উচ্চারণ ঃ আফালা-তা'কিলূন।

অর্থ ঃ তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

৮৩০. ৩৭ সূরা সফফাত ঃ আয়াতের অংশ ১৫৫

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

উচ্চারণ ঃ আফালা- তায্াক্কারূন।

অর্থ ঃ তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

৮৩১. ৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াতের অংশ ৩

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ

উচ্চারণ ঃ আলা- লিল্লা-হিদ্ দীনুল্ খা-লিছ্ ;

অর্থ ঃ জেনে রাখ, বিশুদ্ধ এবাদত আল্লাহরই প্রাপ্য।

৮৩২. ৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াতের অংশ ১৬

يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়া-'ইবাদি ফাত্তাকূন।

অর্থ ঃ হে আমার বান্দাগণ! আমাকে ভয় কর।

৮৩৩. ৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াতের অংশ ৩৬

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ

উচ্চারণ ঃ আলাইসাল্লা-হু বিকা-ফিন্ 'আব্দাহূ ;

অর্থ ঃ আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন?

৮৩৪. ৪০ সূরা মু'মিন ঃ আয়াতের অংশ ১৬

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

উচ্চারণ ঃ লিমানিল্ মুল্কুল্ ইয়াওমা; লিল্লা-হিল্ ওয়া-হিদিল্ ক্াহ্হা-র।

অর্থ ঃ (বলা হবে,) 'আজ কর্তৃত্ব কার? 'আল্লাহরই' যিনি এক প্রবল পরাক্রমশালী।

৮৩৫. ৪০ সূরা মু‘মিন ঃ আয়াতের অংশ ৭৬

اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ

উচ্চারণ ঃ উদ্‌খুলূয়আব্‌ওয়া-বা জাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা- ।

অর্থ ঃ ওদের বলা হবে জাহান্নামে চিরকাল অবস্থানের জন্য প্রবেশ করো।

৮৩৬. ৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ আয়াতের অংশ ৪৬

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ

উচ্চারণ ঃ মান ‘আমিলা ছা-লিহান্ ফালিনাফ্‌সিহী ওয়ামান্ আসা-আ ফা‘আলাইহা-;

অর্থ ঃ যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং যে অসৎকর্ম করে সে নিজের প্রতি অমঙ্গল ডাকে।

৮৩৭. ২ সূরা আল বাকারা ঃ আয়াতের অংশ ২৮৪

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ

উচ্চারণ ঃ লিল্লা-হি মা ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আর্‌দ্বি ;

অর্থ ঃ আসমান এবং যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র।

৮৩৮. ৪৪ সূরা দুখান ঃ আয়াতের অংশ ৮

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۗ

উচ্চারণ ঃ লায়ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতূ;

অর্থ ঃ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন।

৮৩৯. ৪৮ সূরা ফাতাহ ঃ আয়াতের অংশ ২৩

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝٢٣

উচ্চারণ ঃ ওয়া লান্ তাজিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্‌দীলা- ।

অর্থ ঃ তুমি আল্লাহর এ বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।

৮৪০. ৪৯ সূরা হুজরাত ঃ আয়াতের অংশ ১৩

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

উচ্চারণ ঃ ইন্না আক্‌রামাকুম্ ‘ইন্দাল্লা-হি আত্‌কা-কুম ;

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।

৮৪১. ৫০ সূরা কাফ ঃ আয়াতের অংশ ৩৬

هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾

উচ্চারণ ঃ হাল্ মিম্ মাহ্বীছ।

অর্থ ঃ ওদের কোন আশ্রয়স্থল রইল কি?

৮৪২. ৫২ সূরা তুর ঃ আয়াতের অংশ ২৮

إِنَّهُۥ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহূ হুওয়াল্ বার্‌রুর্ রাহীম।

অর্থ ঃ তিনি তো করুণাময়, পরম দয়ালু!

৮৪৩. ৫৩ সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াতের অংশ ২৫

فَلِلَّهِ الْأَاخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

উচ্চারণ ঃ ফালিল্লা-হিল্ আ-খিরাতু ওয়াল্ ঊলা-।

অর্থ ঃ বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।

৮৪৪. ৫৩ সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াতের অংশ ৪৮

وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আগ্‌না- ওয়া আক্‌না-।

অর্থ ঃ এবং তিনিই অভাব মুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।

৮৪৫. ৫৪ সূরা কামার ঃ আয়াতের অংশ ২২

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া লাকাদ্ ইয়াস্সার্নাল কুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মিম্ মুদ্দাকির।

অর্থ ঃ আমি কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; কেউ আছে কি উপদেশ গ্রহণের জন্য?

৮৪৬. ৫৫ সূরা আর রহ্মান ঃ আয়াতের অংশ ১৭

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

উচ্চারণ ঃ রাব্বুল মাশ্রিক্বাইনি ওয়া রাব্বুল্ মাগ্রিবাই-ন।

অর্থ ঃ তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক।

৮৪৭. ৫৫ সূরা আর রাহ্মান ঃ আয়াতের অংশ ২৯

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾

উচ্চারণ ঃ কুল্লা ইয়াওমিন্ হুওয়া ফী শা'ন্।

অর্থ ঃ তিনি প্রতি মুহূর্তে তাঁর কাজে রত।

৮৪৮. ৫৫ সূরা আর রাহ্মান ঃ আয়াতের অংশ ৫৫

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾

উচ্চারণ ঃ ফাবিআইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন।

অর্থ ঃ তবে তোমরা (জ্বীন ও ইনসান) তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৮৪৯. ৫৫ সূরা আর রাহ্মান ঃ আয়াতের অংশ ৬০

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

উচ্চারণ ঃ হাল্ জায্া-উল্ ইহ্সা-নি ইল্লাল্ ইহ্সা-ন।

অর্থ ঃ উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?

৮৫০. ৫৬ সূরা ওয়াকি‘আ ঃ আয়াতের অংশ ২২-২৩

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾

উচ্চারণ ঃ ২২. ওয়া হূরুন ‘ঈন। ২৩. কাআম্‌ছা-লিল্ লু‘লুয়িল্ মাক্‌নূন।

অর্থ ঃ ২২. তথায় থাকবে আয়তলোচনা হূর। ২৩. সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ।

৮৫১. ৫৭ সূরা হাদীদ ঃ আয়াতের অংশ ১৯

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়াকায্‌যাবূ বিআ-য়া-তিনায় উলা-ইকা আছহ্বা-বুল জ্বাহ্বীম।

অর্থ ঃ এবং যারা কাফের এবং আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৮৫২. ৬০ সূরা মুম্‌তাহিনা ঃ আয়াতের অংশ ৩

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

উচ্চারণ ঃ লান্ তান্‌ফা‘আকুম আরহ্বা-মুকুম ওয়ালায় আওলা-দুকুম, ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি।

অর্থ ঃ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না বা উপকার করতে পারবে না।

৮৫৩. ৬১ সূরা ছফ ঃ আয়াতের অংশ ২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়ায়আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লিমা তাক্‌লূনা মা-লা-তাফ‘আলূন।

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা কেন বল?

৮৫৪. ৫৬ সূরা ওকিয়া‘আ ঃ আয়াতের অংশ ৯৬

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

উচ্চারণ ঃ ফাসাব্বিহ্ বিস্‌মি রাব্বিকাল্ ‘আজীম।

অর্থ ঃ অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

৮৫৫. ৫৮ সূরা মুজাদালা ঃ আয়াতের অংশ ২

وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইন্নাল্লা-হা লা'আফুওউন গাফূর।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।

৮৫৬. ৫৮ সূরা মুজাদালা ঃ আয়াতের অংশ ১০

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٠

উচ্চারণ ঃ ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন।

অর্থ ঃ মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

৮৫৭. ৫৯ সূরা হাশর ঃ আয়াতের অংশ ১

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ

উচ্চারণ ঃ সাব্বাহা লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আর্দ্বি।

অর্থ ঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে।

৮৫৮. ৫৯ সূরা হাশর ঃ আয়াতের অংশ ৭

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

উচ্চারণ ঃ ওয়াত্তাকুল্লা-হা, ইন্নাল্লা-হা শাদীদুল 'ইকা-ব।

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

৮৫৯. ৫৯ সূরা হাশর ঃ আয়াতের অংশ ১৮

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ

উচ্চারণ ঃ ইয়ায়আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা ওয়ালতান্জুর নাফসুম মা-ক্বাদ্দামাত লিগাদ।

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত সে তার আগামীকল্যের কি অগ্রিম পাঠিয়েছে?

৮৬০. ৫৯ সূরা হাশর ঃ আয়াতের অংশ ২২

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী লায়ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া, আ'-লিমুল গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি, হুওয়ার রাহ্মা-নুর রাহ্ীম।

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

৮৬১. ৬১ সূরা সাফ্ফ ঃ আয়াতের অংশ ৮

یُرِیْدُوْنَ لِیُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸﴾

উচ্চারণ ঃ ইউরীদূনা লিইউত্ফিঊ নূরাল্লা-হি বিআফ্ওয়া-হিহিম, ওয়াল্লা-হু মুতিম্মু নূরিহী ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থ ঃ ওরা আল্লাহর নূর ফুঁৎকারে নিভাতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

৮৬২. ৬২ সূরা জুমা ঃ আয়াতের অংশ ১১

وَاللّٰهُ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ﴿۱۱﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লা-হু খাইরুর্ রা-যিক্বীন।

অর্থ ঃ আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

৮৬৩. ৬৩ সূরা মুনাফিকূন ঃ আয়াতের অংশ ৯

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ

উচ্চারণ ঃ ইয়ায়আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানু লা-তুল্হিকুম আমওয়া-লুকুম ওয়ালায়আওলা-দুকুম 'আন যিক্রিল্লা-হি ;

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর জিকির হতে উদাসীন না করে।

৮৬৪. ৬৩ সূরা মুনাফিকূন ঃ আয়াতের অংশ ১১

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ

উচ্চারণ ঃ ওয়া লাইঁ ইউআখ্‌খিরাল্লা-হু নাফসান ইযা- জা–আ আজালুহা-;
অর্থ ঃ নির্ধারিতকাল (মৃত্যুর সময়) যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ্ কাউকেই অবকাশ দেবেন না।

৮৬৫. ৬৬ সূরা তাহ্‌রীম ঃ আয়াতের অংশ ৮

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ

উচ্চারণ ঃ ইয়ায়আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানু তূবূয়ইলাল্লা-হি তাওবাতান নাছূহা-;

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর- বিশুদ্ধ তাওবা ;

৮৬৬. ৬৭ সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াতের অংশ ২

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

উচ্চারণ ঃ আল্লাযী খালাক্বাল্ মাওতা ওয়াল হায়া-তা লিইয়াব্‌লুওয়াকুম আইয়ুকুম আহ্‌সানু 'আমালা-;

অর্থ ঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?

৮৬৭. ৬৭ সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াতের অংশ ১৩

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

উচ্চারণ ঃ ওয়া আসির্‌রূ ক্বাওলাকুম আওয়িজ্‌হারূ বিহী; ইন্নাহূ 'আলীমুম বিযা-তিছ ছুদূর।
অর্থ ঃ তোমরা গোপনেই কথা বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো নিশ্চয়ই অন্তর্যামী।

৮৬৮. ৭০ সূরা মা'আরিজ ঃ আয়াতের অংশ ২০-২১

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۝ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۝

উচ্চারণ ঃ ২০. ইযা-মাস্‌সাহুশ শার্‌রু জাযূ'আ-। ২১. ওয়া ইযা-মাস্‌সাহুল খাইরু মানূ'আ-।
অর্থ ঃ ২০. যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশাকারী। ২১. আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ।

৮৬৯. ৭৩ সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াতের অংশ ২০

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٢٠

উচ্চারণ ঃ ওয়াস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম।

অর্থ ঃ তোমরা ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮৭০. ৭৪ সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াতের অংশ ৪০-৪৩

فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝٤٠ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝٤١ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝٤٢ قَالُوْا
لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝٤٣

উচ্চারণ ঃ ৪০. ফী জান্না-তিন, ইয়াতাসা—আলূন। ৪১. 'আনিল মুজ্‌রিমীন। ৪২. মা-সালাকাকুম ফী সাক্বার। ৪৩ ক্বা-লূ লাম নাকু মিনাল মুছাল্লীন।

অর্থ ঃ ৪০. তারা থাকবে উদ্যানে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে– ৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে, ৪২. 'তোমাদের কি সে দোযখে ফেলেছে ?' ৪৩. ওরা বলবে, 'আমরা নামাজী ছিলাম না'

৮৭১. ৭৫ সূরা কিয়ামাহ্ ঃ আয়াতের অংশ ৬

يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦

উচ্চারণ ঃ ইয়াস্‌আলু আইয়্যা-না ইয়াওমুল ক্বিয়া-মাহ্।

অর্থ ঃ মানুষ প্রশ্ন করে 'কখন কিয়ামতের দিন আসবে ?'

৮৭২. ৭৫ সূরা কিয়ামাহ্ ঃ আয়াতের অংশ ১০-১১

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١

উচ্চারণ ঃ ১০. ইয়াকূলুল ইনসা-নু ইয়াওমাইযিন আইনাল মাফার্‌র। ১১. কাল্লা-লা-ওয়ায্‌আর।

অর্থ ঃ ১০দ্ব সেদিন মানুষ বলবে, 'আজ পালাবার স্থান কোথায় ? ১১দ্ব না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

৮৭৩. ৭৭ সূরা মুর্‌সালাত ঃ আয়াতের অংশ ৪৩

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٤٣

উচ্চারণ ঃ কুলূ ওয়াশ্‌রাবূ হানী—আম বিমা-কুন্‌তুম তা'মালূন।

অর্থ ঃ (তাদের বলা হবে) তোমাদের কাজের বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।'

৮৭৪. ৭৯ সূরা আল নাযি‘আত ঃ আয়াতের অংশ ৪০-৪১

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

উচ্চারণ ঃ (৪০) ওয়া আম্মা-মান খা-ফা মাক্বা-মা রাব্বিহী ওয়া নাহান নাফসা ‘আনিল হাওয়া- । (৪১) ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মা‘ওয়া- ।

অর্থ ঃ (৪০) পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সম্মুখীন হওয়ার ভয় রাখত এবং নিজ প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখত। (৪১) জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল।

৮৭৫. ৮০ সূরা আবাসা ঃ আয়াতের অংশ ১৭-১৯

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾

উচ্চারণ ঃ ১৭. কুতিলাল ইনসা-নু মায়আক্ফারাহ। ১৮. মিন আইয়্যি শাইয়িন খালাক্বাহ্। ১৯. মিন নুত্ফাতিন্ ;

অর্থ ঃ ১৭. হতভাগ্য মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ। ১৮. তিনি তাকে কি হতে সৃষ্টি করেছেন ? ১৯. শুক্র হতে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন। পরে পরিমিত বিকাশ সাধন করেন।

৮৭৬. ৮৩ সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ আয়াতের অংশ ৩৪

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

উচ্চারণ ঃ ফাল্ইয়াওমাল্ লাযীনা আ-মানূ মিনাল কুফ্ফা-রি ইয়াদ্বহাকূন।

অর্থ ঃ আজ মু‘মিনগণ উপহাস করছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের।

৮৭৭. ৮৫ সূরা বুরূজ ঃ আয়াতের অংশ ১২

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্না বাত্শা রাব্বিকা লাশাদীদ।

অর্থ ঃ তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন।

৮৭৮. ৮৯ সূরা ফাজর ঃ আয়াতের অংশ ২৪

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়াকুলু ইয়া-লাইতানী ক্বাদ্দাম্তু লিহায়া-তী।

অর্থ ঃ সে বলবে, ‘হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু সৎকাজ করে রাখতাম।‘

৮৭৯. ৯৬ সূরা আলাক ঃ আয়াতের অংশ ১৪

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾

উচ্চারণ ঃ আলাম ইয়া‘লাম বিআন্নাল্লা-হা ইয়ারা- ।

অর্থ ঃ সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন ?

৮৮০. ৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৮৫

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

উচ্চারণ ঃ কুল্লু নাফসিন যা–ইক্বাতুল মাওতি;

অর্থ ঃ জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে ;

৮৮১. ৩৯ সূরা আল যুমার ঃ আয়াতের অংশ ৫৩

لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾

উচ্চারণ ঃ লা-তাক্নাতু মির্ রাহ্মাতিল্লা-হি ; ইন্নাল্লা-হা ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা জ্বামী‘আ-; ইন্নাহূ হুওয়াল গাফূরুর্ রাহ্বীম ।

অর্থ ঃ আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না ; আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন সমুদয় পাপ। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।‘

৮৮২. ২১ সূরা আল আম্বিয়া ঃ আয়াতের অংশ ১০৭

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়ামায়আরসাল্না-কা ইল্লা-রাহ্মাতাল্ লিল্‘আ-লামীন ।

অর্থ ঃ আমি তোমাকে (মুহাম্মদ সা. কে) বিশ্ব-জগতের প্রতি রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।

৮৮৩. ৮ সূরা আনফাল ঃ আয়াতের অংশ ৪০

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

উচ্চারণ ঃ নি‘মাল মাওলা-ওয়া নি‘মাল নাছীর ।

অর্থ ঃ উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

৮৮৪. ৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৭৩

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

উচ্চারণ ঃ হাসবুনাল্লা-হু ওয়ানিমা'ল ওয়াকীল।

অর্থ ঃ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্ম বিধায়ক।

৮৮৫. ৮৯ সূরা আল ফাজর ঃ আয়াতের অংশ ২৭-৩০

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

উচ্চারণ ঃ ২৭. ইয়ায়আইয়াতুহান নাফ্সুল মুত্মাইন্নাতুর, ২৮. জি'ঈ-ইলা-রাব্বিকি রা-দ্বিয়াতাম মার্দ্বিইয়্যাহ্। ২৯. ফাদ্খুলী ফী 'ইবা-দী। ৩০. ওয়াদ্খুলী জান্নাতী।

অর্থ ঃ ২৭. ওহে প্রশান্ত আত্মা! ২৮. তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, ২৯. আমার বান্দদের অন্তর্ভুক্ত হও, ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

৮৮৬. ৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৩৯

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা-তাহিনূ ওয়ালা-তাহ্যানূ ওয়া আনতুমুল আ'লাওনা ইন কুন্তুম্ মু'মিনীন।

অর্থ ঃ আর তোমরা হীনবল এবং দুষ্পখিত হয়ো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।

৮৮৭. ৪১ সূরা হা-মীম সাজদাহ্ ঃ আয়াতের অংশ ৩১

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়ালাকুম্ ফীহা-মা-তাশ্তাহীয়আন্ফুসুকুম্ ওয়ালাকুম্ ফীহা-মা-তাদ্দা'উন।

অর্থ ঃ সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে তোমাদের মন যা চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর।

৮৮৮. ৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১০২

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়ায়আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা হাক্ক্বা তুক্বা-তিহীঞ্ওয়ালা-তামূতুন্না ইল্লা-ওয়া আন্তুম মুসলিমূন।

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে এমন ভাবে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিৎ এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।

৮৮৯. ৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াতের অংশ ৭

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়ায়আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূয়ইন্ তান্ছুরুল্লা-হা ইয়ান্ছুর্কুম্ ওয়া ইউছাব্বিত আক্বদা-মাকুম।

অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কর, আল্লাহ্ও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় রাখবেন।

৮৯০. ৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াতের অংশ ১১

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿١١﴾

উচ্চারণ ঃ যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা মাওলাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া আন্নাল কা-ফিরীনা লা-মাওলা-লাহুম।

অর্থ ঃ এ এজন্য যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক এবং অবিশ্বাসীদের জন্য কোন অভিভাবক নেই।

৮৯১. ৪৭ সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াতের অংশ ২৪

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

উচ্চারণ ঃ আফালা- ইয়াতাদাব্বারূনাল্ কুরআ-না আম্ 'আলা- কুলূবিন আক্বফা-লুহা-।

অর্থ ঃ তবে কি ওরা কোরআন স'ন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না? না ওদের অন্তর তালাবদ্ধ?

৮৯২. ৪৮ সূরা আল ফাত্হ ঃ আয়াতের অংশ ৮

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٨﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নায়আর্সাল্না- কা শা-হিদাওঁ ওয়া মুবাশ্শিরাওঁ ওয়া নাযীরা- ।

অর্থ ঃ আমি তোমাকে (মুহাম্মদ সা. কে) সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।

৮৯৩. ৫১ সূরা আল যারিয়াত ঃ আয়াতের অংশ ১৫

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া উ'ইয়ূন্।

অর্থ ঃ সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতের বাগিচায়।

৮৯৪. ৫২ সূরা আত তূর ঃ আয়াতের অংশ ১৪

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾

উচ্চারণ ঃ হা-যিহিন্ না-রুল্ লাতী কুন্তুম্ বিহা-তুকায্যিবূন।

অর্থ ঃ (এবং বলা হবে) 'এই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

৮৯৫. ৫২ সূরা আত তূর ঃ আয়াতের অংশ ১৯

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

উচ্চারণ ঃ কুলূ ওয়াশ্রাবূ হানী-আম্ বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন।

অর্থ ঃ বলা হবে 'তোমাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ হয়ে পানাহার করতে থাক।'

৮৯৬. ৫৩ সূরা নাজ্বম ঃ আয়াতের অংশ ৪৩

وَأَنَّهٗ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكٰى ﴿٤٣﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন্নাহূ হুওয়া আদ্বহ্াকা ওয়া আব্কা- ।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।

৮৯৭. ৬৮ সূরা ক্বালাম ঃ আয়াতের অংশ ৫২

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা-হুওয়া ইল্লা-যিক্‌রুল লিল‘আ-লামীন।

অর্থ ঃ কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।

৮৯৮. ৬৯ সূরা হাক্বাহ ঃ আয়াতের অংশ ২৭

يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়া-লাইতাহা-কা-নাতিল ক্বা-দ্বিয়াহ্।

অর্থ ঃ ‘হায়, মৃত্যুই যদি আমাকে শেষ করত।‘

৮৯৯. ৬৯ সূরা হাক্বাহ ঃ আয়াতের অংশ ২৮

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾

উচ্চারণ ঃ মায়আগনা-‘আন্নী মা-লিয়াহ্।

অর্থ ঃ ‘আমার ধনসম্পদ কোন কাজেই এল না।‘

৯০০. ৬৯ সূরা হাক্বক্বাহ ঃ আয়াতের অংশ ৪৪-৪৫

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾

উচ্চারণ ঃ ৪৪. ওয়ালাও তাক্বাওয়্যালা ‘আলাইনা-বা‘দ্বাল আক্বা-ওয়ীল। ৪৫. লাআখায্‌না-মিনহু বিলইয়ামীন।

অর্থ ঃ ৪৪. সে (মুহাম্মদ সা.) যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, ৪৫. আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।

৯০১. ৩৫ সূরা ফাত্বির ঃ আয়াতের অংশ ২৩

اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্ আন্‌তা ইল্লা-নাযীর।

অর্থ ঃ তুমি (মুহাম্মদ সা.) একজন সতর্ককারী মাত্র।

৯০২. ৩৬ সূরা ইয়া-সীন্ ঃ আয়াতের অংশ ৫৮

سَلٰمٌ ۟ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

উচ্চারণ ঃ সালা-মুন্ ক্বাওলাম্ মির্ রাব্বির্ রাহ্বীম।

অর্থ ঃ দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।

৯০৩. ৩৮ সূরা ছোয়াদ ঃ আয়াতের অংশ ৭৬

قَالَ اَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ

উচ্চারণ ঃ ক্বা-লা আনা খাইরুম্ মিনহু।

অর্থ ঃ ইবলীস বলল, 'আমি তার হতে শ্রেষ্ঠ'।

৯০৪. ৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াতের অংশ ৯

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ

উচ্চারণ ঃ কুল হাল্ ইয়াস্তাওয়িল্ লাযীনা ইয়া'লামূনা ওয়াল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূনা;

অর্থ ঃ বল, 'যারা জানে এবং আর যারা জানে না তারা কি সমান?

৯০৫. ৭৭ সূরা মুরসালাত ঃ আয়াতের অংশ ৪৭

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াইলুইঁ ইয়াওমাইযিল লিলমুকায্যিবীন।

অর্থ ঃ সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য দুর্ভোগ।

৯০৬. ৮১ সূরা তাকওয়ীর ঃ আয়াতের অংশ ২২

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া মা- ছা-হ্বিবুকুম বিমাজ্নূন।

অর্থ ঃ এবং তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ সা.) পাগল নয়।

৯০৭. ৮২ সূরা ইনফিত্বার ঃ আয়াতের অংশ ৬

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝

উচ্চারণ ঃ ইয়ায়আইয়ুহাল ইনসা-নু মা-গার্‌রাকা বিরাব্বিকাল কারীম।

অর্থ ঃ হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক স'ন্ধে বিভ্রান্ত করল?

৯০৮. ৩ সূরা আলে- ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৮৫

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط

উচ্চারণ ঃ কুল্‌লু নাফসিন যা-ইক্বাতুল মাওতি;

অর্থ ঃ জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে;

৯০৯. ৫১ সূরা যারিয়াত ঃ আয়াতের অংশ ৫৬

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা- খালাক্বতুল্ জিন্না ওয়াল্ ইন্‌সা ইল্লা- লিইয়া'বুদূন।

অর্থ ঃ আর আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি।

৯১০. ৩ সূরা আলে- ইমরান ঃ আয়াতের অংশ ১৮৫

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

উচ্চারণ ঃ ওয়ামাল হায়া-তুদ্ দুনইয়ায় ইল্লা- মাতা- 'উল গুরূর।

অর্থ ঃ এবং দুনিয়ার জীবন ধাকা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

৯১১. ৭৭ সূরা মুরসালাত ঃ আয়াতের অংশ ৪৩

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ কুলূ ওয়াশ্‌রাবূ হানী-আম বিমা-কুন্‌তুম তা'মালূন।

অর্থ ঃ তাদেরকে (জান্নাতীদেরকে) বলা হবে তোমাদের কাজের বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।

৯১২. ৩৯ সূরা যুমার ঃ আয়াতের অংশ ৫৩

لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾

উচ্চারণ ঃ লা-তাক্বনাতূ মির্ রাহ্বমাতিল্লা-হি ; ইন্নাল্লাহা-হা ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা জ্বামী'আ-; ইন্নাহূ হুওয়াল গাফূরুর্ রাহ্বীম ।

অর্থ ঃ 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন সমুদয় পাপ। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৯১৩. ২৪ সূরা নূর ঃ আয়াতের অংশ ১৯

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ﴿۱۹﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া ল্লা-হু ইয়া'লামু ওয়া আনতুম লা- তা'লামূন।

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

৯১৪. ১৩ সূরা রা'দ ঃ আয়াতের অংশ ১৯

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۱۹﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা- ইয়াতাযাক্কারু উলুল্ আল্বা-ব্।।

অর্থ ঃ জ্ঞানীরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে!

৯১৫. ১৫ সূরা হিজর ঃ আয়াতের অংশ ৪৯

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۴۹﴾

উচ্চারণ ঃ নাব্বি' 'ইবা-দীয়আন্নীয়আনাল্ গাফূরুর রাহীম্।

অর্থ ঃ (হে নবী) আমার বান্দাদের বলে দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯১৬. ১৬ সূরা নাহল ঃ আয়াতের অংশ ২৯

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ

উচ্চারণ ঃ ফাদ্খুলূয়আব্ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-;

অর্থ ঃ তাই তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে চিরদিনের জন্য প্রবেশ কর।

৯১৭. ২ সূরা বাকারা্ ঃ আয়াতের অংশ ১০৯

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লা-হা ‘আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৯১৮. ২১ সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াতের অংশ ৬৯

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

উচ্চারণ ঃ কুলনা-ইয়া-না-রু কূনী বারদাওঁ ওয়া সালায়মান্ ‘আলা-ইব্রা-হীম্।

অর্থ ঃ আমি বললাম, ‘হে অগ্নি! ইব্রাহীমের জন্য (শান্তিদায়ক) শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।‘

৯১৯. ২২ সূরা হাজ্জ্ব ঃ আয়াতের অংশ ১

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়ায়আইয়্যুহান্না- সুত্তাক্কু রাব্বাকুম, ইন্না য্বালয্বালাতাস্ সা-‘আতি শাইউন্ ‘আজীম্।

অর্থ ঃ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, নিশ্চয়ই কিয়ামতের ভূমিকম্প এক ভয়ংকর ব্যাপার হবে।

৯২০. ৩৬ সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াতের অংশ ৬০

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ

উচ্চারণ ঃ আলাম্ আ‘হাদ্ ইলাইকুম্ ইয়া-বানীয়আ-দামা, আল্লা তু বুদুশ শাইতান।

অর্থ ঃ হে বনী আদমেরা! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিইনি, শয়তানের অনুসরণ করো না।

৯২১. ৩৬ সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াতের অংশ ৬১

وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়া আনি‘বুদূনী হা-যা-ছিরা-তুম্ মুস্তাক্বীম।

অর্থ ঃ এবং আমার (আল্লাহর) অনুসরণ কর। আর এটিই সরল পথ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আসমা-আল-হুসনা

অর্থসহ আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ

কুরআনের বাণী ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ -

অর্থ ঃ অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫২)

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۠

অর্থ ঃ আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ১৮০)

হাদীসের বাণী ঃ

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালার ৯৯ (নিরানব্বই) টি নাম আছে। যে ব্যক্তি ঐ নামসমূহ স্মরণ করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (মিশকাত শরীফ)

এই ৮টি (ر خ ق غ ظ ط ص ض) হরফে জবর দিলেও আকার উচ্চারণ না হয়ে সেই হরফটিই উচ্চারণ হবে। যেমন ঃ قَ -এর উচ্চারণ "ক্ব" خَ–এর উচ্চারণ "খ"। এক আলিফ মাদ [-] নিচে এক আলিফ মাদের অনেক ব্যবহার আছে।

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
০১	اَلرَّحْمٰنُ	আর রহ্মা-নু	অত্যন্ত দয়ালু
০২	اَلرَّحِيْمُ	আর রহী-মু	পরম করুণাময়
০৩	اَلْمَلِكُ	আল মালিকু	বাদশাহ
০৪	اَلْقُدُّوْسُ	আল কুদ্দূ-সু	অতি পবিত্র

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
০৫	اَلسَّلَامُ	আস সালামু	শান্তিদাতা
০৬	اَلْمُؤْمِنُ	আল মু'মিনু	নিরাপত্তাদানকারী
০৭	اَلْمُهَيْمِنُ	আল মুহাইমিনু	রক্ষাকারী
০৮	اَلْعَزِيْزُ	আল 'আজিজু	সর্বশক্তিমান
০৯	اَلْجَبَّارُ	আল জাব্বা-রু	ক্ষমতাশালী
১০	اَلْمُتَكَبِّرُ	আল মুতাকাব্বিরু	মহান
১১	اَلْخَالِقُ	আল খ-লিকু	সৃষ্টিকর্তা
১২	اَلْبَارِئُ	আল বা-রিউ	জীবনদাতা
১৩	اَلْمُصَوِّرُ	আল মুসাওউইরু	সুন্দরের রূপকার
১৪	اَلْغَفَّارُ	আল গাফ্ফা-রু	অত্যন্ত ক্ষমাশীল
১৫	اَلْقَهَّارُ	আল ক্বহ্হা-রু	মহা শাস্তিদাতা
১৬	اَلْوَهَّابُ	আল ওয়াহ্হা-বু	অসীম দাতা
১৭	اَلرَّزَّاقُ	আল রজ্জা-কু	রিজিক দাতা
১৮	اَلْفَتَّاحُ	আল ফাত্তা-হু	বিজয় দানকারী

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
১৯	اَلْعَلِيْمُ	আল আলী-মু	সর্বজ্ঞানী
২০	اَلْقَابِضُ	আল ক্ব-বিদু	ধ্বংসকারী
২১	اَلْبَاسِطُ	আল বা-সিতু	রিজিক প্রশস্তকারী
২২	اَلْخَافِضُ	আল খ-ফিদু	অবনতকারী
২৩	اَلرَّافِعُ	আর র-ফিউ	উন্নতি দানকারী
২৪	اَلْمُعِزُّ	আল মু'ইজ্জু	সম্মানকারী
২৫	اَلْمُذِلُّ	আল মুযিল্লু	অপমানকারী
২৬	اَلسَّمِيْعُ	আস সামী-উ	শ্রবণকারী
২৭	اَلْبَصِيْرُ	আল বাসি-রু	প্রত্যক্ষকারী
২৮	اَلْحَكَمُ	আল হাকামু	ফয়সালাকারী
২৯	اَلْعَدْلُ	আল 'আদলু	ন্যায়বিচারক
৩০	اَللَّطِيْفُ	আল লাতি-ফু	মেহেরবান
৩১	اَلْخَبِيْرُ	আল খবি-রু	সর্বজ্ঞ
৩২	اَلْحَلِيْمُ	আল হালি-মু	ধৈর্যশীল

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
৩৩	اَلْعَظِيْمُ	আল 'আজিমু	বিশাল
৩৪	اَلْغَفُوْرُ	আল গফু-রু	ক্ষমাশীল
৩৫	اَلشَّكُوْرُ	আশ শাকু-রু	প্রতিদান দানকারী
৩৬	اَلْعَلِيُّ	আল 'আলীউ	অতি উচ্চ
৩৭	اَلْكَبِيْرُ	আল কাবী-রু	সর্ব বৃহৎ
৩৮	اَلْحَفِيْظُ	আল হাফি-জু	রক্ষকারী
৩৯	اَلْمُقِيْتُ	আল মুকি-তু	রিজিক পৌছানকারী
৪০	اَلْحَسِيْبُ	আল হাসি-বু	হিসাব গ্রহণকারী
৪১	اَلْجَلِيْلُ	আল জলি-লু	মর্যাদাশীল
৪২	اَلْكَرِيْمُ	আল কারি-মু	সম্মানিত
৪৩	اَلرَّقِيْبُ	আর রকি-বু	হেফাজতকারী
৪৪	اَلْمُجِيْبُ	আল মুজি-বু	প্রার্থনা কবুলকারী
৪৫	اَلْوَاسِعُ	আল ওয়া-ছিউ	অসীম
৪৬	اَلْحَكِيْمُ	আল হাকী-মু	মহাজ্ঞানী

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
৪৭	اَلْوَدُوْدُ	আল ওয়াদু-দু	মহব্বতকারী
৪৮	اَلْمَجِيْدُ	আল মাজি-দু	গৌরবজ্জ্বল
৪৯	اَلْبَاعِثُ	আল বা-’ইছু	পুনরায় জীবিতকারী
৫০	اَلشَّهِيْدُ	আশ্ শাহীদু	সর্বদা উপস্থিত
৫১	اَلْحَقُّ	আল হাক্কু	মহা সত্য
৫২	اَلْوَكِيْلُ	আল ওয়াকি-লু	নির্ভরযোগ্য
৫৩	اَلْقَوِىُّ	আল ক্বুউইউ	শক্তিশালী
৫৪	اَلْمَتِيْنُ	আল মাতি-নু	অত্যন্ত মজবুত
৫৫	اَلْوَلِىُّ	আল ওয়ালিউ	প্রকৃত বন্ধু
৫৬	اَلْحَمِيْدُ	আল হামি-দু	প্রশংসিত
৫৭	اَلْمُحْصِىُّ	আল মুহসিউ	গণনাকারী
৫৮	اَلْمُبْدِىُّ	আল মুবদিউ	প্রথমবার সৃষ্টিকারী
৫৯	اَلْمُعِيْدُ	আল মুই-দু	দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকারী
৬০	اَلْمُحْيِىْ	আল মুহই-	জীবন দানকারী

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
৬১	اَلْمُمِيْتُ	আল মুমি-তু	মৃত্যু দানকারী
৬২	اَلْحَىُّ	আল হাইউ	চিরজীবন্ত
৬৩	اَلْقَيُّوْمُ	আল কাইয়ু-মু	চিরস্থায়ী
৬৪	اَلْوَاجِدُ	আল ওয়া-জিদু	সম্পদশালী
৬৫	اَلْمَاجِدُ	আল মা-জিদু	গৌরবান্বিত
৬৬	اَلْوَاحِدُ	আল ওয়া-হিদু	অদ্বিতীয়
৬৭	اَلْاَحَدُ	আল আহাদু	এক ও একক
৬৮	اَلصَّمَدُ	আছ ছামাদু	অভাবমুক্ত
৬৯	اَلْقَادِرُ	আল ক্বা-দির	সর্ব ক্ষমতাময়
৭০	اَلْمُقْتَدِرُ	আল মুক্বতাদিরু	সর্ব ক্ষমতাশীল
৭১	اَلْمُقَدِّمُ	আল মুক্বদ্দিমু	দ্রুত সম্পাদনকারী
৭২	اَلْمُؤَخِّرُ	আল মুয়াক্খিরু	ধীরে সম্পাদনকারী
৭৩	اَلْاَوَّلُ	আল আউয়ালু	সর্বপ্রথম
৭৪	اَلْاَخِرُ	আল আখিরু	সর্বশেষ

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
৭৫	اَلظَّاهِرُ	আজ য-হিরু	প্রকাশ্য
৭৬	اَلْبَاطِنُ	আল বা-তিনু	গোপন
৭৭	اَلْوَلِيُّ	আল ওয়ালীউ	অভিভাবক
৭৮	اَلْمُتَعَالِىْ	আল মুতা'য়া-লী	সর্ব উচ্চ
৭৯	اَلْبَرُّ	আল বাররু	পরম উপকারী
৮০	اَلتَّوَّابُ	আত তাওয়া-বু	তাওবা কবুলকারী
৮১	اَلْمُنْتَقِمُ	আল মুনতাকিমু	প্রতিশোধ গ্রহণকারী
৮২	اَلْعَفُوُّ	আল 'আফুউ	গুনাহ মাফকারী
৮৩	اَلرَّءُوْفُ	আর রউফু	স্নেহময়
৮৪	مَالِكُ الْمُلْكِ	মালিকুল মুল্‌কি	রাজত্বের মালিক
৮৫	ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ	জুল জালা-লী ওয়াল ইকরম	সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী
৮৬	اَلْمُقْسِطُ	আল মুকসিতু	ন্যায় বিচারক
৮৭	اَلْجَامِعُ	আল জা-মি'উ	একত্রকারী

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
৮৮	اَلْغَنِىُّ	আল গণিউ	ধনী
৮৯	اَلْمُغْنِىُ	আল মুগনীউ	অভাব মোচনকারী
৯০	اَلْمَانِعُ	আল মা-নিউ	নিষেধকারী
৯১	اَلضَّارُّ	আদ দ-ররু	ক্ষতি সাধনকারী
৯২	اَلنَّافِعُ	আন না-ফিউ	লাভ দানকারী
৯৩	اَلنُّوْرُ	আন নু-রু	আলো
৯৪	اَلْهَادِىُ	আল হা-দিউ	হেদায়েত দানকারী
৯৫	اَلْبَدِيْعُ	আল বাদি-’উ	নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী
৯৬	اَلْبَاقِىْ	আল বা-কী-	স্থিতিশীল
৯৭	اَلْوَارِثُ	আল ওয়া-রিছু	উত্তরাধিকারী
৯৮	اَلرَّشِيْدُ	আর রশী-দু	সৎপথে চালনাকারী
৯৯	اَلصَّبُوْرُ	আস সাবু-রু	ধৈর্য্যধারণকারী

সমাপ্ত



Cell: 01675506913, 01918765150.

E-main: info@sinaninfo.com

Website: www.sinaninfo.com